পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1698, Saturday, September 19, 2026 FREE www.parichoy.com

২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- সংঘাত বন্ধে কাতারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে শর্ত জানাল তেহরান, অপেক্ষা ট্রাম্পের জবাবের - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্র কেন হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবকে সহায়তা করছে না? - ৮ম পাতায়
- জ্বালানির দাম বাড়ায় ফ্লাইট কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি এয়ারলাইনস - ৯ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়াই টার্মিনালে প্রবেশের সুযোগ -১২তম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সরকারি কর্মীদের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ড পেতে মানতে হবে শর্ত, জানাল ডিএইচএস-১৪ পাতায়
- আমাদের লংমার্চ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে: শফিকুর রহমান -১৮তম পাতায়
- হেলিকপ্টারে পালাবেন নাকি সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করবেন ঠিক করুন নাহিদ ইসলাম -১৮ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মাথা খুলেছে মেসির -২৬ পাতায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যাচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের ‘স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ’, শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষর

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব পারমাণবিক পরিবারে প্রবেশ করল বাংলাদেশ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY
MOINUL ISLAM

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৩ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
সবার আগে বাংলাদেশ
জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারম্যান
জনাব তারেক রহমান
এর নিউইয়র্কে আগমন
শুভেচ্ছা ও স্বাগতম
শুভেচ্ছান্তে :
ইঞ্জি. মো: আবদুল খালেক
সাবেক সভাপতি
নিউইয়ার্ক সিটি মহানগর বিএনপি
এডভোকেট রেদওয়ানা সেতু
সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, নিউইয়ার্ক সিটি মহানগর বিএনপি

কে কি বললেন

● 'যদি এর উদ্দেশ্য ভালো হয়, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ হলে আমরা ইউরোপের ওপর খুব কঠোর শুল্ক আরোপ করব।'- কানাডাকে সহযোগী সদস্য করার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর প্রস্তাব প্রসঙ্গে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক পররাষ্ট্রনীতিকে কোনোভাবেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের 'অনুগত' হতে দেওয়া যাবে না - ভাইস প্রেসিডেন্ট **জেডি ভ্যান্স**

● বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা চোর, ঘুষখোর-লুটপাট করে : স্পিকার জাতীয় সংসদের স্পিকার **হাফিজ উদ্দিন আহমদ**

● ''আপনার প্রশ্নটি সঠিক হয়নি ভারত নিয়ে মুগ্ধতা (ফেসিনেশন) থেকে বের হয়ে আসুন ভারত কেবল আরেকটি প্রতিবেশী দেশ, যার সঙ্গে আমরা ভালো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক চাই সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার-সব সময় খালি ভারতের কথাই ভাবলে চলবে না নিজের দেশের কথা ভাবুন'- জাতিসংঘে তারেক রহমানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হবে কিনা জানতে চাওয়ার জবাবে **প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির**

● ড. ইউনূসের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তির ফলে যেকোনো সরকারের জন্য দেশ চালানো কঠিন - বাংলাদেশে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব

● আওয়ামী লীগের চেয়েও খারাপ পরিণতি হবে বিএনপির - প্রশাসনে দলীয়করণ, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিএনপি আওয়ামী লীগের পথ অনুসরণ করছে বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও রংপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য **এটিএম আজহারুল**

● 'তারেক রহমানের হাতে দেশের গণতন্ত্র নিরাপদ নয়, মানবাধিকারও নিরাপদ নয়। তারেক রহমান নতুন স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।' - বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এনসিপির আহ্বায়ক **নাহিদ ইসলাম**

টাইমস স্কয়ারে বাংলার বসন্ত, বহুজাতিক নিউইয়র্কে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিস্তার

শাহারিয়ার নয়ন: চারপাশে বহুজাতিক মানুষের ভিড়, মাথার ওপর নিউইয়র্কের পরিচিত আলোকোজ্জ্বল বিলবোর্ড। সেই ব্যস্ত নগরীর প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কয়ারে একদিন বাংলা গান, লোককবিতা, নৃত্য, শোভাযাত্রা আর শিশুদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বাঙালির নতুন বছরের কথা। পহেলা বৈশাখের উৎসব সেখানে এক দিনের সাংস্কৃতিক আয়োজনকে ছাড়িয়ে প্রবাসে বাংলা পরিচয় ও ঐতিহ্য ধরে রাখার এক দৃশ্যমান আয়োজনে পরিণত হয়েছিল।

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ পালনের কয়েক দিন আগে, ১৩ এপ্রিল নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে দিনব্যাপী এই আয়োজন করা হয়। প্রবাসীদের সংগঠন এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের উদ্যোগে এবং নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের সহযোগিতায় আয়োজিত উৎসবটি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ২৭টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি, আন্তর্জাতিক অতিথি, কূটনীতিক, শিল্পী, লেখক এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

নিউইয়র্কের কেন্দ্রে বাংলার নতুন বছর

বাংলা নববর্ষের উৎসবের শুরুতেই ছিল আনুষ্ঠানিক প্রদীপ প্রজ্বালন। এতে অংশ নেন বিশ্বজিৎ সাহা, রোকেয়া হায়দার, হোসাইন কবির ও মহিতোষ তালুকদার তাপস। এরপর টাইমস স্কয়ারের বিশাল ডিজিটাল পর্দায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার শুভেচ্ছা ও ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

ডেমোক্র্যাট নেতা ব্র্যাড হলম্যান-সিগাল, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং এবং নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি. লিউয়ের বার্তাও অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। এ দৃশ্যের তাৎপর্য কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক নগরীর অন্যতম পরিচিত জনপরিসরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন প্রবাসী বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বৃহত্তর সমাজের সামনে তুলে ধরার একটি সুযোগ তৈরি করে।

সাহিত্য থেকে লোকঐতিহ্য

উৎসবের শুরুতেই কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালামের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তোফাজ্জল লিটনের উপস্থাপনায় এই পর্বে বাংলা সাহিত্য, স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা দিক তুলে ধরা হয়।

এরপর কার্তিক চন্দ্রের সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের সাংস্কৃতিক আবহ আরও বিস্তৃত হয়। গীতাঞ্জলি সংগীত, শিশুদের একক পরিবেশনা, আলভান চৌধুরীর গান, রজনীর নৃত্য এবং চিত্রার সংগীত পরিবেশনায় দিনের প্রথমার্ধে মঞ্চজুড়ে ছিল বৈচিত্র্যময় আয়োজন।

তবে বাংলা সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি উঠে আসে লোকঐতিহ্যের পরিবেশনায়। জীবন চৌধুরীর কণ্ঠে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' টাইমস স্কয়ারের দর্শকদের সামনে বাংলার লোকজ সাহিত্য ও সংগীতের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে নতুন পরিসরে তুলে ধরে। আলোকোজ্জ্বল টাইমস স্কয়ারে বাংলা লোককবিতা ও গানের এই পরিবেশনা যেন ভিন্ন দুই জগতকে পাশাপাশি এনে দেয়। একদিকে আধুনিক বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত নগরকেন্দ্র, অন্যদিকে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও লোকস্মৃতির দীর্ঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

বৈশাখের মঞ্চে বহুসাংস্কৃতিক নিউইয়র্ক

এই উৎসবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বিভিন্ন দেশের মানুষের অংশগ্রহণ। নেপাল, লাওস ও থাই সম্প্রদায়ের শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ফলে বাংলা নববর্ষের আয়োজনটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিজস্ব উৎসবের গণ্ডি পেরিয়ে একটি বহুসাংস্কৃতিক মিলনমঞ্চের রূপ নেয়।

'ষড়ঋতু' পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতি, সময় ও জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, ঋতুবৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবনযাপনের যে যোগসূত্র, এই পরিবেশনায় তারই সাংস্কৃতিক প্রকাশ দেখা যায়।

দুপুরের আয়োজনে বিশিষ্ট অতিথি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এতে বিদেশি অতিথি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ও কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন। ড. কল্লোল বসুর উপস্থাপনায় এই পর্বে প্রবাসী পরিচয় ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

পরে রোকেয়া হায়দার ও বিশ্বজিৎ সাহার নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক যাত্রা নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

শোভাযাত্রায় ঢাকার স্মৃতি

বিকেলের পর্বে উৎসবের চেহারা আরও বদলে যায়। 'জ্যোতি সংহিতা' নাটক, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সলিল চৌধুরীকে নিয়ে সংগীত পরিবেশনা, রহমান টিটোর 'দ্রোহের গান', আড্ডা, সৃষ্টি একাডেমির নৃত্য, শাহ মাহবুবের লোকগান এবং ওড়িশা ড্যান্স একাডেমির শাস্ত্রীয় নৃত্য ছিল এই পর্বের উল্লেখযোগ্য আয়োজন।

ছিল কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন।

শোভাযাত্রায় বাংলা সংস্কৃতি ও *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যাচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের ‘স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ’, শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষর

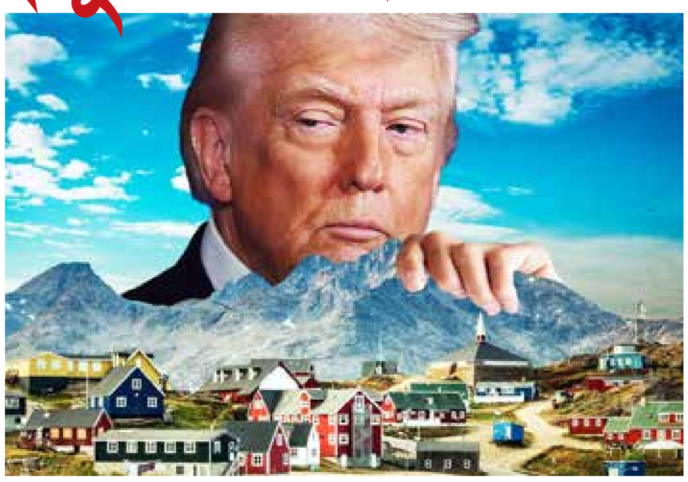

পরিচয় ডেস্ক: শেষমেশ সম্পন্ন হল ডেনমার্ক ও আমেরিকার মধ্যে গ্রিনল্যান্ডকে নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী, স্থায়ী সামরিক কভার, গ্রিনল্যান্ডকে দেবে আমেরিকা। চুক্তি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি গ্রিনল্যান্ডের রাশ এবার আমেরিকার হাতে চলে গেল? গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় করতে এবং সেখানে প্রতিপক্ষ দেশের প্রবেশাধিকার স্থায়ীভাবে বন্ধ করতেই এমন চুক্তি হয়েছে বলে খবর।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বলেছেন, তিনি ডেনমার্কের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন, যার মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তার ওপর ওয়াশিংটন ‘স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ’ পাবে এবং এই আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া ও চিন ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে না। ট্রাম্প জানুয়ারিতে বলেছিলেন যে, রাশিয়া বা চিন যাতে গ্রিনল্যান্ড দখল করতে না *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

সাধারণ পরিষদে প্রথমবার ভাষণ দেবেন ২৪ সেপ্টেম্বর

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে নিজের প্রথম বক্তব্য রাখবেন তিনি। সংক্ষিপ্ত এই সফরালে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ও কূটনৈতিক আয়োজনে তাঁর ব্যস্ত সময় কাটানোর কথা রয়েছে। তুলনামূলক একটি ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে নিউইয়র্ক আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন।

বিশ্বনেতাদের সামনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরা এবং দেশের মূল অগ্রাধিকারগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

সংঘাত বন্ধে কাতারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে শর্ত জানাল তেহরান, অপেক্ষা ট্রাম্পের জবাবের

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের নিরাপত্তাবিষয়ক প্রধান মোহসেন রেজাই মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে বলেছেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইরানের দেওয়া শর্তগুলো মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে তেহরান। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে- সব ফ্রন্টে হামলা বন্ধ করা, জব্দকৃত ইরানি সম্পদের ছাড় এবং নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া। রেজাই আরও বলেন, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের হুথিদের মধ্যকার যুদ্ধেরও অবসান চায় ইরান। তার দাবি, হুথিরাও সৌদি আরবের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে আগ্রহী।

মোহসেন রেজাই আল জাজিরাকে দেওয়া উক্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব পারমাণবিক পরিবারে প্রবেশ করল বাংলাদেশ

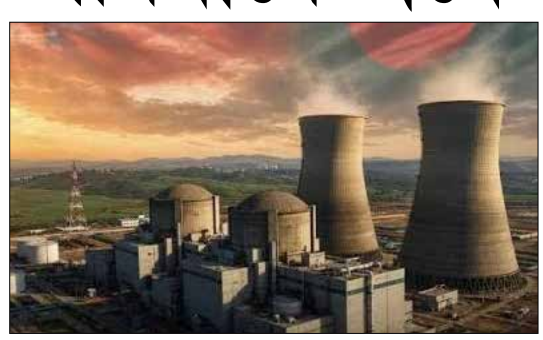

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক স্থাপনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব পারমাণবিক পরিবারে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। গত বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবার্গে অনুষ্ঠিত ‘ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অব ইয়ুথ’ (আইএফওয়াই-২০২৬)-এর ‘মিডিয়া স্ট্রিম’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রাশিয়ার ভাবমূর্তি’ শীর্ষক এক প্লেনারি সেশনে এই মাইলফলকের কথা তুলে ধরেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি করপোরেশন রোসাটমের যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক আন্দ্রে তিমোনভ। আন্দ্রে তিমোনভ বলেন, ‘রোসাটম বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক প্রযুক্তির অগ্রভাগে রয়েছে, যারা উৎপাদন চক্রের *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

ডিজেলের সংকট ঘনীভূত হওয়ার মধ্যেই পেট্রোলের দাম আরও বাড়ার আভাস গোল্ডম্যান স্যাকসের

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারে সরবরাহ সংকটের কারণে ডিজেলের দাম এবং মুনাফা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। এমন প্রেক্ষাপটে, জ্বালানি শোধনাগার বা রিফাইনারিগুলো বর্তমানে ডিজেল উৎপাদনে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায়- পেট্রোলের দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকস। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ নিউজ কতৃক প্রকাশিত গোল্ডম্যানের এক নোটে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি তাদের জ্বালানি বাজার-সংক্রান্ত মূল সুপারিশের কেন্দ্রবিন্দু ডিজেল টাইমস্প্রেড থেকে সরিয়ে-আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের জন্য ইউরোপীয় পেট্রোলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, ওই *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
সবার আগে বাংলাদেশ
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও
বিএনপির চেয়ারম্যান
জনাব তারেক রহমানের
যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
জসিম ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, ফেনী জেলা।
সাবেক কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ ৮১তম সাধারন
অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
তারেক রহমান-কে
প্রাণঢালা
শুভেচ্ছা
মো. বিলাল চৌধুবী
সাবেক সভাপতি, জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি;
সভাপতি ও পরিচালক, ABBA;
পরিচালক, আমেরিকান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স;
সাবেক সভাপতি, নিউইয়র্ক যুবদল;
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, জাতীয়তাবাদী ফোরাম;
সাবেক সদস্য, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটি; এবং
বর্তমান নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা।

কানাডাকে সহযোগী সদস্য করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধের হুমকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশ কানাডাকে সহযোগী সদস্য করার প্রস্তাব দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করলে ইউরোপীয় ব্লকটির সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধের হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতে, সদস্য করার পরিকল্পনাটি 'হাস্যকর' হতে যাচ্ছে।

গত বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'তারা যদি এটি করে, আর আমি যদি মনে করি পদক্ষেপটি শত্রুতামূলক তাহলে কঠোর শুল্ক আরোপ করবো। অথবা ইউরোপের সঙ্গে অনেক পণ্যের বাণিজ্য বন্ধ করে দেব।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, 'যদি এর উদ্দেশ্য ভালো হয়, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ হলে আমরা ইউরোপের ওপর খুব কঠোর শুল্ক আরোপ করব।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই হুমকির জবাবে বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় কমিশনের বাণিজ্যবিষয়ক মুখপাত্র ওলফ গিল সাংবাদিকদের বলেন, কানাডাকে সহযোগী সদস্য করার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নয়। স্টেট অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভাষণে প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লাইয়েনও

বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বার্ষিক ভাষণ দেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লাইয়েন। তখন তিনি কানাডাকে ইউনিয়নের সহযোগী সদস্য করার প্রস্তাব দেন। কমিশনের প্রেসিডেন্টের এই ভাষণ 'স্টেট অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন' নামে পরিচিত। এ সময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভাষণে উরসুলা বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশগুলো আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থায় ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে। তাই ব্রাসেলস (ইইউ সদরদপ্তর) ও অটোয়াকে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবে।' সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও জ্বালানির কথা উল্লেখ করেন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে উদ্দেশ্য করে উরসুলা বলেন, 'আমি ইইউ-এর প্রথম সহযোগী সদস্য হিসেবে কানাডার জন্য দরজা খুলে দিতে চাই।' এ সময় পার্লামেন্টে উপস্থিত সদস্যরা দাঁড়িয়ে কার্নিকে অভ্যর্থনা জানান।

উরসুলা ফন ডার লাইয়েন আরো বলেন, বাণিজ্যভিত্তিক সহযোগিতা থেকে এখন বৃহত্তর জোট-এর বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র কেন হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবকে সহায়তা করছে না?

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৌদি আরবের নতুন করে লড়াই শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সহায়তা চেয়েছিলেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে দুইবার ফোন করে হুথিদের ওপর সরাসরি বিমান হামলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ট্রাম্প সামরিক হস্তক্ষেপের আহ্বানে সাড়া দেননি। কিন্তু কেন?

যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সিমন মাবোন সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত আছে। আর ইরান হলো হুথিদের প্রধান সহায়তাকারী। ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ শুরু করেছিলেন এ প্রত্যাশা নিয়ে যে, এটি কয়েকদিনের বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

চীনা অর্থ ও সহযোগিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি অর্থ ও চুক্তির তথ্য প্রকাশে অনিয়মের অভিযোগে ডিউক ও নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি খতিয়ে দেখছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ফেডারেল সংস্থা ।

যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি অর্থ, চুক্তি ও গবেষণা সহযোগিতা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র দপ্তর। তদন্তের আওতায় রয়েছে ডিউক ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ডাকোটা। সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি উৎস থেকে পাওয়া অর্থ ও চুক্তির তথ্য সঠিকভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করেছে কি না, মূলত সেটিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই তদন্তের ভিত্তি হলো যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা আইনের ১১৭ নম্বর ধারা। এই আইনের আওতায় ফেডারেল আর্থিক সহায়তা পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিদেশি উৎস থেকে পাওয়া ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা তার বেশি মূল্যের উপহার ও চুক্তির তথ্য প্রকাশ করতে হয়। আইনটির উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদেশি আর্থিক সম্পর্ক সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ডিউক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চীনের উহান ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং ডিউক কুনশান ইউনিভার্সিটি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখছেন, ডিউকের আগের বিদেশি অর্থ ও অংশীদারত্বসংক্রান্ত প্রতিবেদনে কিছু চীনা সরকারি অংশীদারকে যথ যথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কি না। একই সঙ্গে উহান ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ডিউকের সহযোগিতা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের অভিযোগ অনুযায়ী, আগের কিছু প্রতিবেদনে বিদেশি সরকারি অংশীদারদের বেসরকারি বা সরকারি-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ডিউক ইউনিভার্সিটি কোনো আইন ভেঙেছে-এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো দেওয়া হয়নি। ডিউক জানিয়েছে, তারা সরকারি চিঠি পর্যালোচনা করছে এবং আইন মেনে চলার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

কানাডার ইউরোপমুখী যাত্রা 'বড় ভুল' - মনে করছে ওয়াশিংটন পোস্ট

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম স্টেট হওয়ার আগ্রহ কানাডার না-ই থাকতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮তম সদস্য হওয়ার চেষ্টা করাটা তাদের জন্য হঠকারিতা হতে পারে বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

গত বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন ব্যাপক আয়োজন করে কানাডাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম 'সহযোগী সদস্য' হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে গিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছে, উৎপাদন, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ও জ্বালানি খাত-সব দিক থেকে অটোয়াকে ওয়াশিংটন থেকে ব্রাসেলসমুখী করতে চাইছে ইউরোপীয় কমিশন।

এ বিষয়ে আগামী মাসের সম্মেলনে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে।

'মধ্যম শক্তির দেশগুলোকে' যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।

ওয়াশিংটন পোস্টের চোখে, কার্নি মূলত প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ক্ষোভ থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছেন।

যে জোট উত্তর আমেরিকার জন্য বিপুল সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে, সেখানে বিচ্ছেদ ঘটে গেলে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপুল সামরিক সহায়তা, নেপথ্যে কী?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার চারটি দেশে ৫২ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সামরিক অর্থায়ন পুনঃনির্দেশিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে ভর্তুকি দেওয়া তহবিল স্লোভাকিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, তিউনিসিয়া এবং ইরাক থেকে পানামা, পেরু, ইকুয়েডর এবং কলম্বিয়ায় পুনঃবন্টন করা হচ্ছে বলে সংবাদ সংস্থাটি কংগ্রেসকে দেওয়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে জানিয়েছে।
এই পরিবর্তনটি এমন সময়ে এসেছে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর আধিপত্যবাদী মনরো মতবাদের নিজস্ব সংস্করণ 'ডনরো মতবাদ'-এর অধীনে পশ্চিম গোলার্ধের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে যে, তারা দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব শক্তিশালী করতে চায় এবং একই সাথে এই অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোকে কৌশলগত অবস্থান লাভ করা থেকে বিরত রাখতে চায়।
স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে, বৈদেশিক সামরিক অর্থায়নের পূর্ববর্তী বণ্টন পশ্চিমা গোলার্ধের প্রতি প্রশাসনের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।
যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা করেছে যে, দক্ষিণ আমেরিকায় এই অর্থ ব্যয় করা প্রাপকদের "আমাদের নিজেদের আঙিনায় মাদক-সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে, পানামা খালের নিরাপত্তা অব্যাহত রাখতে" এবং "শত্রুদের আমাদের গোলার্ধে কৌশলগত ঘাঁটি স্থাপন থেকে বিরত রাখতে" সাহায্য করবে।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে, চারজন প্রাপকই তাঁর প্রশাসনের অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে নিজেদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে।
পানামা চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ থেকে সরে এসেছে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়িয়েছে, যদিও প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো পানামা খালের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় গ্রহণের বিষয়ে ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। মুলিনোর সরকার হংকং-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিকে হাচিসন হোল্ডিংস-এর সাথে চুক্তি বাতিল করেছে, যেটিকে ওয়াশিংটন পানামা ও পেরুর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোতে চীনের ধীরগতির দখলের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছিল। বিলিয়নার লি কা-শিং-এর পরিবারের মালিকানাধীন এই সংস্থাটি ১.৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। ইকুয়েডর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার মাধ্যমে বাণিজ্য বাধা কমানো হয়েছে এবং আমেরিকান রপ্তানিকারকদের জন্য অন্যান্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়াও ওয়াশিংটনের সাথে মাদকবিরোধী সহযোগিতা প্রসারিত করেছেন, এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিতর্কিত কৌশলকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউস থেকে সিএনএনসহ ৩ গণমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভুয়া খবর প্রচারের অভিযোগ তুলে হোয়াইট হাউস থেকে সিএনএন, এমএস নাউ ও পলিটিকোকে নিষিদ্ধ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এ ঘোষণা দেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছি যে, দর্শকসংখ্যা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে সম্প্রতি এমএসএনবিসি থেকে নাম পরিবর্তন করে এমএসনাও রাখা এই সংস্থাগুলো-ভুয়া সংবাদ পরিবেশন করছে-এবং তাদের

ক্রমাগত ভুয়া সংবাদ পরিবেশনের ফলস্বরূপ আমি অবিলম্বে তাদের হোয়াইট হাউস থেকে নিষিদ্ধ করছি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিযোগ করেন, পলিটিকোকে টিকিয়ে রাখতে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন আমলে ৮০ লক্ষ ডলারের চাঁদা দেওয়া হয়। ট্রাম্প বলেন, আমার কাছে তো এটা দুর্নীতি মনে হচ্ছে। ট্রাম্প আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট, ট্রাম্প প্রশাসন বা যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করার সময় গণমাধ্যমগুলোর ক্রমাগত কল্পকাহিনী ও মিথ্যা লেখা বা প্রতিবেদন করার সুযোগ থাকা উচিত নয়।

জ্বালানির দাম বাড়ায় ফ্লাইট কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি এয়ারলাইনস

জেট জ্বালানির দাম বাড়ায় ফ্লাইট সংখ্যা কমানোর পথে হাঁটছে যুক্তরাষ্ট্রের বড় কয়েকটি এয়ারলাইনস। আমেরিকান এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ও সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসের কর্মকর্তারা বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, জ্বালানির বাড়তি খরচ সামলাতে তারা ফ্লাইট সূচি পর্যালোচনা করছেন এবং সক্ষমতা সমন্বয় করছেন। খবর ফক্স বিজনেসের। আন্তর্জাতিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএটিএ) জানিয়েছে, গত সপ্তাহে বিশ্ববাজারে জেট জ্বালানির গড় দাম আগের সপ্তাহের তুলনায় ৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১৮১ দশমিক ৪৬ ডলারে উঠেছে। মরগ্যান স্ট্যানলির ১৪তম বার্ষিক লাগুনা সম্মেলনে আমেরিকান এয়ারলাইনসের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ডেভন মে বলেন, চতুর্থ প্রান্তিকে জেট জ্বালানির দাম জুলাইয়ে করা পূর্বাভাসের চেয়ে গ্যালনপ্রতি প্রায় ১ ডলার বেশি হচ্ছে। এতে এয়ারলাইনটির

জ্বালানি ব্যয় প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে।
তিনি বলেন, তৃতীয় প্রান্তিকের ব্যবসা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। তবে গত চার সপ্তাহে জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ কারণে চতুর্থ প্রান্তিকের শেষ দিকে জ্বালানি ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফ্লাইট সক্ষমতা আরও সমন্বয় করবে আমেরিকান এয়ারলাইনস।
এদিকে আমেরিকান এয়ারলাইনসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবার্ট ইসম বলেন, তৃতীয় প্রান্তিকে তাদের আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ বাড়তে পারে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে চাহিদা এবং প্রিমিয়াম ও ইকোনমি শ্রেণির যাত্রী বুকিংয়ের শক্ত অবস্থানের কারণে এই প্রবৃদ্ধির আশা করছে এয়ারলাইনটি। ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মাইকেল লেস্কিনেন জানান, জ্বালানির দাম বাড়ায় ডিসেম্বরের জন্য পরিকল্পনা করা কিছু ফ্লাইট *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে হামাসকে হামলার সুযোগ করে দিয়েছিল ইসরায়েল- হান্টার বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পুত্র হান্টার বাইডেন দাবি করেছেন, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিল ইসরায়েল। কিন্তু গাজায় নিজস্ব সামরিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই হামলা হতে দিয়েছে।
লন্ডনের 'এলবিসি' (LBC) রেডিওতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হান্টার বাইডেন বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হামাসের আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রতিরোধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎস-এর একটি প্রতিবেদনের সূত্র ধরে তিনি জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) নেতা ব্যক্তিগতভাবে নেতানিয়াহুকে গাজায় হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
তবে এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন নেতানিয়াহু এবং ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।
হান্টার বাইডেনের মতে, "ইসরায়েল জানত কী হতে যাচ্ছে। তারা হামলাটি হতে দিয়েছে যাতে এমন একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়, যার অনুমতি অন্য সাধারণ পরিস্থিতিতে কেউ কখনোই দিত না।"
একই সাথে হামাসকে 'ভয়াবহ' সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, গাজায় ইসরায়েলের চালানো যুদ্ধকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন হলেও তা 'গণহত্যার শামিল' (akin to genocide)| ইসরায়েল *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
শহীদ জিয়া অমর হোক
খালেদা জিয়া অমর হোক
তারেক রহমান জিন্দাবাদ
সবার আগে বাংলাদেশ
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও
বিএনপি'র চেয়ারম্যান
জনাব তারেক রহমানের
যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
নাছিম আহমেদ
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক।
সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি এবং
সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ ৮১তম সাধারন
অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
তারেক রহমান-এর
(নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি)
এর পক্ষ থেকে
প্রাণঢালা
শুভেচ্ছা
আলহাজ্ব সোলায়মান ভুঁইয়া
প্রতিষ্ঠাতা, জিয়া মঞ্চ, যুক্তরাষ্ট্র
সাবেক সহসভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সরকারি কর্মীদের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ড পেতে মানতে হবে শর্ত, জানাল ডিএইচএস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সরকারি কর্মীদের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্তন এনেছে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা ডিএইচএস। নতুন নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া এমন কিছু শিশু, যারা জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায় না এবং যাদের বাবা-মায়ের কেউ একজন বিদেশি সরকারের কর্মী, তারা "লফুল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট" হিসেবে নিবন্ধনের সুযোগ পাবে। নিয়মটি ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে।

তবে এই পরিবর্তন সব গ্রীন কার্ড আবেদনকারীর জন্য নয়। মূলত: এমন শিশুদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাদের বাবা-মায়ের কেউই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন এবং অন্তত একজন বিদেশি সরকারের কর্মী।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা ডিএইচএস জানিয়েছে,

নতুন নিয়মের মাধ্যমে আগে যে শ্রেণির কিছু শিশু লফুল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে নিবন্ধনের সুযোগ পেত না, তাদের জন্য সেই সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। নতুন নিয়মে বিদেশি কূটনৈতিক কর্মকর্তা ছাড়াও বিদেশি সরকারের বিভিন্ন কর্মী এবং নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীরা সংশ্লিষ্ট শ্রেণির মধ্যে পড়তে পারেন। ডিএইচএসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিদেশি সরকারি কর্মীর ধারণাটি আগের 'বিদেশি কূটনৈতিক কর্মকর্তা' শ্রেণির চেয়ে বিস্তৃত। এর ফলে নির্দিষ্ট সরকারি দায়িত্বে থাকা আরও কিছু কর্মীর সন্তান এই সুবিধার আওতায় আসতে পারে। এর অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট শিশু জন্মের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব না পেলেও যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে স্থায়ীভাবে বসবাসের পথ পেতে পারে। যোগ্য হলে শিশুটির পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিবন্ধনের জন্য ফরম আই-৪৮৫ ব্যবহার করা যাবে। তবে এই নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয় নয়; যোগ্য ব্যক্তিকে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

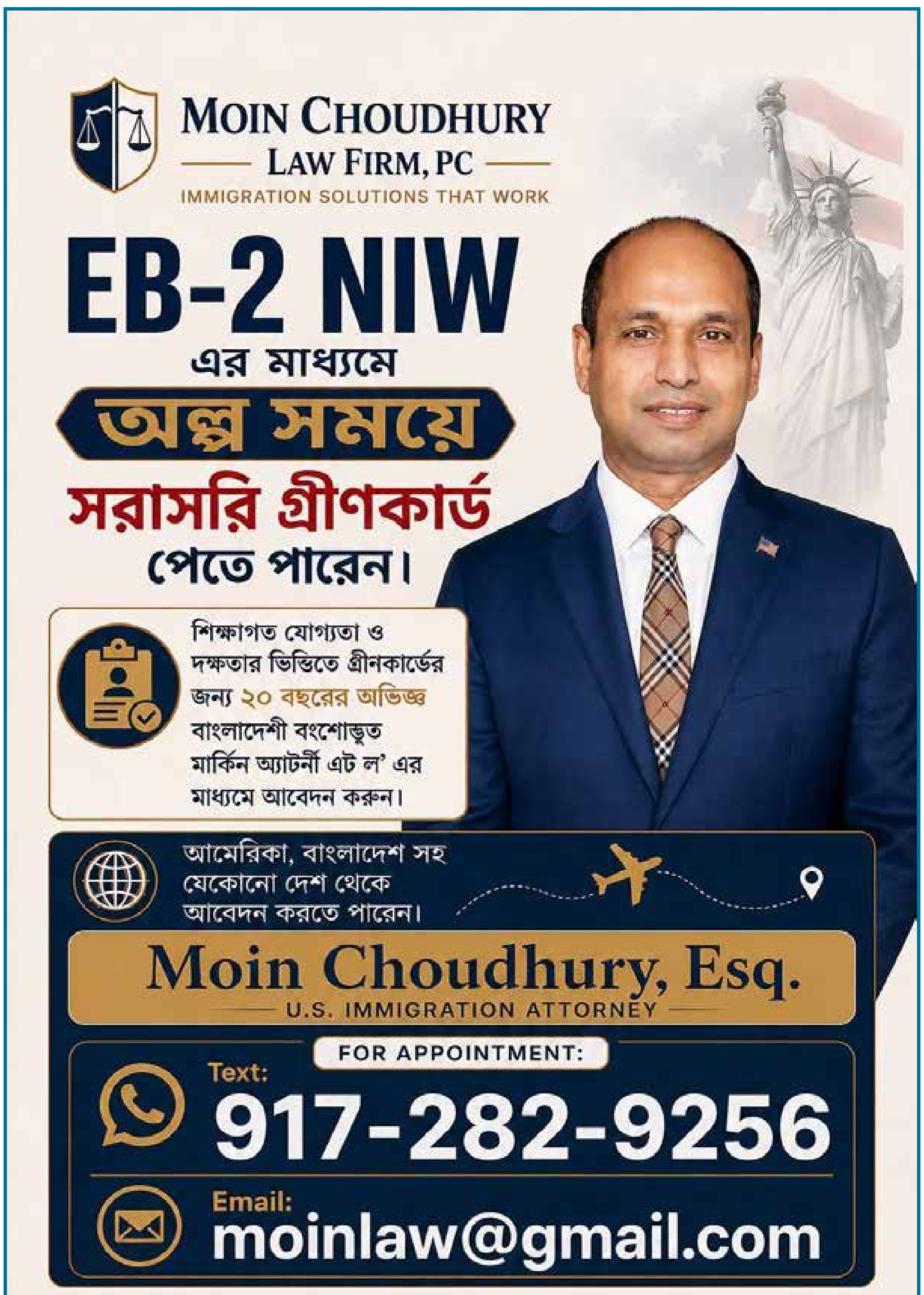

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি বিমানবন্দরে টিকিট না থাকা দর্শনার্থীদের জন্য টার্মিনালের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (টিএসএ)।

নতুন এই পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আওতায় যাত্রীর স্বজন ও বন্ধুরা নিরাপত্তা তল্লাশি পেরিয়ে গেট পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিদায় জানানো বা স্বাগত জানাতে পারবেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে টিকিট ছাড়াই যাত্রীদের গেট পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর হওয়ায় এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। টিএসএর 'গেটসাইড' কর্মসূচির আওতায় এই সুবিধা পেতে হলে আবেদনকারীকে আগে থেকেই টিএসএ প্রিচেকের অনুমোদিত যাত্রী অথবা 'নোন ট্রাভেলার নম্বর'ধারী হতে হবে। বিমানবন্দরে যাওয়ার ১ থেকে ৩ দিন আগে টিএসএর ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। অনুমোদন পেলে টিকিটধারী যাত্রীদের মতোই নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে টার্মিনালে প্রবেশ করা যাবে।

তবে প্রতিটি বিমানবন্দর প্রতিদিনের অনুমোদিত পাসের সংখ্যা সীমিত করতে পারে এবং ব্যস্ত সময়ে কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধও রাখতে পারে।

বর্তমানে যেসব ১৩টি বিমানবন্দরে এই সুবিধা চালু রয়েছে, সেগুলো হলো-অ্যারিজোনার মেসা গেটওয়ে, ওহাইওর জন গ্লেন কলম্বাস, টেক্সাসের ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ, মিশিগানের ডেট্রয়েট মেট্রোপলিটন, কানসাসের উইচিটা, ইন্ডিয়ানার ইন্ডিয়ানাপোলিস, নেভাদার হ্যারি রিড, ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ও সান ডিয়েগো, আরকানসাসের লিটল রক, ওকলাহোমার ওকলাহোমা সিটি, নেব্রাস্কার ওমাহা এবং ইউটাহর সল্ট লেক সিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

টিএসএ জানিয়েছে, টার্মিনালে প্রবেশকারী দর্শনার্থীদেরও যাত্রীদের মতো বিমানবন্দরের সব আচরণবিধি ও স্থানীয়-ফেডারেল আইন মেনে চলতে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করলে পাস বাতিল, বিমানবন্দর থেকে বহিষ্কার কিংবা দেওয়ানি বা ফৌজদারি শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

৬ মাস যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলে ফেরার সময় পাবলিক চার্জ নীতিতে পড়তে পারেন গ্রিন কার্ডধারীরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডধারীরা একটানা ১৮০ দিনের বেশি দেশের বাইরে থাকলে ফেরার সময় নতুন পাবলিক চার্জ নীতির আওতায় যাচাইয়ের মুখে পড়তে পারেন। তবে শুধু ছয় মাসের বেশি বাইরে থ াকলেই গ্রিন কার্ড বাতিল হবে বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, বিষয়টি এমন নয়। আইন অনুযায়ী, তাঁদের নতুন করে 'অ্যাপ্লিক্যান্ট ফর অ্যাডমিশন' বা প্রবেশের আবেদনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। তখন অন্যান্য গ্রহণযোগ্যতার শর্তের পাশাপাশি পাবলিক চার্জের বিষয়টিও যাচাই করা সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ও ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে নতুন নীতির সম্ভাব্য প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভিত্তি হলো ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত চূড়ান্ত বিধি এবং ইউএসসিআইএসের নির্দেশনা।

নতুন বিধি ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। এটি ওই দিন বা তার পরে জমা দেওয়া ফর্ম ও-৪৮৫ অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস আবেদন এবং ওই দিন বা তার পরে করা প্রবেশের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ১৮ সেপ্টেম্বরের আগে যথাযথভাবে জমা দেওয়া এবং গ্রহণ করা আবেদনগুলো আগের ২০২২ সালের নিয়মে নিষ্পত্তি হবে।

ফেডারেল রেজিস্টারের চূড়ান্ত বিধিতে বলা হয়েছে, গ্রিন কার্ডধারীরা সাধারণত বিদেশ সফর শেষে ফেরার সময় নতুন প্রবেশের আবেদনকারী হিসেবে বিবেচিত হন না। তবে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের ১০১(এ)(১৩)(সি) ধারায় কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

এর মধ্যে একটানা ১৮০ দিনের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকা অন্যতম। এ অবস্থায় ফেরার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা নতুন করে পরীক্ষা করা হতে পারে।

তবে ১৮০ দিনের সীমা পার হওয়া মানেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাবলিক চার্জ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া নয়। কর্মকর্তারা ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য, পারিবারিক অবস্থা, আয়, সম্পদ, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা ও কর্মদক্ষতাসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করবেন। সরকারি সহায়তা গ্রহণের ইতিহাস থাকলে সেটিও মূল্যায়নের একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু শুধু কোনো একটি সুবিধা গ্রহণের কারণেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

নতুন নীতিতে ১৮ সেপ্টেম্বর বা তার পরে আবেদনকারী নিজে গ্রহণ করেছেন এমন বিভিন্ন মিনস টেস্টেড সরকারি সুবিধা বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ বাড়ছে। এর মধ্যে স্ন্যাপ, মেডিকেইড, আবাসন সহায়তা এবং আয়ভিত্তিক কিছু স্থানীয় বা স্টেট কর্মসূচি থাকতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য স্টেট বা স্থানীয় সরকারের আয়ভিত্তিক আর্থিক সহায়তাও কিছু ক্ষেত্রে পর্যালোচিত হতে পারে। তবে সোশ্যাল সিকিউরিটি, সরকারি পেনশন, বেকারত্ব বিমা এবং ভেটেরান সুবিধার মতো অর্জিত সুবিধা এ তালিকায় পড়ে না।

পরিবারের কোনো সদস্য বা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সন্তান স্ন্যাপ বা মেডিকেইড গ্রহণ করলেই সেটি আবেদনকারীর নিজের সুবিধা গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে না। ফেডারেল বিধি অনুযায়ী, পরিবারের সদস্যের সুবিধা সাধারণত বিবেচনা করা হবে না। তবে আবেদনকারীর আয় কম হওয়ায় তাঁর আইনগতভাবে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য সুবিধাটি পেয়ে থাকলে, অথবা সেই সুবিধা আবেদনকারীর নিজের আর্থিক সহায়তার উৎস হলে, বিষয়টি সামগ্রিক আর্থিক মূল্যায়নে আসতে পারে।

নতুন নিয়ম প্রধানত ফ্যামিলি বেইজড, এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ও ডাইভারসিটি ভিসার মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারীদের প্রভাবিত করবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ফর্ম ও-৪৮৫ দিয়ে স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদনকারীরা সরাসরি ইউএসসিআইএসের নতুন নির্দেশনার আওতায় পড়বেন। বিদেশে ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাবলিক চার্জ আইন প্রযোজ্য হলেও তাঁদের আবেদন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের কনস্যুলার প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হয়। ইউএসসিআইএসের এই চূড়ান্ত বিধি সরাসরি ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানদণ্ড পরিবর্তন করে না।

রিফিউজি, অ্যাসাইলি, স্পেশাল ইমিগ্র্যান্ট জুভেনাইল, টি ও ইউ ভিসাধারী, ভাওয়া *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ভোটদানের অভিযোগে একাধিক গ্রিন কার্ডধারী (স্থায়ী বাসিন্দা) ও বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভোটার তালিকা নিয়ে কড়াকড়ির মধ্যে অবৈধ ভোটদানের অভিযোগে একাধিক গ্রিন কার্ডধারী (স্থায়ী বাসিন্দা) ও বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নির্বাচনী আইন প্রয়োগ এবং ভোটার তালিকা সংস্কারের অংশ হিসেবে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

টেক্সাসের নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল প্রসিকিউটরদের তথ্য অনুযায়ী, অতি সম্প্রতি টেক্সাস ও অন্যান্য রাজ্যে বেশ কয়েকজন গ্রিন কার্ডধারীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি করে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও অবৈধভাবে ভোট দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঘটনার মূল তথ্যসমূহ:

সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার: টেক্সাসে গত ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে অবৈধ ভোট বা মিথ্যা নাগরিকত্ব দাবির অভিযোগে মামলা দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬ জনই নাইজেরিয়া, ভারত, মেক্সিকো ও কঙ্গোর গ্রিন কার্ডধারী।

অন্যান্য স্টেটের পরিস্থিতি: ক্যালিফোর্নিয়া, কানসাস, লুইজিয়ানা ও ম্যাসাচুসেটসেও অনুরূপ জালিয়াতির অভিযোগে কয়েকজন বিদেশি নাগরিক ও গ্রিন কার্ডধারীকে গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ম্যাসাচুসেটসে অন্য এক গ্রিন কার্ডধারীর পরিচয় চুরি করে ভোট দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

আইনি কড়াকড়ি: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল (রাষ্ট্রীয়) নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য মার্কিন নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক। নাগরিক না হয়েও ভোটার নিবন্ধন ফর্মে নিজেকে মার্কিন নাগরিক হিসেবে দাবি করা একটি মারাত্মক ফেডারেল অপরাধ।

সম্ভাব্য শাস্তি ও ঝুঁকি: এই অপরাধ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। পাশাপাশি তাদের গ্রিন কার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা মর্যাদা) বাতিল করে নিজ দেশে ডিপোর্ট বা বহিষ্কার করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

ভোটের অধিকার রক্ষা ও জালিয়াতি ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসন এই তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থা জোরদার করেছে। তবে ভোট অধিকার কর্মীরা মনে করেন, নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে খুবই বিরল।

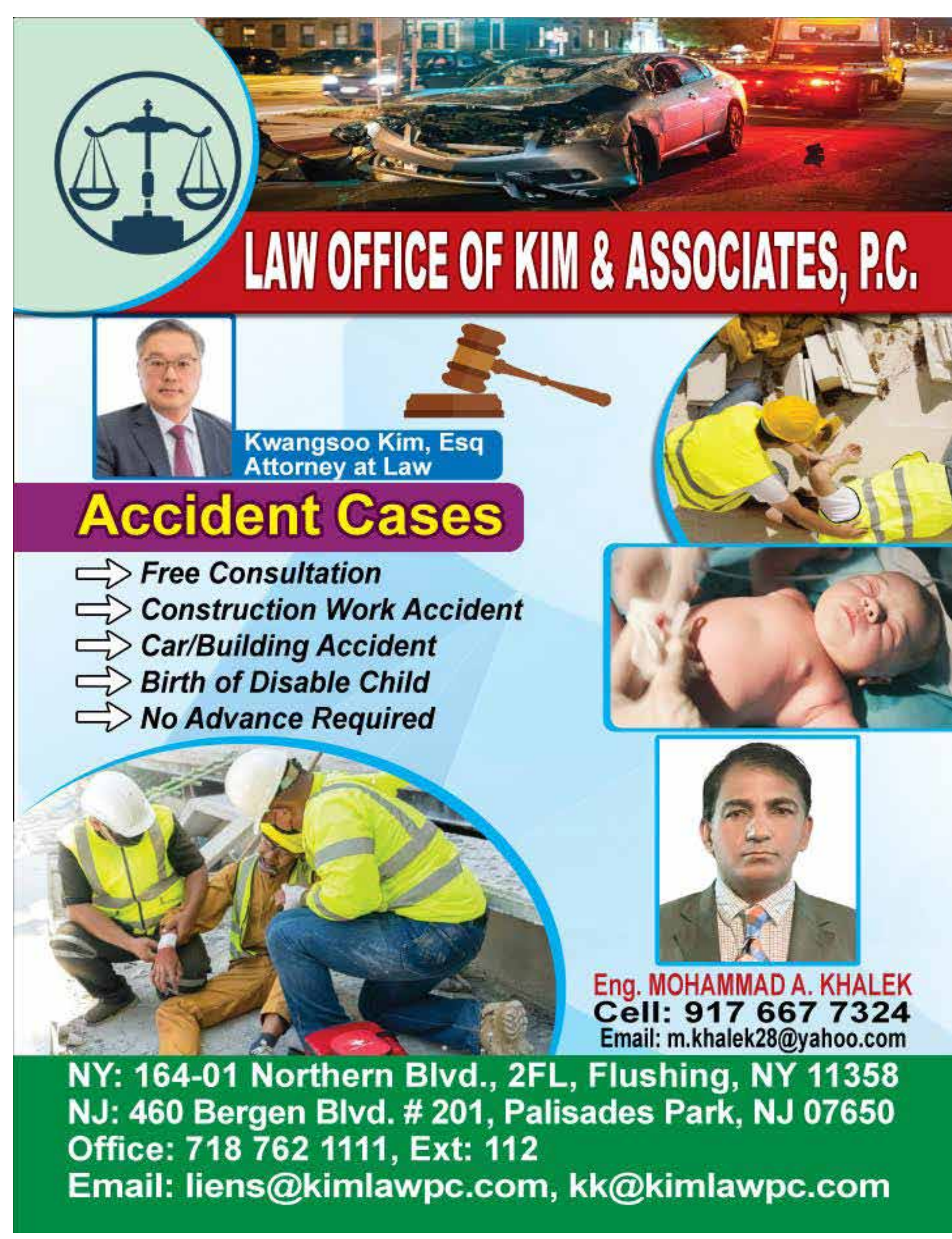

ভিসা ছাড়াই কাজের সুযোগ খুঁজতে জার্মানিতে যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রসহ ৮ দেশের নাগরিকরা

পরিচয় ডেস্ক::জার্মানিতে দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ খুঁজতে আগ্রহীদের জন্য চালু থাকা ‘অপরচুনিটি কার্ড’ বা ‘শান্সেনকার্টে’ নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট আট দেশের নাগরিকরা জার্মানিতে যাওয়ার আগে আলাদা করে এই ভিসা না নিয়েও দেশটিতে প্রবেশ করে সেখানে বসেই অপরচুনিটি কার্ডের জন্য বসবাসের অনুমতির আবেদন করতে পারবেন।

জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুক্তরাজ্যস্থ দূতাবাসের প্রকাশিত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইসরায়েল, জাপান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা এই সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ মোট আট দেশের নাগরিক ভিসা ছাড়াই জার্মানিতে গিয়ে স্থানীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অপরচুনিটি কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে এই আট দেশের নাগরিকরা জার্মানিতে প্রবেশ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপরচুনিটি কার্ড পেয়ে যাবেন। তাঁদেরও কার্ড পাওয়ার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। জার্মানির সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অপরচুনিটি কার্ড মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর যোগ্য ও দক্ষ কর্মীদের জার্মানিতে এসে চাকরি খোঁজার সুযোগ দেয়।

ভিসা ছাড়াই যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মও রয়েছে। জার্মানিতে পৌঁছে বাসস্থানে ওঠার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিকানা নিবন্ধন করতে হবে। এরপর দেশটিতে প্রবেশের ৯০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বিদেশি নাগরিকবিষয়ক দপ্তরে বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ বড় শহরগুলোর অভিবাসন দপ্তরে সাক্ষাতের সময় পাওয়া কঠিন হতে পারে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশসহ তালিকায় থাকা আট দেশের বাইরে থাকা নাগরিকদের ক্ষেত্রে নিয়ম ভিন্ন। তাঁদের জার্মানিতে যাওয়ার আগেই অপরচুনিটি কার্ডের ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের নাগরিকরা এই ভিসা ছাড়াই জার্মানিতে গিয়ে অপরচুনিটি কার্ডের আবেদন করার সুবিধার আওতায় পড়ছেন না।

অপরচুনিটি কার্ড কী

জার্মানির দক্ষ কর্মী আকর্ষণের নীতির অংশ হিসেবে অপরচুনিটি কার্ড চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশের নাগরিকরা আগে থেকে চাকরির চুক্তি না থাকলেও জার্মানিতে গিয়ে চাকরি খুঁজতে পারেন। সাধারণত কার্ডটি সর্বোচ্চ ১২ মাসের জন্য দেওয়া হয়।

এই কার্ড পাওয়ার জন্য দুটি প্রধান পথ রয়েছে। প্রথমত, আবেদনকারীর জার্মানিতে স্বীকৃত কোনো বিদেশি পেশাগত বা একাডেমিক যোগ্যতা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পয়েন্টভিত্তিক ব্যবস্থায় কমপক্ষে ছয় পয়েন্ট অর্জন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা, ভাষাজ্ঞান, বয়স, পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়।

আবেদনকারীকেও জার্মানিতে অবস্থানকালে নিজের জীবনযাত্রার ব্যয় বহনের সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয়। ২০২৬ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অপরচুনিটি কার্ডের জন্য আবেদনকারীর প্রতি মাসে ন্যূনতম ১ হাজার ৯১ ইউরো সমপরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা দেখাতে হতে পারে। জার্মানিতে পৌঁছানোর পর অপরচুনিটি কার্ডধারীরা চাকরি খোঁজার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজও করতে পারেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কার্ডধারীরা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘণ্টা খণ্ডকালীন কাজ করতে এবং চাকরির উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য কাজের পরীক্ষামূলক সুযোগ নিতে পারেন।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা পাওয়া আট দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও স্থানীয় নিয়ম বাস্তবায়নে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুক্তরাজ্যস্থ দূতাবাস বিশেষভাবে জানিয়েছে, বার্লিনে আগে থেকে নির্দিষ্ট ধরনের ভিসা না থাকলে স্থানীয়ভাবে অপরচুনিটি কার্ডের আবেদন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তাই ভ্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকবিষয়ক দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদন গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জার্মানির শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি মোকাবিলায় বিদেশি কর্মীদের আকৃষ্ট করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে অপরচুনিটি কার্ডকে দেখা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীরা জার্মানিতে গিয়ে সরাসরি নিয়োগদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছেন, যদিও কার্ড পাওয়ার জন্য তাঁদের নির্ধারিত যোগ্যতা ও আর্থিক সক্ষমতার শর্ত পূরণ করতে হবে। সূত্রঃ জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sec.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
মেশিনের প্রথম সারিত কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A2
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট ষ্টাফিং সার্ভিসেস ইনক
সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান
উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সভাপতি
দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজুখানা
আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
DULAL BEHEDO
SENIOR VICE PRESIDENT
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ সভাপতি
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A3 আবুল কালাম ভূইয়া
সহ-সভাপতি
A5 মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
A6 মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
A7 মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
A8 রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
A9 সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10 কয়েছ আহমদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
A11 মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
A12 মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
A13 মোঃ মাইন উদ্দিন (নান্টু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
A14 বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
A15 কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
A16 আবুল বাশার ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য
A17 সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
A18 প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
A19 মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
A20 মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
A21 মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

জাতির প্রয়োজনে যেকোনো সময় এক দফার ঘোষণা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্যে বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না করে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করেননি। এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থানর পরিবর্তে এক কোটি মানুষের হাতে চাঁদাবাজির চাবি দিয়েছেন।' লংমার্চের অংশ হিসেবে শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বগুড়ার বিমানমোড়ে (সাতমাথা) আয়োজিত জনসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, তিস্তা ব্যারেজ বাস্তবায়ন, দুর্নীতি- চাঁদাবাজি বন্ধসহ' আট দফা দাবি বাস্তবায়নে দ্বিতীয় লংমার্চ করছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। গাজীপুর, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা হয়ে রংপুর জেলা স্কুলে গিয়ে শেষ হবে এ লংমার্চ।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'দুর্নীতি বেড়েছে। সরকারি চাকরির ভাইবার মার্ক ডাবল করেছে দলীয় লোকদের নিয়োগের জন্য। যে চাকরির জন্য লড়াই হয়েছে, প্রয়োজনে আবার করব। মানুষ সার পায় না, গ্যাস পায় না। বিদ্যুত নাই। এর জন্যই লংমার্চ।'

তারেক রহমানের সরকারকে হুশিয়ারি দিয়ে জামায়াত আমির বলেন, 'জাতির প্রয়োজনে যেকোনো সময় ঘোষণা আসবে এক দফার।'

১১ দলীয় ঐক্যের দ্বিতীয় দফার লংমার্চ ঢাকা-রংপুর অভিমুখে। ৭ টি জনসভা ও ৫ টি পথসভায় মধ্যে দিয়ে ঢাকা-রংপুর লংমার্চ কর্মসূচি পালন করে ১১ দলীয় ঐক্য। জনসভাগুলোতে উঠে আসে সরকারের নানা ব্যর্থতা ও সমালোচনা। গণ অভ্যুত্থানের পরও সরকার স্বৈরাচার আচরণ করছে অভিযোগ করে বক্তারা বলেন, গণভোটের রায় যেকোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করতেই হবে।

দুর্নীতি, দখলদারি, চাঁদাবাজি বন্ধ, নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি সংকট সমাধান, গণভোটের রায় বাস্তবায়নসহ ৮ দফা না মানা হলে ১ দফা ঘোষণা করা হবে বলে জানান জামায়াতের আমির।

রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য প্রয়োজনে ফ্যাসিবাদ সরকার পতনের মত আবারো রাস্তায় নামার হুশিয়ারি দেন ১১ দলীয় ঐক্যের নেতারা

আমাদের লংমার্চ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে: শফিকুর রহমান

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে গাজীপুরে ১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চের পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, তাদের লংমার্চ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। দলীয় কোনো দাবি নয়, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে গাজীপুরে ১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চের পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুর রহমান বলেন, "আমাদের এ লংমার্চ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। আমরা দলীয় দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামিনি। আমরা গণভোটের গণরায় নিশ্চিতের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি।"

তিনি বলেন, "বিএনপি পানি খাবে, কিন্তু ঘোলা করে খাবে।" এ সময় আন্দোলন সফল করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার, বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও সার সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলদারি বন্ধ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সংকীর্ণ দলীয়করণ বন্ধ এবং তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে ১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চের অংশ হিসেবে এ পথসভার আয়োজন করা হয়।

হেলিকপ্টারে পালাবেন নাকি সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করবেন ঠিক করুন

তারেক রহমানের উদ্দেশে নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান হেলিকপ্টারে করে দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন, নাকি সম্মানের সঙ্গে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করবেন-সেই রাস্তা তাকেই ঠিক করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম।

আজ শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে ১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'বিগত ১৬ বছর আমরা লড়াই করেছিলাম মানবাধিকারের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। আপনারা (বিএনপি) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই বিএনপি এখন সরকারে এসে নিজেরাই জনগণের মানবাধিকার হরণ করছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। ফলে যারা অতীতে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, তাদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তারেক রহমানকে নির্ধারণ করতে হবে, তিনি কীভাবে ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন। তিনি কি হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে দেশ থেকে যাবেন? নাকি সম্মানের সঙ্গে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করবেন? এরশাদও অনেক সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে তারেক রহমানকে তার

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

আমিরাতে ৪৮০০ বাংলাদেশির ভিসা বাতিল, অনিশ্চয়তায় প্রবাসীরা

পরিচয় ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ বাংলাদেশির ভিসা বাতিল হয়েছে। চলতি বছরের জুলাই থেকে নানা ইস্যুতে ভিসা বাতিলের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। হঠাৎ ভিসা বাতিল হওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন অনেক বাংলাদেশি প্রবাসী।

প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাজনিত কারণে এসব ভিসা বাতিল করছে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য দেশটির সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নুরুল হক নুর বলেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি জানতে পেরেছেন, ভিসা বাতিলের সংখ্যা বর্তমানে ৪ হাজার ৮০০-তে উন্নীত হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জায়গা থেকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রথমে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন এসব ভিসা বাতিল করা হচ্ছে এবং বিষয়টি এভাবে হওয়া উচিত নয়। যাদের ভিসা বাতিল হয়েছে, সেগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী প্রবাসীরা জানান, জুলাই থেকে অনেকের ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারও ই-মেইলে, কারও মোবাইলে আবার সংশ্লিষ্ট কফিলের কাছে এ-সংক্রান্ত বার্তা যাচ্ছে। অনেকেই ছুটিতে দেশে এসে ভিসা বাতিলের খবর পেয়ে আমিরাতে ফিরতে পারছেন না।

এক প্রবাসী জানান, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত অভিযোগ নেই। আমিরাতে তার ব্যবসা ও পরিবার রয়েছে। অথচ হঠাৎ ভিসা বাতিল হওয়ায় দেশে এসে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তিনি। আমিরাতে ফিরতে না পারলে ব্যবসা ও জীবিকা-সবকিছু হারানোর আশঙ্কা করছেন।

এ অবস্থায় ৪ হাজার ৮০০ বাংলাদেশির ভিসা বাতিলের ঘটনায় দেশটির শ্রমবাজার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংকট নিরসনে সরকারের কূটনৈতিক

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ভারতের সঙ্গে করা ১০১ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা “মউয়ের” ভবিষ্যৎ কী হবে? এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলাদেশ!

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে একাধিক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা “মউ” স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ । এ বার সেই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউগুলি পর্যালোচনা করে দেখছে ঢাকা। চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর সংক্রান্ত সমঝোতাও খতিয়ে দেখছে তারা।

ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষর করা শতাধিক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেনি বাংলাদেশ। মূলত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে এই মউগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশের দাবি, ওই মউগুলির পর্যালোচনা চলছে। তার ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, তা শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনির কাছে ওই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মউগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ মউ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে নূরুল বলেন, “আমরা চুক্তিগুলি, মানে ১০১টি মউ নিয়ে আলোচনা করছি। সেটার ফল আপনারা দ্রুত জানতে পারবেন।”

শেখ হাসিনার আমলে, ২০১৫ সালের জুনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরে ২০১৮ সালের অক্টোবরে ওই ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দিল্লির এক হোটেলে দু’দেশের জাহাজ মন্ত্রক এই সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে। সমঝোতার বিষয় হল, উত্তর পূর্ব ভারতে পণ্য সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করা। হাসিনা জমানায় ভারতের সঙ্গে এমন আরও বিভিন্ন মউ স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ। এ বার ওই মউগুলি পর্যালোচনা করে দেখতে শুরু করেছে ঢাকা।

২০২৪ সালের অগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে এক চাপানউতর তৈরি হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করার বিষয়ে উদ্যোগী হয় দু’দেশেই। তবে গত অগস্টে দিল্লিতে হাসিনার এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে ফের দু’দেশের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়। এরই মধ্যে ব্রিক্স সম্মেলনের আউটরিচ পর্বে যোগ দেওয়ার জন্য বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দিল্লি। দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যও আলাদা আমন্ত্রণ জানানো হয় তাঁকে। তবে বাংলাদেশ জানিয়েছে, তারেক ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না এবং কোনও সরকারি প্রতিনিধিও পাঠানো হবে না। দ্বিপাক্ষিক সফরের বিষয়েও এখনও কোনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। - আনন্দবাজার.কম থেকে

যেকোনো নাগরিক যেকোনো সময় দেশ ছাড়তে ও ঢুকতে পারেন, শেখ হাসিনার ফেরার প্রসঙ্গে রুমিন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক যেকোনো সময় দেশ ছাড়তে পারেন, আবার যেকোনো সময় দেশে ঢুকতেও পারেন বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। তিনি বলেন, এটি সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে। বাংলাদেশে ঢোকার পর সরকার কী

পদক্ষেপ নেবে, সেটি সরকারের হাতে।

গত শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল সোয়া ৫টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি এসব কথা বলেন। আশুগঞ্জের

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে ঢাকা-দিল্লির আলোচনা ফের শুরু হয়েছে জানালো ভারতের পত্রিকা দ্য হিন্দু

পরিচয় ডেস্ক: কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সাময়িক ব্যাঘাতের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নয়াদিল্লি সফরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে ভারত ও বাংলাদেশ ফের সরকারি পর্যায়ের আলোচনা শুরু করেছে। আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন বাংলাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিছুটা ধাক্কা খায়। হাসিনা বর্তমানে ভারতের

একটি অজ্ঞাত স্থানে বাস করছেন।

দ্য হিন্দু বলছে, দুই দেশের কর্মকর্তারা ঢাকায় ধারাবাহিক বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই সফরের এজেন্ডা নির্ধারণের কাজ করছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্বাভাবিক করা এবং গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির নবায়ন-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঢাকার সূত্রগুলোর বরাতে দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

১০১ চুক্তি পর্যালোচনার খবরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ‘প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা’র হুঁশিয়ারি ভারতের

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের সঙ্গে গণ অভ্যুত্থানে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় করা ১০১টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বাংলাদেশ পর্যালোচনা করছে; এমন খবরের পর নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ‘প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা’ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়াদিল্লি।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, চুক্তিগুলো পর্যালোচনার বিষয়ে ঢাকার কাছ থেকে ভারত এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা পায়নি।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন তারা দেখেছেন। তবে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে কিছু জানায়নি। একই সঙ্গে ভারতের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জাতীয় স্বার্থের দিক বিবেচনা করে আগের সরকারের সময়ে

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
আমাদের অফিস
শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

‘ভেঙে যাবে’ যুক্তরাজ্য: স্বাধীনতা চুক্তিতে সই করলেন স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নেতারা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের বিভক্তির দাবিতে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী ফার্স্ট মিনিস্টাররা আনুষ্ঠানিকভাবে একজোট হওয়ায় নিজের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন অ্যান্ডি বার্নহাম।

এই চরমপত্রটি (আলটিমেটাম) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বার্নহাম এবং তার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এজেন্ডার জন্য এক বড় ধাক্কা। তার এই নীতি তিনটি দেশে স্বশাসনের দাবিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে, যেখানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তিনটি দেশেই স্বাধীনতা-কামী ফার্স্ট মিনিস্টাররা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১৪ জানুয়ারি সোমবার সকালে কার্ডিফে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টাররা-এসএনপি নেতা জন সুইনি, প্লেইড কাইম্রু নেতা রুন আপ ইওরওয়ার্থ এবং সিন ফেইন-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিশেল ও্নিল-একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই তিন নেতা ঘোষণা দেন, জনাব বার্নহামই হবেন যুক্তরাজ্যে শেষ প্রধানমন্ত্রী। তিন ফার্স্ট মিনিস্টারের মধ্যকার এই যৌথ চুক্তিতে বলা হয়েছে, ‘ওয়েস্টমিনস্টারের সময় ফুরিয়ে আসছে’ এবং ঘোষণা করা হয়েছে, ‘সাংবিধানিক পরিবর্তন আসছে’। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার গণভোটের অনুমতি দেওয়ার জন্য ডাউনিং স্ট্রিটের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা হলো। স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার জনাব সুইনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই একটি স্বাধীনতা গণভোট আয়োজন করতে হবে। তিনি দাবি করেন, আবারও ভোটগ্রহণ হলে স্কটল্যান্ডের জনগণ ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পক্ষেই রায় দেবে। তিনি ঘোষণা করেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বার্নহামই হবেন সমগ্র যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বদানকারী চূড়ান্ত প্রধানমন্ত্রী। কারণ স্কটল্যান্ড যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেবল “বাধার” মুখেই পড়েছে বলে তিনি দাবি করেন। স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই তিন নেতা ঘোষণা দেন, জনাব বার্নহামই হবেন যুক্তরাজ্যে শেষ প্রধানমন্ত্রী। তিন ফার্স্ট মিনিস্টারের মধ্যকার এই যৌথ চুক্তিতে বলা হয়েছে, ‘ওয়েস্টমিনস্টারের সময় ফুরিয়ে আসছে’ এবং ঘোষণা করা হয়েছে, ‘সাংবিধানিক পরিবর্তন আসছে’। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার গণভোটের অনুমতি দেওয়ার জন্য ডাউনিং স্ট্রিটের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা হলো।

স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার জনাব সুইনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই একটি স্বাধীনতা গণভোট আয়োজন করতে হবে। তিনি দাবি করেন, আবারও ভোটগ্রহণ হলে স্কটল্যান্ডের জনগণ ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পক্ষেই রায় দেবে। তিনি ঘোষণা করেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বার্নহামই হবেন সমগ্র যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বদানকারী চূড়ান্ত প্রধানমন্ত্রী। কারণ স্কটল্যান্ড যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেবল “বাধার” মুখেই পড়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এসএনপি নেতা বলেন, ‘স্কটল্যান্ডের মানুষকে যদি গণভোটে স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তারা সেই পথই বেছে নেবে। কারণ জনমত জরিপের সব তথ্য-উপাত্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এটিই স্কটল্যান্ডের মানুষের পছন্দ।’ এই দলীয় নেতারা নিজ নিজ সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে নয়, বরং স্ব-স্ব দলীয় প্রধান হিসেবে বৈঠকে মিলিত হয়ে অর্থনীতি, জ্বালানি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যৌথ অংশীদারিত্বের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। আইরিশ আইরিশ সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও সিন ফেইন প্রেসিডেন্ট মেরি লু *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

হুথি হামলায় ক্ষতবিক্ষত সৌদিকে ফেলে পালিয়েছে ‘বন্ধু’ পাকিস্তান, আরবদের বাঁচাতে আসরে ‘শত্রু’ রাষ্ট্র ইজরায়েল!

পরিচয় ডেস্ক: ইরান মদতপুষ্ট হুথিদের আক্রমণ ঠেকাতে এ বার সৌদি আরবকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করতে পারে ‘শত্রু’ দেশ। যদিও সামরিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও রিয়াধের পাশে নেই পাকিস্তান ও তুরস্ক।

রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে ‘সই’ পাতিয়েছে সৌদি আরব! কিন্তু, এক মাস যেত না যেতেই উলট-পুরাণ। ‘বন্ধুত্বের’ শর্ত মেনে সাহায্য তো দূর অস্ত, চরম বিপদগ্রস্ত রিয়াধের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না ইসলামাবাদ ও আঙ্কারা। বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইহুদিদের দেশ ইজরায়েল, যাঁদের ‘শত্রু’ হিসাবে চিহ্নিত করে এখনও স্বীকৃতিই দেয়নি খনিজ তেল সমৃদ্ধি ওই উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লোহিত *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে গলছে হিমালয়ের হিমবাহ-হুমকিতে ভারতের অর্থনীতি ও পানি

পরিচয় ডেস্ক: নতুন এক গবেষণা অনুযায়ী, হিমবাহ দ্রুত গলে যাওয়ায়, হিমবাহসৃষ্ট হ্রদগুলো ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে ওঠায় এবং পাহাড়ি অঞ্চলে নজরদারির ঘাটতি বাড়তে থাকায় হিমালয় এখন একটি বিপজ্জনক সংকটসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নেপাল ও তিব্বতে ভয়াবহ বন্যার পর এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বন্যায় ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। ঘটনাগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল হিমালয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিস্টেমিকের করা এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিমালয়ের হিমবাহগুলো বর্তমানে এক দশক আগের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

মদিনায় ১১০ মিলিয়ন টন ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ আকরিক ও বিরল খনিজের সন্ধান পেল সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের মদিনা অঞ্চলে প্রায় ১১০ মিলিয়ন টন ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ আকরিক ও বিরল মৃত্তিকা খনিজ আবিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমান।

জাবাল সাইদ প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত অনুসন্ধান ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ আবিষ্কারের কথা জানানো হয়। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সাধারণ সম্মেলনের ৭০তম নিয়মিত

অধিবেশনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। নতুন আবিষ্কৃত এ খনিতে উচ্চ ঘনত্বের বিরল মৃত্তিকা উপাদানের পাশাপাশি আশাব্যঞ্জক মাত্রায় ইউরেনিয়াম রয়েছে।

গত ২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট ও সৌদি জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমানের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়। এর মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ও রিয়াদের মধ্যে বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার কয়েক মাসের মাথায় নতুন এই আবিষ্কারের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

তিন মাসে বাংলাদেশে ৫ হাজার নতুন কোটিপতি হিসাব, বেড়েছে আমানতও

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন হিসাবের সংখ্যা ও জমার পরিমাণ উভয়ই বেড়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন- এই তিন মাসে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বেড়েছে ৫ হাজার ৭৭টি। একই সময়ে এসব হিসাবে আমানত বেড়েছে ১৬ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা।

তবে কোটিপতি হিসাবের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে আমানত কমেছে। বিপরীতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা অর্থ বেড়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবগুলোতে অর্থের পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জুন শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মোট আমানত হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৬৩ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮৮টি। এর মধ্যে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে-

এমন হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৬২টি।

এর আগে মার্চ শেষে এক কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাব ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৮৫টি। সে হিসাবে তিন মাসে কোটিপতি হিসাব বেড়েছে ৫ হাজার ৭৭টি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, মার্চ শেষে এক কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবগুলোতে মোট জমা ছিল ৮ লাখ ৫৯ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। জুন শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৮ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন মাসে এসব হিসাবে আমানত বেড়েছে ১৬ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা।

কমেছে ব্যক্তির হিসাবে আমানত

কোটিপতি হিসাব বাড়লেও ব্যক্তি পর্যায়ে এর ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। জুন শেষে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

৬ মাসে কমার পর আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২৬%

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭.৭৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি কমার পর আগস্টে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছরের আগস্টে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২৫.৬৫ শতাংশ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৮১৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই ও আগস্ট মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৬১ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৪২ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭.৭৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৫ শতাংশ কমেছে।

রপ্তানিকারকরা যা বলছেন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরে সহযোগিতা নিয়ে ঢাকা-বেইজিং আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: অবকাঠামো, জ্বালানি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর নিয়ে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছে বাংলাদেশ ও চীন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এখানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্যামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

দেশীয় উৎপাদনের সংকট ও চড়া দামের কারণে বাড়ছে ভারত থেকে বাংলাদেশে ইলিশ আমদানি

পরিচয় ডেস্ক: একসময়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইলিশ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ এখন অদ্ভুত এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেশের বাজারে পর্যাপ্ত জোগান না থাকায় এবং দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রতিবেশী ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে ইলিশ আমদানি করতে হচ্ছে।

বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস তথা জুলাই ও আগস্টে ১৯টি নিবন্ধিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের সাড়ে তিন লাখ কেজির (৩৫০ টন) বেশি ইলিশ আমদানি করেছে। দেশীয় বাজারে ইলিশের তীব্র সংকট, মাছের আকাশছোঁয়া দাম এবং আমদানিকৃত মাছের দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় ব্যবসায়ীরা এই বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছেন।

আমদানির নেপথ্য কারণ ও গুজরাটি ইলিশের আধিক্য:

সংশ্লিষ্ট সূত্র, কাস্টমস কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদী দূষণ, নির্বিচারে জাটকা নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, বালু উত্তোলন এবং সমুদ্রপথে অনিয়ন্ত্রিত মাছ শিকারের কারণে বাংলাদেশের জলসীমায় ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে দেশীয় বাজারে পদ্মার ইলিশের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং ভালো মানের এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম ২৮০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

এর বিপরীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, বিশেষ করে গুজরাটের ভারুচ ও নর্মদা নদীর মোহনা অঞ্চলে এ বছর প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়েছে, যার ফলে সেখানে মাছের উদ্বৃত্ত জোগান ও অপেক্ষাকৃত কম দাম নিশ্চিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ চিল্ড ফিশ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, গত দুই মাসে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে, যার সিংহভাগই আসছে সুদূর গুজরাট থেকে। গুজরাটের এই ইলিশগুলো আকৃতিতে বড় এবং প্রচুর ডিমে ভরপুর থাকায় বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলোর চাহিদা রয়েছে। কম দামে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বেড়েছে ৫,০৭৭টি; আমানত বেড়েছে ১৬,০০০ কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক খাতের ধীরগতির প্রবৃদ্ধির মধ্যেও ব্যাংক খাতে কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা হিসাবের (অ্যাকাউন্ট) সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছরের জুন প্রান্তিকে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়েছে ৫ হাজার ৭৭টি। একই সময়ে এসব হিসাবে আমানতের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুন *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

মায়ামির হয়ে মেসির শততম গোল, নতুন ট্রফিতে উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: লিওনেল মেসির গোল ও অ্যাসিস্টে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ক্যাম্পিওনেস কাপের শিরোপা জিতেছে ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ও মেক্সিকোর লিগা এমএক্স চ্যাম্পিয়নদের এই বার্ষিক লড়াইয়ে বুধবার রাতে জয়ের নায়ক সেই আর্জেন্টাইন মহাতারকাই। মায়ামির হয়ে মেসির এটি ১০০তম গোল। দলটির হয়ে ঐতিহাসিক এই মাইলফলক স্পর্শ করার রাতে ক্লাবের ঝুলিতে উঠল প্রথম ক্যাম্পিওনেস কাপ। ম্যাচের শেষ দিকে মেসির নেওয়া কর্নার থেকেই দারুণ হেডে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন কাসেমিরো।

আর্জেন্টিনার হয়ে স্পেনের কাছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের ক্ষত এখনো তাজা। দুই মাস আগের সেই হতাশা ভুলে এ বছর প্রথম ট্রফির স্বাদ পেলেন মেসি।

মায়ামির নতুন প্রধান কোচ ক্রিস্টিয়ান ‘কিলি’ গঞ্জালেসের জন্য সূচনাটা হলো অসাধারণ। গত মাসে দায়িত্ব পেলেও ভিসা জটিলতায় মাত্র চলতি সপ্তাহে অনুশীলনে নামতে পেরেছিলেন গঞ্জালেস। নতুন কোচের অধীনে প্রথম ম্যাচেই মিলল সাফল্য।

ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল ক্রুজ আজুলের। তবে হোসে পারাদেলার শট মায়ামির গোলরক্ষক ডেন সেন্ট ক্লেয়ার দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন।

২৪ মিনিটে আসে প্রথম সাফল্য। স্কোরারের নামটা মোটেও বিস্ময়কর ছিল না, তবে বিরল ছিল গোলের ধরন। লুইস সুয়ারেজের মাপা ক্রস থেকে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার মেসি শূন্যে

লাফিয়ে অসাধারণ এক ডাইভিং হেডে বল জালে জড়ান।

৩২ মিনিটে সুয়ারেজ নিজেই তৈরি করেন ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ। মেসির ভাসানো দূরপাল্লার পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বল বাড়িয়ে দেন জার্মান বারতেরামের দিকে। কিন্তু বারতেরামের চিপ শট একদম গোললাইন থেকে ফেরায় প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুয়ারেজের থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢোকেন মেসি। পোস্টের ভেতরের কোনায় শট নিয়ে বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে মেসির ১০১তম গোলটি বাতিল হয়।

৬৭ মিনিটে সমতায় ফেরার বড় সুযোগ হাতছাড়া করে ক্রুজ আজুল। বদলি নামা গ্যাব্রিয়েল ফার্নান্দেসের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে, আর ফিরতি শট আটকে দেন কাসেমিরো।

৮১ মিনিটে আবার মেসির চমক। তাঁর মাপা কর্নার কিক থেকে নিচু হেডে জাল খুঁজে নেন কাসেমিরো। ২-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মায়ামি। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পারাদেলার চমৎকার ফ্রি-কিক ঠেকিয়ে মায়ামির ক্লিনশিট বজায় রাখেন গোলরক্ষক সেন্ট ক্লেয়ার। প্রতিবছর আয়োজিত এই ক্যাম্পিওনেস কাপে মুখোমুখি হয় আগের বছরের এমএলএস কাপ বিজয়ী এবং মেক্সিকোর ‘ক্যাম্পিওন দে ক্যাম্পিওনেস’ বিজয়ী দল। অষ্টম এই আসরটির আয়োজক ছিল নিয়ম অনুযায়ী এমএলএস দলই।

মায়ামির এই ট্রফি জয়ের আগে টানা তিন আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মেক্সিকোর ক্লাবগুলো। তবে মেক্সিকান জায়ান্ট ক্রুজ আজুলের জন্য এই ট্রফি অধরাই রয়ে গেল; ২০২১ সালের ফাইনালেও তারা একই ভাগ্য বরণ করেছিল।

১৬ বছর বয়সেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাভান সুলিভান

পরিচয় ডেস্ক: ২০৩০ বিশ্বকাপের সুদূর লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল দলে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। এই নবযাত্রার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মাত্র ১৬ বছর বয়সি এক কিশোর-কাভান সুলিভান।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার বাংলাদেশি বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের দুই ফুটবলার রোনান ও ডেকলান সুলিভানের ভাই। তাদের নানি সুলতানা

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বসতি গড়েছিলেন। পেরু, চিলি, মেক্সিকো ও কানাডার বিপক্ষে আসন্ন প্রীতি ম্যাচগুলোকে সামনে রেখে পচেত্তিনোর ঘোষিত ২৮ সদস্যের দলে সুলিভানসহ মোট আটজন তরুণ মুখ জায়গা পেয়েছেন। ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সবুজ গালিচায় বেড়ে ওঠা বিস্ময় বালক সুলিভান আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ১৭ বছরে পা দেবেন। মার্কিন ফুটবলে তাকে সোনালি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মাথা খুলেছে মেসির

পরিচয় ডেস্ক: আসলে মেসির মাথা বরাবরই খোলা ছিল, শুধু গোল করার ক্ষেত্রে সেটির ব্যবহার ছিল কম। প্রায় দুই যুগের পেশাদার ক্যারিয়ার তাঁর। ১৭ বছর কাটিয়েছেন বার্সেলোনার মূল দলে। দুই বছর পিএসজিতে ঘুরে সর্বশেষ চার মৌসুম ধরে আছেন ইন্টার মায়ামিতে। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা দলের হয়ে তো খেলছেন দুই দশকের বেশি সময় ধরেই। এই দীর্ঘ সময় আর হাজারের বেশি ম্যাচের ক্যারিয়ার বলছে, মেসির মাথাটা বেশি ব্যবহার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে এসেই। বার্সেলোনায় সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৬৭২ গোল করেছিলেন মেসি। এর

মধ্যে হেডে করেছিলেন ২৪টি। অর্থাৎ প্রতি ১০০ গোলের ৩.৫৭টি ছিল মাথার সাহায্যে। সে সময় মেসির গোল মানেই ছিল বাঁ পায়ের ঝলকানি। বার্সেলোনায় করা গোলের ৫৫৭টিই (৮২.৮৯%) ছিল বাঁ পায়ে।

২০২১ সালে বার্সেলোনা ছাড়ার পর পিএসজিতে কাটিয়েছেন দুই মৌসুম। প্যারিসের ক্লাবটিতে ৩২ গোলের ২৮টিই ছিল বাঁ পায়ে, হেডে একটিও নেই। এমনকি আর্জেন্টিনা দলের হয়ে যে ১২৫টি গোল করেছেন, সেখানেও ১১১টিই বাঁ পায়ের। হেডে মাত্র দুটি। কিন্তু ইন্টার মায়ামির জার্সিতে চিত্রটা ভিন্ন। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ইমরান খানের কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাবেক ৭ অধিনায়কের চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: চিঠিতে সাবেক অধিনায়কদের এই দলটি বলেছে, ‘ইমরান খানের বিরুদ্ধে চলা আইনি বা রাজনৈতিক মামলার বিষয়ে তারা কোনো অবস্থান নিচ্ছেন না।’

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ইমরান খানের কারাবাস নিয়ে মানবিক উদ্বেগ প্রকাশ করে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংকে চিঠি লিখেছেন দেশটির সাতজন সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক। ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকইনফোর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানা গেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন অ্যালান বর্ডার, গ্রেগ চ্যাপেল, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্ডা ক্লার্ক, কিম হিউজ, মার্ক টেলর এবং স্টিভ ওয়াহ। তারা জানিয়েছেন, কোনো কূটনীতিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, বরং সাবেক অধিনায়ক হিসেবে নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকেই তারা কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।

চিঠিতে সাবেক অধিনায়কদের এই দলটি বলেছে, ‘ইমরান খানের বিরুদ্ধে চলা আইনি বা রাজনৈতিক মামলার বিষয়ে তারা কোনো অবস্থান নিচ্ছেন না।’ এটি সম্পূর্ণ পাকিস্তানের নিজস্ব বিষয় বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

তারা জানান, *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

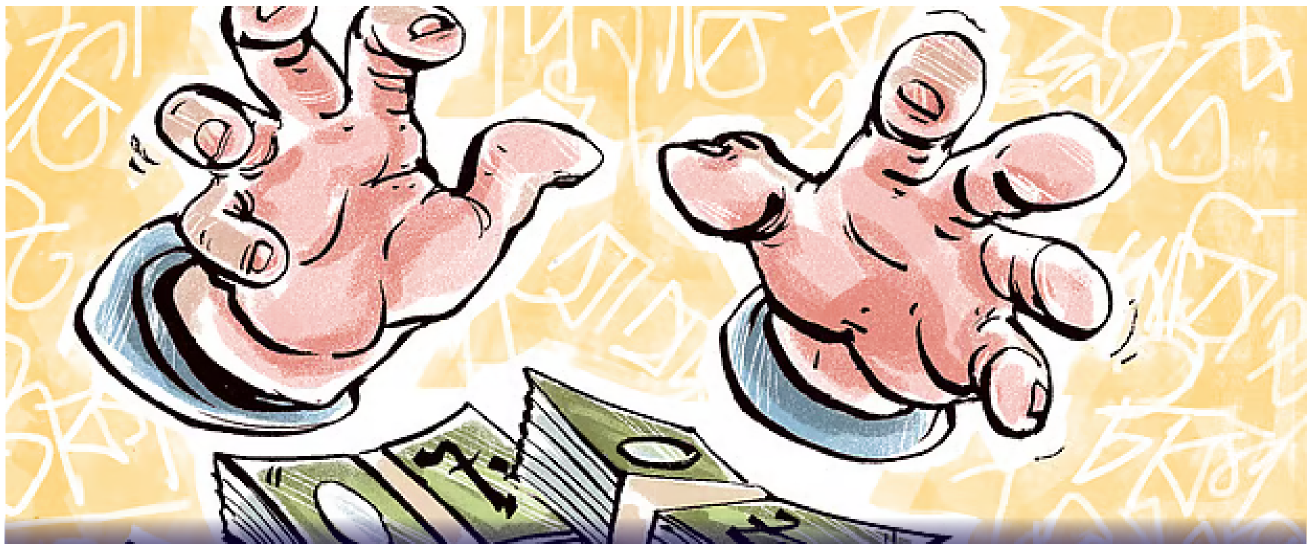

বাংলাদেশে কি দুর্নীতি কমবে

মামুন রশাদ

দুর্নীতি আমাদের সমাজে নতুন কোনো বিষয় নয়। সরকারি অফিস, ভূমি কার্যালয়, আইনশৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য-জীবনের নানা ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি নিয়ে মানুষের উদ্বেগের ধরন বদলেছে। এখন প্রশ্ন শুধু দুর্নীতি আছে কি না, তা নয়। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র ও সমাজ কি সত্যিই এই দুর্নীতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে হতাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আবার আশাবাদী হওয়ার কারণও একেবারে নেই, তা নয়। সর্বশেষ দুর্নীতি ধারণা সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ২৪ এবং অবস্থান ১৮২ দেশের মধ্যে ১৫০তম। অর্থাৎ পরিস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক। তবে একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, সরকারি ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং দুর্নীতি দমনের প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে। ফলে আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কি দুর্নীতিকে বাংলাদেশের স্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেব, নাকি এটিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করব?

আসলে দুর্নীতি কেবল নৈতিকতার সমস্যা নয়। এটি মূলত প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাও। একজন নাগরিক যখন সরকারি সেবা নিতে গিয়ে মনে করেন যে নিয়ম মেনে কাজ করলে সময় বেশি লাগবে, অথচ অনৈতিক পথে গেলে দ্রুত কাজ হবে, তখন দুর্নীতি তার কাছে আর ব্যতিক্রম থাকে না। হয়ে ওঠে বাস্তবতার অংশ।

এই জায়গায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, বিচার, প্রশাসন, সংসদ, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো যদি স্বাধীন, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলকভাবে কাজ করে, তাহলে দুর্নীতির সুযোগ সংকুচিত হয়। বিপরীতে প্রতিষ্ঠানগুলো যখন রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন দুর্নীতি শুধু টিকে থাকে না, বরং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালেও বিষয়টি স্পষ্ট। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধা, গবেষণা ও যোগ্যতার পাশাপাশি যদি রাজনৈতিক পরিচয় বা ক্ষমতার নৈকট্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি বিপজ্জনক বার্তা যায় যে যোগ্যতার চেয়ে পরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যদি মেধার পরিবর্তে আনুগত্য পুরস্কৃত হয়, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রের দক্ষতা যেমন কমে, তেমনি দুর্নীতির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ে।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষের শেষ আশ্রয় হওয়া উচিত আদালত। একজন নাগরিকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে ক্ষমতাবান ও সাধারণ মানুষের জন্য আইনের প্রয়োগ একই। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা, নিয়োগের স্বচ্ছতা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা না গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষেত্রেও আমরা একই বাস্তবতা দেখেছি। একটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে শুধু নতুন নেতৃত্ব বা নতুন আইন যথেষ্ট নয়। তদন্তের স্বাধীনতা, পেশাদার দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সিদ্ধান্ত এবং দ্রুত বিচার-সবকিছু মিলিয়েই একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা তৈরি হয়। বড় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির পরিচয়, অবস্থান বা রাজনৈতিক প্রভাব যা-ই হোক না কেন, আইনের প্রয়োগ যদি সমান না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরবে না।

এখানে প্রযুক্তি একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সরকারি ক্রয়, কর প্রশাসন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সরকারি সেবাকে যত বেশি ডিজিটাল ও তথ্যনির্ভর করা যাবে, ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর নির্ভরতা তত কমবে। ই-প্রকিউরমেন্ট, অনলাইন সেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং তথ্যের উন্মুক্ততা দুর্নীতির অনেক প্রচলিত সুযোগ কমাতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তি কোনো জাদুর কাঠি নয়। দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে এমন আইন, বিধি ও প্রশাসনিক সংস্কৃতি পরিবর্তন না হলে ডিজিটাল ব্যবস্থাও একসময় নতুন ধরনের অনিয়মের পথ তৈরি করতে পারে।

তাই প্রয়োজন একই সঙ্গে আইন, প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবর্তন। সংসদকে কার্যকর করতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনতে হবে, সরকারি নিয়োগে মেধা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

চীন যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরিয়ে দিতে চায়

খালিদ আল-জাবের

চলতি বছর চীনের কূটনৈতিক দিনপঞ্জির দিকে তাকালেই তাদের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাবের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, জর্ডানসহ বিশ্বের প্রভাবশালী অনেক দেশের শীর্ষ নেতারাই বেইজিং সফর করেছেন।

সম্প্রতি কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জাসিম আল থানি বেইজিং সফর করেন। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলও চীন সফর করেছে। এসব সফর মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে বেইজিংয়ের প্রভাব ও পরিধি বৃদ্ধির বিষয়টিই নিশ্চিত করে।

ঐতিহাসিকভাবে অঞ্চলটি সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বজায় রেখে চলেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দুই পরাশক্তির মধ্যে এই অঞ্চলে প্রতিযোগিতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা বাড়ার অর্থ এই নয় যে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত করতে চাইছে। বেইজিং মূলত বাণিজ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর অংশীদারত্বের মাধ্যমে এগোচ্ছে, যা উপসাগরীয় দেশগুলোর নিজস্ব অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক স্বার্থের সঙ্গে একদম মানানসই।

উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব এখনো সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে সামরিক দিক থেকে। ওয়াশিংটনের প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব, গোয়েন্দা তথ্যের আদান-প্রদান, অস্ত্র সরবরাহ, নৌশক্তি এবং সামরিক উপস্থিতি এই অঞ্চলের নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তির মাপকাঠিতে চীনের সঙ্গে নিজের ক্ষমতার তুলনা করে আসছে। সে হিসেবে দেখলে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়া চীনের জন্য এখনো সুদূরপরাহত। তবে কৌশলী সাফল্যের পরিমাপের জন্য এটি ভুল মাপকাঠি।

উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে চীনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। কারণ, এ অঞ্চলে ওয়াশিংটন যে নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে রেখেছে, চীন মূলত তার প্রত্যক্ষ সুবিধা ভোগ করেছে।

কয়েক দশক ধরে মার্কিন নৌবাহিনী যে সমুদ্রপথ সুরক্ষিত রেখেছে, সেই পথ দিয়েই উপসাগরীয় জ্বালানি এশিয়ার বাজারে পৌঁছেছে। মার্কিন সামরিক শক্তির ফলে এই অঞ্চলে যে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল, তারই সুযোগ নিয়ে চীনা কোম্পানিগুলো নিশ্চিন্তে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ ও জ্বালানি কেনাবেচা করতে পেরেছে।

চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে এ এক চমৎকার ব্যবস্থা-খরচ সামান্য, কিন্তু লাভ বিপুল। যুক্তরাষ্ট্রের জায়গায় নিজেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী হিসেবে বসাতে গেলে চীনকে বিশাল রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক ঝুঁকি নিতে হতো, যা দেশটির স্বার্থের সঙ্গে মেলে না।

তাই চীন সামরিক খাতের দিকে না গিয়ে সেসব জায়গায় দৃষ্টি দিয়েছে, যেখানে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রভাব শক্ত করতে পারে। তারা চায়, নিরাপত্তা খাতের জন্য ওয়াশিংটন যতটা অপরিহার্য, অর্থনৈতিক খাতের জন্য বেইজিং যেন ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আজ উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবকাঠামো ও বন্দরগুলোতে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের খলিফা বন্দরের সিএসপি আবুধাবি টার্মিনাল পরিচালনাকারী যৌথ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা রয়েছে চীনের সিওএসসিও শিপিং পোর্টসের।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, ম্যানুফ্যাকচারিং, লজিস্টিকস, ইলেকট্রিক যানবাহন ও ডিজিটাল অবকাঠামোর মতো যেসব খাত এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে, চীনা কোম্পানিগুলো সেগুলোতেও দ্রুত নিজেদের অবস্থান শক্ত করছে।

ফাইন্যান্সিং, চুক্তি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাগুলো যখন একবার জড়িয়ে যায়, তখন সেখান থেকে নাম প্রত্যাহার করা বেশ কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। যুদ্ধজাহাজ সহজেই বন্দর ছেড়ে চলে যেতে পারে কিংবা সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে আনা যায়; কিন্তু বন্দর, কারখানা, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া স্বার্থ এত সহজে ছেঁটে ফেলা সম্ভব নয়।

চীনের এই কৌশলে উপসাগরীয় সরকারগুলোকে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313
WWW.KARNAFULLYTAX.COM

মার্কিন সংবিধানের ২৩৯ বছর: ফিলাডেলফিয়ার শিক্ষা ও ঢাকার বাস্তবতা

সুজিত কুমার দত্ত

১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার স্টেট হাউসে একটি ঐতিহাসিক দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন সংবিধান প্রণেতারা।

সেই দলিলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো লিখিত জাতীয় সংবিধানগুলোর একটি এবং আজও কার্যকর থাকা এক অনন্য সাংবিধানিক দলিল।

২০২৬ সালে এসে এর ২৩৯ বছর পূর্তি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, বিশ্বের গণতন্ত্র, সাংবিধানিক শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে ভাবনারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

ফিলাডেলফিয়ার সেই সংবিধান কেবল একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নকশা ছিল না; এটি ছিল ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ভারসাম্যে রাখা এবং জনগণের সার্বভৌমত্বকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষা।

তবে একই সঙ্গে এর ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোনো সংবিধানই নিখুঁত নয় এবং কাগজে লেখা নীতি ও বাস্তব রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে সব সময় একটি দূরত্ব থাকে।

১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক কনভেনশন শুরু হয়েছিল কনফেডারেশনভিত্তিক দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আলোচনার একপর্যায়ে প্রতিনিধিরা বিদ্যমান কাঠামো সংশোধনের বদলে একটি নতুন সরকারব্যবস্থার নকশা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন।

কয়েক মাসের বিতর্ক, মতপার্থক্য ও আপসের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় নতুন সংবিধান।

সংবিধান প্রণয়ন শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত নয়; এটি মতপার্থক্যের মধ্যেও সমঝোতা তৈরির রাজনৈতিক শিল্প।

বড় ও ছোট রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগের কাঠামো এবং রাজ্যগুলোর অধিকার প্রতিটি বিষয়েই তীব্র বিতর্ক ছিল।

শেষ পর্যন্ত আপসের মাধ্যমেই একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো তৈরি হয়। ফলে মার্কিন সংবিধানের ইতিহাস গণতান্ত্রিক আলোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক সমঝোতারও ইতিহাস।

মার্কিন সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতার বিভাজন। রাষ্ট্রক্ষমতা আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে না পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব, সীমিত সরকার, প্রজাতন্ত্রবাদ এবং ফেডারেলিজম।

অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস জনগণ; সরকার সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ; জনগণের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকবে।

এই ধারণাগুলো আজও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণতন্ত্র শুধু নির্বাচন নয়। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন এবং নাগরিক অধিকার কতটা কার্যকর তার ওপর।

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি একক, সংসদীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা।

বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ফেডারেল ও প্রেসিডেনশিয়াল ব্যবস্থা অনুসরণ করে, যেখানে রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এবং নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান।

মার্কিন সংবিধানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেস সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস ফেডারেল কাঠামোর প্রতিফলন।

বাংলাদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ। আবার যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে; বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকাঠামো প্রাধান্যশীল। তবে পার্থক্যের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মিলও রয়েছে। উভয় সংবিধানেই জনগণের সার্বভৌমত্ব, নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের সাংবিধানিক ভূমিকার গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্রক্ষমতাকে সাংবিধানিক *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

১০ বছরে ১০ লাখ প্রত্যাগত অভিবাসী, অর্থনীতির জন্য বড় বিপদ

সুদীপ রায়

বাংলাদেশের ত্রিচক্র অর্থনীতির সামনের চাকা হলো রেমিট্যান্স। তবে বিদেশে শ্রমশক্তি প্রেরণে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক আশঙ্কা যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে শ্রমবাজার সংকুচিত হচ্ছে। শ্রমশক্তি রপ্তানি হ্রাসের সঙ্গে রেমিট্যান্স সেক্টরে যুক্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী কর্মীর অপ্রত্যাশিত ও অসময়ে ফেরত আসা। স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত ফেরত আসার আগপর্যন্ত অভিবাসী কর্মীরা তাঁদের আয়ের সবটুকু দেশে পরিবার-পরিজনের কল্যাণে পাঠিয়ে দেন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি চাঙা রাখেন।

বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতার পর্যায় যেমনই থাকুক না কেন, চাকরিতে নিয়মিত থাকলে রেমিট্যান্সপ্রবাহ আরও বৃদ্ধি পাবে। স্বাভাবিকভাবে কেউ ফেরত এলে তিনি দেশে এসেও নিজের এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হয় যখন কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরতে বাধ্য হয়; কেননা তিনি মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন। গত ১০ বছরে এই প্রত্যাগত অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রভাবে এ সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেমিট্যান্সপ্রবাহের গুরুত্ব এবং ঊর্ধ্বগতি সৃষ্টিতে সরকারের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে। কেননা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্য দুটি চাকা, অর্থাৎ তৈরি পোশাকশিল্প ও সার্ভিস সেক্টর প্রতিনিয়ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটে অর্থনীতির অন্য সব সূচকেই বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে মোটামুটি স্থিতিশীল রেমিট্যান্স অর্জনেও বিপুলসংখ্যক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী আশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

প্রতি মাসে ছয়-সাত লাখ কর্মী বিদেশে যাওয়ার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিবাসী কর্মী নথিবিহীন, কর্মহীন, নির্যাতিত, অসুস্থ হয়ে প্রত্যাশিত সময়ের আগেই দেশে ফিরে আসছেন। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, গত ছয় বছরে প্রায় পাঁচ লাখ কর্মী অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত এসেছেন। ২০২৬ সালে এ পর্যন্ত এ সংখ্যার হার অনেক বেশি।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এ সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলেও অতি মুনাফালোভী এজেন্সি ও ব্রোকারদের ফাঁদে পড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। মিথ্যা কাজের প্রতিশ্রুতি, অসংগতিপূর্ণ ভিসা, দক্ষতার মিথ্যা সনদ, বাস্তবতা যাচাই না করে বিদেশে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়াসহ জীবনহানি ঘটছে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। প্রেরণকারী রাষ্ট্র এখানে কেবল আর্থিকভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, রাষ্ট্রটি সম্পর্কে গন্তব্যদেশে নেতিবাচক একটি ন্যারেটিভও গড়ে ওঠে।

কতিপয় কর্মীদের জাল নথি, মিথ্যা ঘোষণা, মিথ্যা সনদ, মধ্যস্বত্বভোগী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। নিয়মিত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সম্পর্কে আরও ধারণা পাওয়া যায় যে বাংলাদেশি কর্মীদের তারা খুব একটা উঁচু দৃষ্টিতে দেখে না। ফলে অনেক প্রচেষ্টা থাকার পরও বাংলাদেশ সরকার আশানুরূপ কর্মী প্রেরণ করতে পারছে না। কিন্তু সেই একই শ্রম আমদানিকারক দেশগুলোতে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের প্রচুর শ্রমিক চাকরি পাচ্ছেন। বিশেষ করে নেপালের প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের হারও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে ভুক্তভোগী কর্মী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক-সব দিক থেকেই নিঃস্ব হয়ে যান। তাঁদের অনেকের পক্ষেই ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীরা সাধারণত বৈধ উপায়েই বিদেশে গমন করেন, তাই তাঁদের জীবনে এ ধরনের দুঃখ-দুর্দশার দায় সরকার কিছুতেই এড়াতে পারে না বা কেবল একটি মুচলেকার ভিত্তিতে সব দায়দায়িত্ব অভিবাসী কর্মীর হতে পারে না। এটি শুধু ওই কর্মীকেই বিপদে ফেলে না, অন্যের অভিবাসনস্পৃহা ও উদ্যোগকেও নিরুৎসাহিত করে। ঋণে জর্জর হওয়ার পাশাপাশি অনেকের শারীরিক ও মানসিক আঘাত বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ ও যথাযথ সহযোগিতা প্রয়োজন। অভিবাসী কর্মীরা যেমন অর্থনীতি ও দেশের কল্যাণে অবদান রাখেন, সরকারও এই প্রত্যাগত অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অভিবাসনের প্রক্রিয়াকে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
VOTE FOR Jahangir Shahid Suhrawardhy
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারেঃ সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নিউইয়র্কে International Trade Fair & Chamber Business Expo ২০২৬ তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং

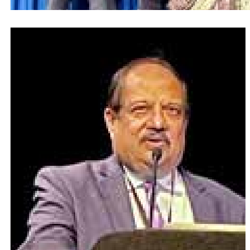

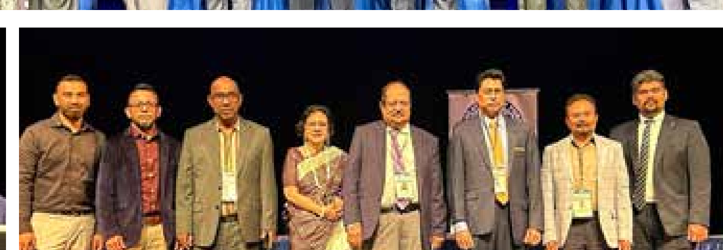

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের Borough of Manhattan Community College (BMCC), ১৯৯ চেম্বার্স স্ট্রিটে গত বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে 5th New York International Trade Fair & Chamber Annual Business Expo ২০২৬। উক্ত মেলায় যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, প্রদর্শক, চেম্বার প্রতিনিধি ও পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ-ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্টড জিয়াউদ্দিন আহমেদ, MD, FASN; Greater New York Chamber of Commerce-GiPresident & CEO মার্ক জ্যাফে এবং U.S. Small Business Administration-GiAdministrator কেলি লফলার। তাঁদের অংশগ্রহণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির গুরুত্বকে তুলেধরে।

তাঁর বক্তব্যে Kelly Loeffler, Administrator, U.S. Small Business Administration, ক্ষুদ্র ব্যবসা ওউদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।তিনি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সহযোগিতারগুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর অংশগ্রহণও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রতিগুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বাংলাদেশ-ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্টড ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণঅবদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল বাংলাদেশি-আমেরিকান বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, উদ্যোক্তা ওপেশাজীবীদের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশ-ইউএস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজএবং এৎবধঃবৎ ঘবি ণড়ৎশ ঈযধসনবৎ ড়ভ ঈড়সসবৎপব-এর দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বের জন্য মার্ক জ্যাফে ওঅ্যামিট শাহকে ধন্যবাদ জানান।

ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি সংখ্যায় তুলনামূলকভাবেছোট হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, শিক্ষা, ব্যবসা ও কমিউনিটি উন্নয়নে তাদেরউল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি ফজলুর রহমান খান, সালমান খান, জাওয়েদ করিম, ড. আবুলহুসাম, আবদুস সাত্তার খান, ড. এম. জাহিদ হাসান এবং সৈয়দ জাকি হোসাইনের মতো বিশিষ্ট বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিকভাবে লাভজনক বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরেনএবং উল্লেখ করেন যে ট, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। একই সঙ্গে বাংলাদেশও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করছে। তিনি এইএক্সপোকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিরএকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে উল্লেখ করেন।

এৎবধঃবৎ ঘবি ণড়ৎশ ঈযধসনবৎ ড়ভ ঈড়সসবৎপব-এর চৎবংরফবহঃ ঈঊঙ মার্ক জ্যাফে তাঁর বক্তব্যেচেম্বারের ২৫ বছরের ঈযধসনবৎ ইঁংরহবংং ঊঢচঙ আয়োজনের অভিজ্ঞতা এবং গত পাঁচ বছর ধরেবাংলাদেশ-ইউএস চেম্বারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই এক্সপোবিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির পাশাপাশি বড় ব্যবসা ও ছোট এবং উদীয়মানব্যবসাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মেলায় বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ব্যবসায়ী, বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ী, বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এবং ভারত, চীন, নেপাল, পাকিস্তানসহপ্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা মেলা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে বিভিন্নদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এবং নতুন ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল Business-to-Business Matchmaking কার্যক্রম। এরমাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার ও সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গেসরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পণ্য ও সেবা উপস্থাপন, নতুন বাজার সম্পর্কে ধারণা নেওয়া, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগ ওবাণিজ্যিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায়।

মেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার ও ব্যবসায়িক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যGlobal Investment, Banking, Finance & Remittances Forum 2026, যেখানে বিনিয়োগ, ব্যাংকিং, অর্থায়ন ও রেমিট্যান্স খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশিআন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও অও, কৌশলগত সোর্সিং ও সাপ্লাই চেইন, ঘজই বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তাউন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ International Business Excellence Awards 2026। ব্যবসা, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কমিউনিটি সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ছয়জনবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয় । যথাক্রমে, মি. সৈয়দ জাকি হোসাইন, সমাজসেবী ওপ্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মডার্ন প্যাকেজিং ইনক., নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, মি. লিয়াকত হোসাইন, প্রতিষ্ঠাতা, অ্যাডভান্স ফার্মাসিউটিক্যাল ইনক., যুক্তরাষ্ট্র, মি. আবুবকর হানিপ, চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর, ডটঝঞ এবং প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চবড়ঢ়ষবঘঞবপয, মি. কাজী হেলাল আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন(ওঋউঈ), যুক্তরাষ্ট্র, মি. গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, এঋই এৎড়ঁঢ়, যুক্তরাষ্ট্র, ড. আরিফুর রহমান, চেয়ারম্যান, প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি, ঢাকা, বাংলাদেশ তাঁদের এই সম্মাননাব্যবসায়িক অগ্রগতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ।

এক্সপোতে বাংলাদেশি এবং ইউএসএর প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও সেবা আন্তর্জাতিক বাজারে তুলেধরার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের ক্রেতা, ব্যবসায়িক অংশীদার, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীএবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশেরব্যবসা ও পণ্যের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে আয়োজিত এইএক্সপো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব তৈরিরএকটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। প্রদর্শনী, সেমিনার, ব্যবসায়িক বৈঠক, নেটওয়ার্কিং এবংম্যাচমেকিংয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানেরসুযোগ পাচ্ছেন।

আয়োজকরা মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যবসায়ী, প্রদর্শক, স্পন্সর, বিশিষ্ট অতিথি, চেম্বার প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ওসহযোগিতায় ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঞৎধফব ঋধরৎ ঈযধসনবৎ ইঁংরহবংং ঊীঢ়ড় ২০২৬ আন্তর্জাতিকব্যবসায়িক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আরওশক্তিশালী হয়ে উঠেছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে । সকল ছবি প্রজ্ঞা নিউজ এর সৌজন্যে

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যাকসন হাইটসে আড্ডা রেস্তোরাঁর শুভ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৮ সেপ্টেম্বর বাদ জুমা নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীট ও ৩৭ এভিনিউর কোণায় (সাবেক হাটবাজার গ্রোসারী ও রেস্টুরেন্ট), বর্ণাঢ্য আয়োজনে ও বহু মানুষের উপস্থিতিতে শুভ উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন সুস্বাদু বাংলা ও চাইনিজ খাবারের অভিজাত আড্ডা রেস্টুরেন্ট।

অপুর্ব আকর্ষণীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত, পরিবারবান্ধব আড্ডা রেস্টুরেন্টের শুভ সূচনা করেন এর অন্যতম ডিরেক্টর আমিনুল ইসলাম মিঠু ।

শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর বাদ জুমা আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে আড্ডা'র যাত্রা শুরু হল। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস মুসলিম সেন্টারের পেশ ইমাম মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ সাদিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর আবুল বাশার,মুলধারার রাজনীতিবিদ ও জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সহসভাপতি, খামারবাড়ী গ্রুপের ডিরেক্টর এবং জেবিবিএ সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামরুল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান , স্মৃতি ফ্যাশনস এর সত্ত্বাধিকারী এবং জাগো প্রহরী পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহবুবুর রহমান, সারওয়ার খান বাবু ও আড্ডা'র অপর ডিরেক্টর আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন মফিজুর রহমান।

আড্ডা রেস্টুরেন্টের অন্যতম ডিরেক্টর আমিনুল ইসলাম মিঠু পরিচয়-কে জানিয়েছেন, বাংগালির প্রিয় খাবারকে আধুনিক "ফিউশন" প্রক্রিয়ায় আরো মজাদার ও রুচিশীল করাই তাঁদের মুল লক্ষ্য। জ্যাকসন হাইটসের আড্ডা রেস্টুরেন্ট এর দোতালায় মনোরম পরিবেশে পরিবারিক আয়োজনের ব্যবস্থাসহ বেসমেন্টে ১৫০ জনের সুসজ্জিত পার্টি হলও রয়েছে।

জ্যকসন হাইটসে আড্ডা রেস্টুরেন্ট খোলা থাকবে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, ব্রঙ্কসে একই কোম্পানির আড্ডা রেস্টুরেন্ট সম্প্রতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করেছে।

আড্ডা
ADDA
Jackson Heights Branch
শুভ উদ্বোধন
সবাইকে স্বাগতম
আড্ডা
ADDA Restaurant • Pizza • Sweet &
347-242-3784
37-11
আড্ডা
ADDA
KITCHEN & DINES
OPEN

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

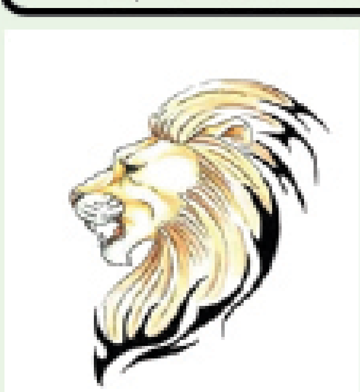

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

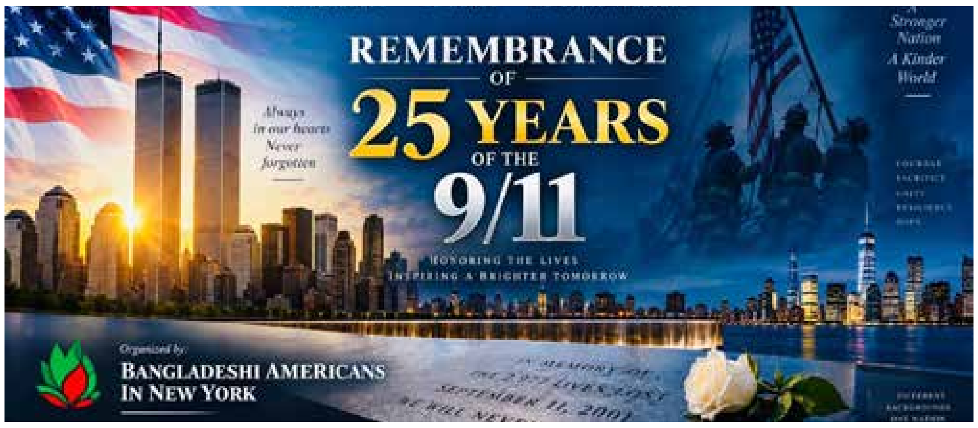

নিরাপরাধ মানুষ হত্যা কোন জিহাদ নয়- ৯/১১ স্মরণে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বিশেষ আয়োজনে বক্তারা

পরিচয় ডেস্ক: : শোক-সমবেদনা আর স্মরণ সভাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার ২৫তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ‘বাংলাদেশী-আমেরিকানস ইন নিউ ইয়র্ক’ ব্যানারে এদিন জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে বিশেষ স্মরণ ও আলোচনা সভা আনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা নিহতদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং নিহত ও আহতদের পবিরারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতীয় দিবস পালন করা আমাদের দায়িত্ব। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীরা প্রথম, দ্বিতীয় প্রজন্ম পেরিয়ে তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়েছেন। তাই সকল প্রজন্ম মিলেই যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার সময় এসেছে। সভায় বক্তরা বলেন ৯/১১ এর ঘটনা নিছকই একটা সন্ত্রাসীদের ঘটনা আর সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম-বর্ণ নেই।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের এই দিনে এক সন্ত্রাসী হামলায় ৭জন বাংলাদেশী সহ প্রায় তিন হাজারের মত মানুষ নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছে অগুনতি। ধ্বংশ হয়েছে নিউইয়র্কের আইকনিক দুই ভবন টুইন টাওয়ার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। আহতদের অনেকে আজও দু:সহ যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন।

সভার শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন স্মরণ সভা আয়োজকদের অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক এবং অপর আয়োজক আজিজুল হক মুন্না। এরপর নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

স্মরণ সভা আয়োজকদের অন্যতম শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চাচালনায় সভায় স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মহসীন পাটোয়ারী, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক ড. আবেদীন কাদের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ ও আজমল হোসেন কুনু, ঘটনার দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কর্মরত নিরাপত্তা পরিচালক আজিজুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শেখ শাহজাহান, এডভোকেট মজিবর রহমান এবং জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী শুভ্র দেব। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন শামস আল মমিন এবং আবৃতির ছলে ৯/১১ ঘটনার গল্প তুলে ধরেন শ্যামা হাই। আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, নজরুল একাডেমির কিউ জামান ও শাহ আলম দুলাল।

সভায় কোন কোন বক্তা বলেন নিরপরাধ মানুষ হত্যা কোন জ্বেহাদী কর্মকান্ড নয়, সবচেয়ে বড় কথা এই জ্বেহাদে ইসলামের কোন উপকার হয়নি। বিগত ২৫ বছর পরও ইসলামের জায়গায় ইসলাম আছে, যারা এই তথাকথিত জ্বেহাদ করতে গিয়েছিলো তারা ধ্বংশ হয়ে গেছে, সাথে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে নরক বানিয়ে দিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যার ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়ে গেছে।

বক্তারা বলেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র এবং মানবিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য্য হচ্ছে এখানে- ওই ঘটনার পরও সরকার এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মুসলামানদেরকে রক্ষা বা তাদের ওপর যে কোন হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে, ইহুদী পুলিশ মসজিদ পাহাড়া দিয়েছে খ্রীস্টান পুলিশ মুসলিমদেরকে আগলে রেখেছে- এটাই আমেরিকা।

বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টিভি’র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান সভায় উপস্থিতি ছিলেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি “কমিউনিটি টিভি” সড়াসড়ি সম্প্রচার করে। খবর ও ছবি ইউএনএ’র।

নায়াগ্রা ফলসে AUST Alumni Reunion| Ahsanullah University of Science and Technology-AUST-এর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত হয়েছে AUST Alumni Reunion। Ahsanullah University of Science and Technology-AUST-এর পুনর্মিলনী। সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই পুনর্মিলনীতে ফিরে আসে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি। বন্ধুত্ব, আড্ডা আর আনন্দঘন মুহূর্তে প্রবাসের মাটিতে তৈরি হয় এক টুকরো বাংলাদেশ।

নায়াগ্রা ফলসের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে একত্রিত হয়েছিলেন AUST-এর সাবেক শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন পর সহপাঠী ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পুরো আয়োজনজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ।

বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধুত্ব আর স্মৃতিতে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়নি। সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতেই আয়োজন করা হয় এই অ্যালামনাই রিইউনিয়নের। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা আর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণে মুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

বেলা শেষে স্থানীয় একটি হলরুমে ছিলো আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়াজন।

শুধু স্মৃতিচারণ নয়, ভবিষ্যতে অটঝঞ অষঁসহর-এর মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়েও ছিল আলোচনা।

প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এমন আয়োজন যেন ফিরিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই চেনা দিনগুলো। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আর বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় নতুন প্রজন্মের জন্যও একটি শক্তিশালী অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রত্যয়।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন আয়োজনের মাধ্যমে অটঝঞ-এর সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার বন্ধন আরও শক্তিশালী হবে।

স্মৃতিচারণ, সঙগীত, কবিতা আবৃত্তি আর আনন্দ-সব মিলিয়ে AUST Alumni Reunion হয়ে উঠেছিলো বন্ধুত্ব ও নস্টালজিয়ায় ভরা এক বিশেষ আয়োজন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর ছেলের রহস্যজনক মৃত্যু, হানি ট্র্যাপে ফেলে পরিকল্পিত হত্যা বলে দাবি পরিবারের

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ব্যবসায়ীর ছেলে শিহাব উদ্দিন মালেক (সাগর) খুনকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের দাবি, হানি ট্র্যাপে ফেলে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে পরিবার।নিহত শিহাব উদ্দিন মালেক সাগর (৩৬) যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী ও ব্রুকলিনের বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে। তার পৈত্রিক বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দীপে।

পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাগর ২০১৮ সালে চট্টগ্রামে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকায় চলে আসেন এবং গাড়ির ব্যবসা শুরু করেন। এরই মধ্যে তার সাথে মাহজাবিন ইসলাম রিয়া নামের এক মেয়ের পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

সাগরের পরিবার আরো জানায়, রিয়া নামের মেয়েটি বিবাহিত। বিয়ের তথ্য গোপন করে সাগরের অর্থ আত্মসাতের লক্ষে তাকে হানি ট্র্যাপে ফেলে তার সাথে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়। যথারীতি সাগর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রিয়া বিয়ে করতে গড়িমসি ও একপর্যায়ে অমত পোষণ করে। এতে করে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সাগরের এপার্টম্যান্টে একজন নারী ছাড়াও আরো একজন পুরুষ ছিলেন। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায় রিয়া মেয়েটি সাগরকে বটি হাতে কুপিয়ে

হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এতে রিয়ার দিকেই পরিবারের সন্দেহ আর বেড়ে যায়।

পরিবারের ভাষ্য, গত ১৯ আগস্ট সকাল ১০টা ৫ মিনিটের ফ্লাইটে সাগর ঢাকায় আসেন। ২১ আগস্ট দুপুর ৫টা ১৫ মিনিটে ফেরার জন্য তিনি টিকিট করেছিলেন বলেও পরিবারের কাছে তথ্য রয়েছে। এরই মধ্যে ২০ আগস্ট ভাটারা থানা এলাকায় একটি এপার্টমেন্টে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

সাগরের ভাই সাইফ উদ্দিন মালেক 'মামুন' জানান, ১৯ আগস্ট বিকেল ৪টা ৩৩ মিনিটে তিনি সাগরকে ফোন করেন। ফোনে সাড়া না পেয়ে বিকেল ৪টা ৪৭ মিনিটে তাকে বার্তা পাঠান। পরে সাগর ভয়েস মেসেজে জানান, তিনি অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছেন, তবে সেখানে অন্য লোকজন থাকায় কথা বলতে পারছেন না। ওইদির সন্ধ্যা ৬টা ১৪ মিনিটে মামুনের সঙ্গে সাগরের সর্বশেষ কথোপকথন হয়।

মামুন আরো জানান, ঘটনার দিন রাত ১০টা ১০ মিনিটের দিকে সাগরের অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার ও সহকারী হিসেবে কাজ করা মুসার সাথে কথা হলে মুসা সাগরের মৃত্যুর খবর জানায়। মুসা তখন দাবি করেন, সাগর অ্যাপার্টমেন্টে একাই ছিলেন। তবে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কথা বলছিলেন। সাগরের মরদেহ মেঝেতে পড়ে ছিল বলেও মুসা জানান। একপর্যায়ে তিনি মরদেহ বাইরে নিয়ে হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, মুসা সাগরের এক রুমমেটের কাছেও একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। ওই রুমমেট তখন ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় ছিলেন। পরে জানা গেছে ওই ছবিতে সাগরের হাত ভাঙা অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল।

ঘটনার পরদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় এসে ভাটারা থানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সাগরের মরদেহের ময়নাতদন্তের দাবি জানানো হলে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় গত ২৫ আগস্ট একটি মামলাও করা হয়েছে বলে পরিবার জানিয়েছে। যার মামলা নম্বর ৪৪।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোঃ চাঁদ মিয়া জানান, ঘটনার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্ত আসামিকে আটক করতে থানার তৎপরতা চলমান।

সাগরের চাচা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আনোয়ার হোসেন সিপিএ বলেন, আমার ভাতিজাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। তার মৃত্যুর আগে ও পরে যোগাযোগকারী ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঘটনার সময় অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহভাজন নারীসহ এজহারভুক্ত আসামীদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণাও করেন তিনি।

এদিকে পরিবারের সদস্যরা জানান, গত প্রায় তিন মাস ধরে সাগর স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তার বাবা আবদুল মালেককে চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। ঢাকায় থাকা আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল কোথায় রাখবেন, সে বিষয়েও বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন বলে পরিবার জানিয়েছে। গত কয়েক মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াতও করছিলেন তিনি।

পরিবারের দাবি, সাগরের মৃত্যুর আগে ও পরের যোগাযোগ, অ্যাপার্টমেন্টে ওই সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকা, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। তারা দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলতাফ হোসেন ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।

মরহুম আলতাফ গত ২/৩ দিন ধরে অসুস্থতা অনুভব করছিলেন এবং গতকাল হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং বমি করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাকে উত্তরা ১৩ নং সেক্টরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সাথে সাথে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় । বাংলাদেশ সময় ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আনুমানিক ভোর ৬ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

মরহুম আলতাফ হোসেন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জাতীয় পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ ও ত্যাগী নেতা ছিলেন। তার মৃত্যুতে জাতীয় পার্টির এক বিরাট ক্ষতি ।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে গভীর শোক সমবেদনা জ্ঞাপন, তাঁর রুহের মাগফেরাত কাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান সভাপতি আবদুন নুর বড়ভুঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আলেফ বারী টুটুল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২য় নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ এর জন্য চলচ্চিত্র আহবান

পরিচয় ডেস্ক: প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সফলতার পর ঘোষণা করা হয়েছে দ্বিতীয় নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬। বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্মফেস্টিভ্যাল ২০২৫।

প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন ষ্টুডিও যৌথ সহযোগিতায় রক পেপার সিজার এন্টারটেইনমেন্ট আয়োজন করবে এই বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ)। শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ওয়েব ফিল্ম এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই চারটি ক্যাটাগরিতে নির্মিত সকল বাংলা চলচ্চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে। এবং সর্বক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ এর আহবায়ক প্রযোজক অলিভ আহমেদ জানান, আমরা চেষ্টা করছি আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের একটি প্লাটফর্ম তৈরী করতে। প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমরা যে সাড়া পেয়েছি আমরা সেই পথে এগিয়ে যেতে চাই।

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ জুড়িবোর্ড। ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর হিসেবে আছেন পিকলু চৌধুরী এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তানভীর খায়ের। সদস্য সচিব জনাব লিটু আনাম বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ, আমরা তাদের মূল্যায়ন করতে চাই যারা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশের সকল নির্মাতা এবং প্রযোজককে অনুরোধ জানান তারা যেন ২০২৬ সালে তাদের নির্মিত সেরা কাজটি নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জমা দেন। mov কিংবা mp4 ফর্মেটে সকল দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে। ড্রাইভ লিংক submit@nybanglaff.org ইমেইল করা যাবে। এছাড়া ফিল্মফ্রিওয়ে প্লাটফর্মের মাধ্যমেও চলচ্চিত্র জমা দেওয়া যাবে।

আয়োজনের আহবায়ক অলিভ আহমেদ জানান, উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের শুরুতে, নিউইয়র্ক-এ। দ্রুতই তারিখ ও ভেন্যু জানানো হবে ওয়েবসাইট ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.nubanglaff.org - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

হেলিকপ্টারে পালাবেন নাকি সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করবেন ঠিক করুন

১৮ পৃষ্ঠার পর

যাওয়ার রাস্তা নিজেকেই নির্ধারণ করতে হবে।' সরকারের সমালোচনা করে এনসিপির এই নেতা বলেন, 'এই সরকারের দায়িত্ব ছিল মানবাধিকারের সুরক্ষা দেওয়া। কিন্তু তারা মানবাধিকার হরণের সব ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। শেখ হাসিনার সরকার জনগণের অধিকার হরণ করেছে যেসব আইন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বর্তমান সরকারও ঠিক একই আইন ও প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করা শুরু করেছে।' লংমার্চের পক্ষে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে দাবি করে তিনি আরও বলেন, 'এই গণজোয়ারকে প্রতিরোধ করার জন্য গতকাল রাত থেকে ১১ দলের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে এর সঙ্গে সিটি করপোরেশনও যোগ দিয়েছে। কিন্তু ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে এই লংমার্চের গণজোয়ার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের দাবি বাড়ছে এবং শেষ পর্যন্ত সব দফা এক দফায় এসে ঠেকবে।'

উল্লেখ্য, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার, বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও সার সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলদারি বন্ধ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সংকীর্ণ দলীয়করণ বন্ধ এবং তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে এই লংমার্চ করছে ১১ দলীয় জোট।

জমজমাট আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন'র 'সামার ব্যাশ'

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার ১২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটবাসীর শীর্ষস্থানীয় সামাজিক সংগঠন 'জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে জমজমাট আয়োজনে অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বহুল কাঙ্ক্ষিত 'সামার ব্যাশ'(মেলা)।

আমেরিকায় নিজেদের সংস্কৃতি, সুদৃঢ় মেলবন্ধন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি নিউইয়র্ক সিটি ও আশেপাশের এলাকায় বসবাসরত সিলেট থেকে আসা তথা বাংলাদেশীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। আমেরিকার ব্যস্ত জীবন থেকে খানিকটা বিরতি নিয়ে বাংলাদেশিরা পরিবার-পরিজনসহ এই সামার ব্যাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

'সামার ব্যাশ'(মেলা) এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একেএম আব্দুল মোমেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সভাপতি এবং আসন্ন নির্বাচনে একই পদে প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও আসন্ন নির্বাচনে একই পদে প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আসন্ন নির্বাচনে একই পদে প্রার্থী মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সন্দীপ সোসাইটি সভাপতি ফিরোজ আহমেদ,

সামার ব্যাশ মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্রোকার আকিব হোসেন, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রার্থী দুলাল বেহেদু, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন বা জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী আজম, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে মহিলা সম্পাদক পদপ্রার্থী শাহনাজ হোসেন ও নওয়াবগঞ্জ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী উজ্জ্বল বিপুল, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আগামী নির্বাচনে একই পদপ্রার্থী এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী, যুক্তরাষ্ট্র বিয়ানী বাজার এসোসিয়েশনের সাবেক সাবেক সভাপতি শাহীন কামালি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ,, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ এবং সামার ব্যাশ মেলার প্রধান সমন্বয়কারী ময়নুজ্জামান চৌধুরী, সংগঠনের উপদেষ্টা জুবায়ের আলী, সৈয়দ ফয়জুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিভিষ্ট বিলাল চৌধুরী, এবারের সামার ব্যাশ মেলার কনভেনার জামাল হোসেন, সেলিম উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিকুল হক জাকির, ইফজাল চৌধুরী, সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেন, দরুদ মিয়া রুনেল, হাজী এনাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, দেওয়ান কাউসার, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এবাদ চৌধুরী, আব্দুল চৌধুরী উমেল, বদরুল উদ্দিন, সৈয়দ লোকমান মিয়া, শাহ মিজান, জালিলুর রহমান, শাহিনুর ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য ড.আব্দুল মোমেন বলেন, আমি ১৯৭৪ সালে প্রথম আমেরিকা এসেছিলাম, তখন জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। "আইএসপি" নামে ভারতীয়দের একটি শাড়ির দোকান ছিল (এখনো আছে)। আজকের জ্যাকসন হাইটসের এ ধরনের মেলায় এলে আমার বুক ভরে যায়। এর বিশেষ কারণ বাংলাদেশিদের সরব উপস্থিতি। বাংলাদেশী

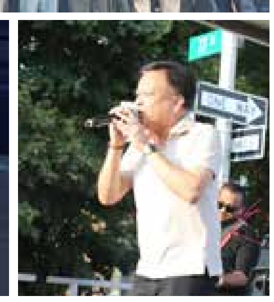

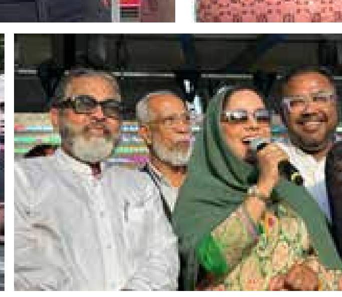

কমিউনিটি বাংলার কৃষ্টি কালচার এবং সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় মেতে উঠেছেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকি। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও গ্যাস বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সমস্যার উন্নতি করতে পারছে না এই সরকার। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

আসন্ন নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মেলায় উপস্থিত প্রার্থীরা তাদের প্যানেলের পক্ষে ভোটারদের সমর্থন কামনা করে বক্তব্য রাখেন ।

যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর সভাপতি মইনুল ইসলাম সামার ব্যাশ আয়োজনকে সফল ও সার্থক করার জন্য আগত সকল বাংলাদেশি এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানান।

সামার ব্যাশ'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্রোকার আকিব হোসেন তাদের মেডোব্রুক প্রতিষ্ঠান থেকে মর্টগেজ সেবা নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আমাদের এখানে লুকোচুরি কিছু নেই, আমরা ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে আসছি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের মর্টগেজ রেট ও অন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম।

দিনের অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল কুশল বিনিময়, আড্ডা, নানা রকমের স্টল এবং আরো ছিল দারুণ উপভোগ্য জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন

আয়োজক সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনী আসাদ ও শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

এবারের "সামার ব্যাশ'(মেলা) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক'র সার্বিক পরিচালনায় একটি শক্তিশালী উদযাপন কমিটি । তারা হলেন আহ্বায়ক শেখ জামাল হোসেন, মুখ্য আহবায়ক লায়েছ আহমেদ (মিনু), জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা-র কোষাধ্যক্ষ এবং 'সামার ব্যাশ এর প্রধান সমন্বয়কারী ময়নুজ্জামান চৌধুরী এবং সদস্য সচিব হেলিম উদ্দিন, যুগ্ম সদস্য সচিব পদে কামরুল হোসেন ও শাহীনুল ইসলাম ।কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আ. রহিম (কাদির), জয়নাল উদ্দিন লায়েক, মাসুক মিয়া, সৈয়দ লোকমান, বদরুল উদ্দিন এবং দেওয়ান মো. তাজ্জির।

সামার ব্যাশ'(মেলা) ছিল আলোচনা,স্টল গুলোতে কেনা-কাটা, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রচারণা, র‍্যাফেল ড্র। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল লন্ডন থেকে আগত ও নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা। শিল্পীদের আন্তরিক পরিবেশনাগুলো মেলায় উপস্থিত নারী পুরুষগণ দারুণ উপভোগ করেছেন।

দিনব্যাপী এই আয়োজন মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী সেলিম চৌধুরী, রিজিয়া পারভিন, কালা মিয়া, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি রোকসানা মির্জা, লন্ডনের জনপ্রিয় শিল্পী ওয়াহিদ প্রমুখ।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও মূল শিকড়ের ধারাবাহিকতা তুলে ধরাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

সবশেষে পরিবেশিত হয় র‍্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণ। এতে প্রথম পুরস্কার ছিল গাড়ি, দ্বিতীয় পুরস্কার স্বর্ণের চেইনসহ আকর্ষনীয় আরো ৩টি পুরস্কার।

এবারের সামার ব্যাশ মেলার উদযাপন কমিটির কর্মকর্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশীদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের এই 'সামার ব্যাশ' একটি সফল ও স্মরণীয় আয়োজনে পরিণত হয়।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

ওঁ
শ্রীশ্রী
দুর্গা
পূজা ২০২৬
যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
সুধী,
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, নিউইয়র্ক ইনক্ আগামী ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর ২০২৬ যথাক্রমে শনি ও রবিবার শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার আয়োজন করেছে।
মাতৃ আরাধনার এই মহতী যজ্ঞে আপনার অংশগ্রহনের বিনীত আমন্ত্রণ রইল।
পূজা মন্ডপ
অঙ্গন পার্টি হল
89-16 175th St (Ground Floor)
Jamaica, NY 11432
Rina Saha
President
(347) 891-9978
Ratan Das
General Secretary
(347) 898-7748
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি, নিউইয়র্ক ইনক্।

নিউইর্য়ক সিটির ওজনপার্কে ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের ওজনপার্কে (ঙুড়হব চধৎশ) নতুন সাজে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি উন্নত খাবারের রেস্টুরেন্ট ভোজন বিলাস। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় ব্রুকলিনের ১১৫৯ লিবার্টি অ্যাভিনিউতে (১১৫৯ খরনবৎঃু আব, ইৎড়ড়শষুহ, ঘণ ১১২০৮) রেস্টুরেন্টটির শুভ উদ্বোধন ও পুনঃযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইয়র্ক বাংলার সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ মিলন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধার কামরুল ইসলাম। তিনি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন সেবা ও খাবারের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বায়তুল মামুর মসজিদ অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। তাই ব্যবসা করতে হবে।”

তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই কোনো বিপদ-মুসিবতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার পাশাপাশি সততা ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. রুহুল আমীন, মসজিদ আল আমানের সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, স্বন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমদ এবং কোম্পানীগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ, বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার এর সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ,কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিসবাহ আবেদীন, খায়রুল ইসলাম খেকন , বাবুল চৌধুরী ও ফারুক চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথিবৃন্দ।

ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধাররা হলেন কামরুল ইসলাম, নূর আলম সিদ্দিক মুন্না, নূরুল ইসলাম বুলবুল, মোর্শেদ আলম, মুহসিল কবীর, মুতাসিম বিল্লাহ সিরাজী ও মুহাম্মদ ফিরোজ।

মালিকদের পক্ষ থেকে কামরুল ইসলাম জানান, গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও ফ্যামিলি প্যাকেজ রাখা হয়েছে। এখানে হালাল খাবার পরিবেশন করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খাবারের জন্য উপযোগী পরিবেশ রয়েছে।

রেস্টুরেন্টের প্রচারপত্রে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি প্ল্যাটারে ২-৩ জনের প্যাকেজের মূল্য ৩৯.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজের মূল্য ৬৯.৯৯ ডলার।

এতে রয়েছে চিকেন শিক কাবাব, চিকেন বটি কাবাব, বিফ কোফতা, ল্যাম্ব চপ, চিংড়ি, বাটার নান, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

এছাড়া ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি কাচ্চি প্ল্যাটার এর ২-৩ জনের প্যাকেজ ৪৪.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজ ৭৯.৯৯ ডলার। এতে কাচ্চি, চিকেন রোস্ট, শামি কাবাব, চিংড়ি, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়েছে।

রেস্টুরেন্টে সকালের জন্য রয়েছে ব্রেকফাস্ট স্পেশাল। এর মূল্য ৪.৯৯ ডলার। এতে রয়েছে ২টি রুটি, মিক্স ভাজি অথবা ডাল এবং ১ কাপ চা। এই অফারটি সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত।

এছাড়া প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাতে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশেষ বুফের আয়োজন রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মূল্য ১৪.৯৯ ডলার এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯.৯৯ ডলার।

প্রচারপত্র অনুযায়ী, বুফেতে অ্যাপেটাইজার, প্রধান খাবার, ডেজার্ট ও ফলমূলসহ ৩০টির বেশি আইটেম রয়েছে।

এছাড়া হালিম ও নান এবং হাঁসকারি ও ২ পিস চালের রুটি-সহ বিভিন্ন বিশেষ খাবারও রাখা হয়েছে।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রচারপত্রে জানানো হয়েছে, ভোজন বিলাস সপ্তাহের সাত দিন খোলা থাকবে। রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার সরাসরি সংগ্রহের পাশাপাশি গ্রাবহাব, উবার ইটস ও ডোরড্যাশ-এর মাধ্যমে ডেলিভারি নেওয়ার সুবিধাও শীঘ্রই চালু হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের নতুন যাত্রার সাফল্য কামনা করেন এবং কমিউনিটির মানুষের জন্য এটি একটি পরিচিত ও উন্নত খাবারের ঠিকানা হিসেবে গড়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

রশীদ আহমেদ প্রেরিত

বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিনিধিদলের যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা সফর ২০২৬

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত ন□্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর।

বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের উদ□্যাগে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০২৬'র প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ওভারসিজ স্টাডি ট্যুরে অংশ নিতে ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আসে।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ ফয়জুর রহমান, বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি।

সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধিদলটি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিদর্শন করেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান এবং মতবিনিময় করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ□্য দিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন খান, এনডিসি, পিএসসি এবং মিনিষ্টার কনস্যুলার মোঃ মাহবুবুর রহমান ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। সফরকালে প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগন, ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ, জাতিসংঘ সদর দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, সামরিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সফর এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন পরিদর্শন করেন। রিয়ার অ্যাডমিরাল স্টিফেন অলড্রিজ, ডেপুটি ডিরেক্টর, পলিটিকো-মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স (এশিয়া) এবং জে ওয়াইজ, ডিরেক্টর ফর সাউথ এশিয়া (পলিসি) তাদেরকে স্বাগত জানান এবং প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সম্পর্ক, সামরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, প্রতিরক্ষা নীতি এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

পেন্টাগন সফর শেষে প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসে পরিদর্শন করে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের দূতাবাসের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে ব্রিফিং করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর প্রতিনিধিদল বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (ওগঋ) পরিদর্শন করে। নীলকণ্ঠ মিশ্র, নির্বাহী পরিচালক এবং মো. আবদুর রহমান খান, বিকল্প নির্বাহী পরিচালক প্রতিনিধি দলকে বিশ্বব্যাংকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। এসময় বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও আইএমএফ গ্রুপের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ব্রিফিং করেন । বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের প্রানবন্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উঠে আসে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের এই গ্রুপ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে সফরের শেষ পর্যায়ে প্রতিনিধিদল ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি (এনডিইউ) এবং নিয়ার ইস্ট সাউথ এশিয়া (নেসা) সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ পরিদর্শন করেন। সেখানে এনডিইউর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত রোক্সান ক্যাবরাল এবং নেসা সেন্টারের পরিচালক রাষ্ট্রদূত জন ডেসরোচার তাদের স্বাগত জানান। এরপর প্রতিনিধি দলের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ ফয়জুর রহমান ও সিনিয়র ডাইরেক্টিং স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ শফিকুল ইসলাম, এনডিইউ ও নেসা সেন্টারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পরিচালকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। পরে প্রতিনিধিদলটি নেসা সেন্টার আয়োজিত 'স্পিকার সিরিজ'-এ অংশ নেয়। আলোচনায় কৌশলগত নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ভূরাজনীতি, প্রতিরক্ষা শিক্ষা, নেতৃত্বের বিকাশ এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ওয়াশিংটন ডিসি'র কার্যক্রম শেষে প্রতিনিধিদলটি নিউইর্য়ক গমন করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর এনডিসি প্রতিনিধিদল নিউইর্য়কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন । সেখানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগের (উবঢ়ধৎঃসবহঃ ড়ভ চবধপব ঙঢ়বৎধঃরড়হং)'অফিস অব মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স'-এর চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াকাইয়া দিওপ এনডিসি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান এবং তাদের দপ্তরের কার্যক্রম ও বিভিন্ন ফিল্ড মিশনে পরিচালিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলকে মিশনের ভূমিকা ও কার্যক্রম এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মিস আইরিন জুবাইদা খান উপস্থিত ছিলেন ।তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান ও অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, সামরিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এ স্টাডি ট্যুরের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা কোর্স-২০২৬-এর অংশগ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকাঠামো, প্রতিরক্ষা নীতি, কৌশলগত পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও বাংলাদেশের ভূমিকা এবং ওয়াশিংটন ডিসি'তে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও নিউইর্য়কে অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের কার্যক্রম বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সম্যক ধারণা লাভের সুযোগ পান। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মার্কিন ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও তাদের ধারণা আরও সমৃদ্ধ হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেন।- প্রেস উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস,ওয়াশিংটন

ডিজেলের সংকট ঘনীভূত হওয়ার মধ্যেই পেট্রোলের দাম

৫ পৃষ্ঠার পর

সময়ে ইউরোপের বাজারের জন্য পেট্রোল সরবরাহ লাভজনক হবে বলে বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে গোল্ডম্যান স্যাকস। গত ১৬ সেপ্টেম্বর দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে গোল্ডম্যান স্যাকসের কমোডিটি (পণ্যবাজার) বিশ্লেষকরা লিখেছেন, "এই নতুন সুপারিশের মূল কারণ হলো, রিফাইনারিগুলো পেট্রোল উৎপাদন কমিয়ে ডিজেল উৎপাদনে চলে যাওয়ায়-পেট্রোলের বাজারে দ্রুত সরবরাহ সংকট তৈরি হচ্ছে।"

বিগত কয়েক মাস ধরে গোল্ডম্যান স্যাকস ডিজেলের বাজারে বাড়তে থাকা সংকটের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ব্যাংকটির মতে, ২০২০ সালের করোনা মহামারীর পর বছরের এই সময়ে বৈশ্বিক রিফাইনিং কার্যক্রম বা শোধন প্রক্রিয়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। এতে জ্বালানি তেলের সবচেয়ে বড় সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিয়েছে ডিজেলের বাজারে। নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট-ভিত্তিক এই ব্যাংকিং জায়ান্টের মতে, চলমান জ্বালানি সংকট বা সরবরাহ ঘাটতির 'মূল কেন্দ্রবিন্দুতে' রয়েছে ডিজেল। গোল্ডম্যানের কমোডিটি বিশ্লেষকরা জুলাই মাসের শেষের দিকে এক গ্রাহক নোটে লিখেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়ায় যুদ্ধের কারণে রিফাইনারিগুলো অচল হয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি-বিশেষ করে ডিজেলের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে আমেরিকা অঞ্চল ও আফ্রিকায় উৎপাদন বাড়লেও, তা হারানো সরবরাহের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মেটাতে পারছে।

যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জ্বালানি শোধনাগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী ডিজেলের মজুত দ্রুত কমে আসছে। গোল্ডম্যানের কমোডিটি টিমের মতে, আগস্টের শেষ নাগাদ রিফাইনারি অচল থাকার হার মৌসুমী গড়ের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি ছিল এবং ডিজেলের এই সংকট বা অপ্রতুলতা আগামী বছর পর্যন্ত গড়াবে।

চলতি বছরের পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে বৈশ্বিক পরিশোধিত জ্বালানি পণ্যের বাজারে সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এতে করে রিফাইনিং মার্জিন বা অপরিশোধিত তেল শোধন করে জ্বালানি তেল উৎপাদনে মুনাফার হারও পৌঁছেছে রেকর্ড উচ্চতায়। কারণ অপরিশোধিত তেলের (ক্রুড অয়েল) সরবরাহের তুলনায় পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের ঘাটতিই বর্তমানে অনেক বেশি।

গোল্ডম্যানের বিশ্লেষকরা চলতি সপ্তাহে জানিয়েছেন, ডিজেলের ফিউচার্স বা ভবিষ্যৎ চুক্তির দাম আরও বাড়ার দিকে রয়েছে, তবে পেট্রোল (গ্যাসোলিন) এখন "দাম বাড়ার আরও বড় সুযোগ" তৈরি করছে। প্রতিষ্ঠানটি এখন বিনিয়োগকারীদের ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ের ইউরোপীয় গ্যাসোলিন ফিউচার্সে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের (লং পজিশন) সুপারিশ করছে। সংবাদসুত্র অয়েলপ্রাইস ডটকম

যেকোনো নাগরিক যেকোনো সময় দেশ ছাড়তে ও ঢুকতে পারেন, শেখ হাসিনার ফেরার প্রসঙ্গে রুমিন

১৯ পৃষ্ঠার পর

'আব্দুল কাদির শাহ পাঠাগার' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সম্প্রতি সংসদে বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে রুমিন ফারহানার দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ঝাড়ু মিছিল করে আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপি। বক্তব্য প্রত্যাহার না করলে আশুগঞ্জে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করারও হুঁশিয়ারি দেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, 'রাজনীতিতে এটা হয়। এটা কিছু না। রাজনীতিতে ভিন্নমত থাকবে, অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। রাজনীতিতে মিছিল-মিটিং হবে, সেটাই না রাজনীতি! তো এগুলো সবই স্বাভাবিক।'

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বুয়েট থেকে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় যে বাংলাদেশির অ্যালগরিদমে সুরক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও নাসার বিগ ডেটা সেন্টার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে পড়াশোনা করে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে অধ্যাপনা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক পরিচিতি তৈরি করেছেন অধ্যাপক ড. লতিফুর খান। বিগ ডেটা, ডেটা মাইনিং, সাইবার নিরাপত্তা ও জটিল ডেটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁর গবেষণা যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি গবেষণা সংস্থার প্রকল্প ও অর্থায়নের সঙ্গে। তাঁর গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন সেনাবাহিনী ও নাসার বিগ ডেটা সুরক্ষায়ও তাঁর অ্যালগরিদম ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করেন লতিফুর খান। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ১৯৯৬ সালে স্নাতকোত্তর এবং ২০০০ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

পিএইচডি শেষ করার বছরই তিনি যোগ দেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট ডালাসের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষকতা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। বর্তমানে তিনি সেখানে পূর্ণ অধ্যাপক এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ল্যাবের পরিচালক। লতিফুর খানের গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র বিগ ডেটা ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ, ডেটা মাইনিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং জটিল ডেটা ব্যবস্থাপনা। জিওস্পেশিয়াল ডেটা, মাল্টিমিডিয়া ডেটা, সেমান্টিক ওয়েব এবং ম্যালওয়্যার শনাক্তকরণ নিয়েও তাঁর গবেষণা রয়েছে।

ডেটা মাইনিংয়ের মাধ্যমে ম্যালওয়্যার শনাক্তকরণ, ডেটা স্ট্রিম বিশ্লেষণ এবং নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রেও তিনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন। বড় পরিসরের তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা এবং সাইবার নিরাপত্তায় তা কাজে লাগানো তাঁর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তাঁর গবেষণা ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, এয়ার ফোর্স অফিস অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ, যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ, আইবিএম ও এইচপিইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন পেয়েছে। নাসার অর্থায়নেও তাঁর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত এসব গবেষণার কারণে তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বড় পরিসরের তথ্য বিশ্লেষণ, নিরাপত্তা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত। এ কারণেই তাঁর গবেষণাকে ঘিরে মার্কিন সেনাবাহিনী ও নাসার বিগ ডেটা সুরক্ষায় তাঁর অ্যালগরিদম ব্যবহারের তথ্যও সামনে এসেছে।

দীর্ঘ গবেষণাজীবনে লতিফুর খান ৩০০টির বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল ও সম্মেলনে তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। বিগ ডেটা, ডেটা মাইনিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং জটিল ডেটা ব্যবস্থাপনা তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে।

তাঁর গবেষণার পরিধি শুধু একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার থেকে কার্যকর তথ্য বের করা, বিভিন্ন ধরনের জটিল তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্ত করার মতো বিষয়ও তাঁর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণায় অবদানের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন লতিফুর খান। তিনি আইইইই, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, ব্রিটিশ কম্পিউটার সোসাইটি এবং ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ফেলো। পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারির ডিস্টিংগুইশড সায়েন্টিস্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তাঁর পাওয়া পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে আইইইই টেকনিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, আইইইই বিগ ডেটা সিকিউরিটি অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৬ সালের আইবিএম ফ্যাকাল্টি অ্যাওয়ার্ড। এসব স্বীকৃতি তাঁর দীর্ঘ গবেষণাকর্মের আন্তর্জাতিক পরিসরকে তুলে ধরে।

গবেষণার পাশাপাশি লতিফুর খান একাধিক বইও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘ডেটা মাইনিং টুলস ফর ম্যালওয়্যার ডিটেকশন’, ‘বিগ ডেটা অ্যানালিটিকস উইথ অ্যাপ্লিকেশনস ইন ইনসাইডার থ্রেট ডিটেকশন’ এবং ‘অ্যানালাইজিং অ্যান্ড সিকিউরিং সোশ্যাল নেটওয়ার্কস’।

এসব বইয়ের বিষয়বস্তুতেও তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্রগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যালওয়্যার শনাক্তকরণ, বিগ ডেটা বিশ্লেষণ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য নিরাপত্তা তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশে বুয়েটের শিক্ষার্থী হিসেবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা পরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ অধ্যাপনা ও গবেষণার পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০০০ সাল থেকে ইউটি ডালাসে শিক্ষকতা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থেকে লতিফুর খান বিগ ডেটা ও সাইবার নিরাপত্তার মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশ থেকে শুরু হওয়া তাঁর এই পেশাগত পথচলায় শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আর সেই গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে বিগ ডেটা ব্যবস্থাপনা থেকে সাইবার নিরাপত্তা, ম্যালওয়্যার শনাক্তকরণ থেকে জিওস্পেশিয়াল ডেটা বিশ্লেষণ পর্যন্ত। সংবাদসুত্র ওয়েব পোর্টাল প্রজন্ম কথা ।

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপুল সামরিক

৯ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক জলসীমায় পেন্টাগনের সন্দেহজনক বলে বিবেচিত নৌকার ওপর বিমান হামলা। ইকুয়েডরে আবারও বিদেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার নোবোয়ার প্রস্তাবটি গত বছর ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্বৈরশাসক আলবার্তো ফুজিমোরির কন্যা ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী, নতুন প্রেসিডেন্ট কেইকো ফুজিমোরির নেতৃত্বে পেরু ট্রাম্পের স্বাক্ষরযুক্ত ‘শিল্ড অফ দ্য আমেরিকাস’ উদ্যোগে যোগ দিয়েছে এবং অন্যভাবেও ওয়াশিংটনের সাথে নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রসারিত করছে।

বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েল্লা ক্ষমতায় আসার পর, এই বছর কলম্বিয়াও ডানপন্থী মোড় নিয়েছে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে পুনরায় মিত্রতা স্থাপন করেছে। ‘এল টিগ্রে’ (বাঘ) ডাকনামের এই কোটিপতির একটি ব্যক্তিগত বিলাসবহুল ব্র্যান্ড রয়েছে এবং তিনি একসময় আইনজীবী হিসেবে মাদক পাচারকারীদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সংগঠিত অপরাধ দমনে কঠোর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার মধ্যে আগাছানাশক দিয়ে কোকা ক্ষেতের ধোঁয়া দেওয়া পুনরায় শুরু করাও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাম্প প্রশাসন পশ্চিম গোলার্ধের অন্যত্রও সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ ব্যবহার করেছে।

জানুয়ারিতে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করে ফেডারেল ‘নারকো-টেররিজম’ বা মাদক-সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের মুখোমুখি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে।

এরপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ওয়াশিংটন সাময়িকভাবে ভেনিজুয়েলা ‘পরিচালনা’ করবে এবং এর বিশাল তেল ভান্ডার ব্যবহার করবে।

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তার প্রথম মেয়াদে, ট্রাম্প বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ হুয়ান গুয়াইদোকে ভেনিজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং মাদুরোকে প্রতিস্থাপন করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন।

ওয়াশিংটন এই বছর কিউবার ওপর তার বাণিজ্য অবরোধও কঠোর করেছে, যার ফলে ভেনিজুয়েলার তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে এবং দ্বীপরাষ্ট্রটিকে জ্বালানি সরবরাহকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট জ্বালানি ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং তীব্র জ্বালানি সংকটে ভূমিকা রেখেছে।

ট্রাম্প রক্ষণশীল প্রার্থী নাসরি আসফুরাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে হন্ডুরাসের ২০২৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। তিনি আসফুরার ন্যাশনাল পার্টির সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকেও ক্ষমা করে দেন, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

কলম্বিয়ায়, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো অভিযোগ করেছেন যে দে লা এস্পিয়েল্লার জেতা নির্বাচনটি বিদেশ থেকে ডিজিটালভাবে কারচুপি করা হয়েছে। তিনি এতে ইসরায়েলি সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেন এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেন। কলম্বিয়ার নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ তার এই জালিয়াতির দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর জন্য পশ্চিম গোলার্ধকে নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও তিনি তার নীতিকে উপনিবেশবাদ-বিরোধী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন, বাস্তবে তা দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রতি যেকোনো সামরিক হুমকি সৃষ্টি হওয়াকে প্রতিরোধ করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা নিশ্চিত করেছিল, বিশেষ করে গুয়াতেমালায় উৎপাদিত কলা থেকে শুরু করে চিলিতে উত্তোলিত তামা পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকায় বামপন্থী রাজনৈতিক প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে তথাকথিত ‘নোংরা যুদ্ধ’-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রকাশ পেয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র মহাদেশজুড়ে ডানপন্থী একনায়কতন্ত্রগুলোকে এই শর্তে সমর্থন করেছিল যে তারা কমিউনিজমের বিরোধিতা করবে।

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রসার এবং মাদক পাচার নির্মূলের আড়ালে দক্ষিণ আমেরিকায় তার স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের মধ্যে কোন দলটি প্রেসিডেন্ট পদে থাকছে তার ওপর নির্ভর করে এই বার্তাও পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে ঢাকা-দিল্লির

১৯ পৃষ্ঠার পর

চলতি মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে নিউইয়র্ক সফর করবেন। এরপর অক্টোবর ও নভেম্বরে তার একাধিক কূটনৈতিক ব্যস্ততা রয়েছে। এরইমধ্যে নভেম্বরের একটি উপযুক্ত সময়ে তার নয়াদিল্লি সফরের সময়সূচি নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী গত কয়েক দিনে বাংলাদেশের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমীন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ এই সম্মেলনে কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ঢাকা একটি ‘অনুকূল’ সময়ে দ্বিপাক্ষিক সফরকে অগ্রাধিকার দেবে। দ্য হিন্দু এর আগে এক প্রতিবেদনে বলেছিল, বিএনপি সরকার চলতি মাসের শুরুতে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের সমর্থকদের একটি কর্মসূচি বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে ‘ইতিবাচক লক্ষণ’ হিসেবে দেখছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ঢাকা ত্যাগের পর থেকেই ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। সম্প্রতি তিনি ভারতে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। এ ঘটনার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) শেখ হাসিনা এবং তার শীর্ষ কয়েকজন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ঢাকার বর্তমান প্রশাসনের একাধিক সূত্রের বরাতে দ্য হিন্দু দাবি করেছে, লন্ডনে থাকাকালেও তারেক রহমান বিভিন্ন সময়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন।

দ্য হিন্দু দাবি করেছে, বিএনপির বর্জনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের জানুয়ারির বহুল সমালোচিত নির্বাচনের পর মনোভাব বোঝার জন্য তারেক রহমান ভারতে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের দুই মাস আগে বর্তমান জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু নয়াদিল্লি সফর করেছিলেন। দ্য হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টুকু বাংলাদেশের জনগণের ‘গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন’ জানাতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। একইভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ২০১৮ সালেও আবদুল আউয়াল মিন্টু, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও হুমায়ুন কবীরের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি দল নয়াদিল্লি সফর করেছিল।

১০১ চুক্তি পর্যালোচনার

১৯ পৃষ্ঠার পর

ভারতের সঙ্গে করা চুক্তি ও সমঝোতাগুলো পর্যালোচনা করছে বলে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি জানিয়েছে।

দলের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি গত সপ্তাহে বলেন, ১০১টি এমওইউসহ চুক্তিগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং শিগগিরই এর ফল জানা যাবে।

পর্যালোচনার আওতায় থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের ব্যবস্থা, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় প্রকল্প রয়েছে। তবে এসব চুক্তি একযোগে বাতিল করা হবে; এমন কোনো ঘোষণা ঢাকা দেয়নি। ভারতের সরকারি নথিতেও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার, উপকূলীয় নৌপরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে ট্রানজিট ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন চুক্তির উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে নতুন করে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, ট্রানজিট, জ্বালানি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন।

ভারত এর আগে বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্পে ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণসহায়তা দিয়েছে। দুই দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশি বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের সুযোগও তৈরি হয়েছে। পানি বণ্টনও দুই দেশের সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তিও এখনো আলোর মুখ দেখেনি। এ বিষয়ে জয়সওয়াল বলেন, অভিন্ন নদীগুলোর পানি নিয়ে আলোচনা চালানোর জন্য দুই দেশের বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো কার্যকর রয়েছে।

তিনি বলেন, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে পানি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং কারিগরি পর্যায়েও বৈঠক অব্যাহত রয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে উল্লেখ করে জয়সওয়াল বলেন, পানি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো যৌথ নদী কমিশনসহ প্রতিষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

১০১টি চুক্তি ও এমওইউ পর্যালোচনার ফলাফলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোন কোন চুক্তি বহাল রাখবে, কোনগুলো সংশোধন করতে চাইবে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন করে আলোচনা বা পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেবে; সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে ভারত বলছে, এ বিষয়ে ঢাকার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। সূত্র : দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

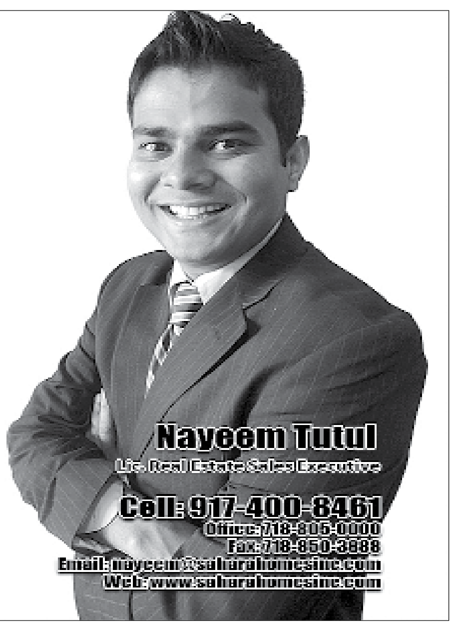

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

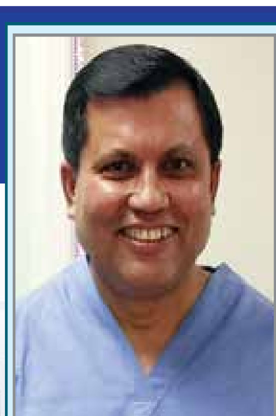

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

নিউইয়র্ক সিটিতে ভাসানী সম্মেলন ২০ সেপ্টেম্বর রোববার

পরিচয় ডেস্ক : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খানভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে নিউইয়র্ক সিটিতে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন২০ সেপ্টেম্বর রোববার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের সকলপ্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবারের ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রধান আলোচক থাকবেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিস্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। এদিকে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির

মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে সম্মেলনে।

রোববার বেলা ৩টা থেকে সমম্মেলনের কর্মকান্ড শুরু হবে। কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে মাওলানা ভাসানী ও বাংলাদেশেরগণঅভুত্থান-২০২৪ নিয়ে তথ্য চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা, নতুন কমিটি গঠন ও লোক সঙ্গীত ও মরমী সঙ্গীতানুষ্ঠান।

সম্মেলন আলোচক হিসেবে আরো থাকবেন অষ্ট্রেলিয়ার সিডিনী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমিরিটাস আনিসুজ্জামানচৌধুরী, কানায় বসবাসকারী শিক্ষাবীদ ড. আবিদ বাহার, জুলাই পরবর্তী অর্ন্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মূখ্যসচিব, লেখক ও গবেষক এম. সিরাজ উদ্দিন মিয়া, লন্ডনে বসবাসবারী ভাসানী গবেষক ড. লাইলী উদ্দিন, ভাসানীঅনুসারী পরিষদ, বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিক নাহিদএইচ খান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার। সম্মেলনের সঙ্গীত পর্বে গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, মরিয়ম মারিয়া ও করিম হাওলাদার। এদিকে সম্মেলন কমিটির এক সভায় প্রবাসে সম্মিলিতভাবে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন সফল করা এবং প্রবাসে বসবাসরতভাসানী অনুসারীদেরকে ফাউন্ডেশনের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করার উপরও গুরুত্তারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনবছর মেয়াদী ফাউন্ডেশনের কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ চলতি বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কেঅনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদকে চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরকে সদস্য সচিব এবং কাজী আযম-কে সমন্বয়কারী করে 'ভাসানী সম্মেলন-২০২৬' এর আয়োজক কমিটি গঠনকরা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালানা করেন সংগঠনের সাধারণসম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং সম্মেলন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তাগণ সম্মেলনটি সফল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রেবসবাকারী সকল বাংলাদেশীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।   খবর ইউএনএ-র

আমিরাতে ৪৮০০ বাংলাদেশির ভিসা বাতিল, অনিশ্চয়তায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

তৎপরতা আরও জোরদার করা জরুরি। সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপারসন এম এস শেকিল চৌধুরী মনে করেন, এ পরিস্থিতির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিরও সম্পর্ক থাকতে পারে। আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করা বাংলাদেশিদের যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। এদিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসা বাতিল হওয়া বাংলাদেশিদের বিস্তারিত তথ্য আবুধাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নির্ধারিত ই-মেইলে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

জ্বালানির দাম বাড়ায় ফ্লাইট কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি

৯ পৃষ্ঠার পর

আর পরিচালনা করা হবে না। জ্বালানির দাম বেশি থাকলে ২০২৭ সালের প্রথম প্রান্তিক ও পরবর্তী সময়েও ফ্লাইট সক্ষমতায় আরও পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে জানান তিনি।

তবে ইউনাইটেডের চতুর্থ প্রান্তিকের বুকিংকে 'অত্যন্ত শক্তিশালী' বলে উল্লেখ করেছেন লেস্কিনেন। প্রিমিয়াম ভ্রমণ, করপোরেট যাত্রা এবং ইকোনমি শ্রেণির বুকিংয়েও এখন পর্যন্ত বড় ধরনের দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায়নি বলে জানান তিনি।

সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসও জ্বালানি ব্যয়ের চাপের মধ্যে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা টম ডক্সি জানান, ২০২৬ সালের শুরুতে যে পরিমাণ সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বছরের ব্যবধানে তার প্রায় অর্ধেক ইতোমধ্যে কমিয়ে আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, জ্বালানির দাম দীর্ঘ সময় বেশি থাকলে ফ্লাইট সক্ষমতা কমানোই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে। তবে পরে ফক্স বিজনেসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সাউথওয়েস্টের এক মুখপাত্র জানান, এখন পর্যন্ত সূচিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা খুবই সামান্য। ডক্সির বক্তব্যটি সম্ভাব্য সক্ষমতা কমানোর একটি উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, কোনো নতুন পদক্ষেপের ঘোষণা হিসেবে নয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরতের প্রত্যাশার চেয়ে শক্তিশালী বুকিং সাউথওয়েস্টের বাড়তি জ্বালানি ব্যয়ের চাপ কিছুটা সামাল দিতে সহায়তা করছে। ফলে তৃতীয় প্রান্তিকের আয় নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আগের পূর্বাভাস বহাল রেখেছে। আমেরিকান এয়ারলাইনস ও ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মুখপাত্ররা ফক্স বিজনেসকে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তাদের নতুন করে কিছু বলার নেই। সূত্র: ফক্স বিজনেস

নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে হামাসকে হামলার সুযোগ করে

৯ পৃষ্ঠার পর

শুরু থেকেই গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, বেসামরিক প্রাণহানি কমাতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এবং হামাসই সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল ও মসজিদ থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু ফিলিস

৬৬ পৃষ্ঠার পর

শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন না; জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি শান্তি, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। নাগরিক অধিকার, কারাবন্দিদের স্বাস্থ্য ও অধিকার, হসপিস সেবা, অভিবাসী ও শরণার্থীদের সহায়তাসহ বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে ফিলিস টেলরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৯৭১ সালের 'Blockade' আন্দোলনের জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র পরিবহনের বিরুদ্ধে একদল মার্কিন শান্তিকর্মী ও বাংলাদেশি অ্যাক্টিভিস্ট অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফিলিস টেলর ও তাঁর স্বামী রিচার্ড টেলর ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক।

১৯৭১ সালে ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর ও আশপাশের এলাকার বাংলাদেশি এবং মার্কিন শান্তিকর্মীরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছে অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে ছোট ছোট ক্যানো ও ডিঙি নৌকা নিয়ে তাঁরা পাকিস্তানের জন্য অস্ত্রবাহী জাহাজের চলাচল ঠেকানোর চেষ্টা করেন। বাল্টিমোর বন্দরে পাকিস্তানের একটি জাহাজকে ঘিরে তাঁদের নৌ-অবরোধ সে সময় ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশি প্রবাসী, শান্তিকর্মী, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মীরাও যুক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারীদের অনেকে গ্রেপ্তার হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানি বাহিনীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এই অহিংস প্রতিবাদ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরির প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে আছে।

'Blockade' ইতিহাস সংরক্ষণে ভূমিকা

১৯৭১ সালের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের ঘটনা পরবর্তীতে প্রামাণ্যচিত্র 'Blockade'-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। বাংলাদেশি-আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ আরিফ ইউসুফ এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এতে রিচার্ড টেলর, ফিলিস টেলর এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশি অ্যাক্টিভিস্টসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ তুলে ধরা হয়েছে।

ফিলিস টেলরের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ ও আন্তরিকতা।

২০২৫ সালের নিউইয়র্ক বাংলা আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত থেকে বাংলাদেশি লেখক, পাঠক ও আয়োজকদের উৎসাহিত করেন। একই বছর ফিলাডেলফিয়া বইমেলার প্রধান অতিথি হিসেবেও তিনি অংশ নেন। বাংলাদেশি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর উপস্থিতি ও উৎসাহ অনেকের কাছে ছিল বিশেষ অনুপ্রেরণার।

শুধু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে প্রকাশিত বই সংগ্রহেও তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। গত বছর 'Blockade' বইটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং বইটি 'Out of Print' হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বইটি সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হলে ফিলিস টেলর নিজেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি ৫০টি বইয়ের অর্ডার দেন এবং বইটি প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন। এমনকি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকা প্রকাশকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে বইগুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে পরিচালিত 'ইষড়পশধফব' আন্দোলনের স্মৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তাঁর এই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মানবিক কর্মকাণ্ডেও অনন্য

ফিলিস টেলরের মানবিক কর্মকাণ্ড ছিল বহুমাত্রিক। তিনি পেশাগত জীবনে নার্স হিসেবে কাজ করেছেন এবং দীর্ঘ সময় হসপিস সেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফিলাডেলফিয়ার কারাগার ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা ও গ্রিফ কাউন্সেলিংয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। অভিবাসী ও শরণার্থীদের সহায়তাকারী বিভিন্ন উদ্যোগেও তিনি কাজ করেছেন।

তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন ফিলিস। তাঁর স্বামী রিচার্ড টেলর ২০২৪ সালে মারা যান। ফিলাডেলফিয়ার Germantown এলাকার সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের বসবাস ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক ছিল।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যাঁরা নিজেদের অবস্থান থেকে প্রতিবাদ করেছিলেন, ফিলিস টেলর তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ নয়; পরবর্তী জীবনেও তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে বন্ধুত্ব, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ধরে রেখেছিলেন।

তাই ফিলিস টেলরের বিদায় শুধু একটি পরিবারের জন্য নয়, ফিলাডেলফিয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যও এক আবেগঘন মুহূর্ত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো এই আমেরিকান বন্ধুর স্মৃতি তাঁর মানবিক কাজ এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

১৬ বছর বয়সেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়

২৬ পৃষ্ঠার পর

সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ১৬টি ম্যাচে শুরুর একাদশে নেমে তিনি যেমন নিজে ৬টি গোল করেছেন, তেমনি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৯টি গোল। তার এই জাদুকরী ছন্দ ইতিমধ্যেই ইংলিশ পরাশক্তি ম্যানচেস্টার সিটির নজর কেড়েছে, যেখানে ১৮ বছর বয়সে তার নতুন ঠিকানা হবে ইতিহাদ স্টেডিয়াম।

কিশোর সুলিভানের প্রশংসা করে কোচ মরিসিও পচেত্তিনো বলেন, 'আজ যে আলো ওকে ঘিরে আছে, তার পুরোটাই ওর প্রাপ্য। সে ভালো খেলছে, গোল করছে, করাচ্ছে। বয়সটা তার মাত্র ১৬, এখনো শৈশবের ঘ্রাণ গায়ে। তবে এই বয়সে এমএলএসের কঠিন মঞ্চে এভাবে দ্যুতি ছড়ানো সত্যিই দুর্লভ।' আন্তর্জাতিক ফুটবলের আকাশ আরও বড় ও চ্যালেঞ্জিং উল্লেখ করে পচেত্তিনো জানান, এই প্রতিভাবান কিশোরকে আরও উঁচুতে ওড়ার সুযোগ করে দেওয়াই তাদের দায়িত্ব।

গত মাসেই মার্কিন ফুটবলের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করা পচেত্তিনো অভিজ্ঞ ও তরুণদের সমন্বয়ে নতুন এক রসায়ন তৈরির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ইনজুরির কারণে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক ও ফোলারিন বালোগান দলের বাইরে থাকলেও অভিজ্ঞ ১৩ জন যোদ্ধাকে নিয়েই দল সাজিয়েছেন তিনি। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন অধ্যায় শুরু হবে, এরপর যথাক্রমে চিলি, মেক্সিকো ও কানাডার মুখোমুখি হবে পচেত্তিনোর দল।

চীন যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য

২৭ পৃষ্ঠার পর

সম্পূর্ণ চীনপন্থী হতে হয় না। বেইজিংয়ের চাওয়া কেবল একটাই-কোনো দেশ যেন তাদের বিরোধী অবস্থান না নেয়। কারণ, সে অবস্থান নেওয়ার অর্থনৈতিক মূল্য হবে অত্যন্ত চড়া।

মার্কিন নীতিনির্ধারকদের এখন ভেবে দেখা উচিত, তাঁরা কীভাবে তাঁদের আন্তর্জাতিক প্রভাবের পরিমাপ করবেন। এখন মূল প্রশ্ন এটি নয় যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো দেশের কটি সামরিক ঘাঁটি আছে; বরং প্রশ্ন হলো, আঞ্চলিক ব্যবস্থা থেকে সেই দেশকে সরিয়ে দেওয়া কতটা কঠিন।

উপসাগরীয় দেশগুলোর নিজস্ব কৌশল

উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য দুই পরাশক্তির সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার একদিকে যেমন মার্কিন নিরাপত্তা সহযোগিতা ও উন্নত পশ্চিমা প্রযুক্তি নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে চীনের বাজার, শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা, বিনিয়োগ ও এশীয় অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়।

তাদের মূল লক্ষ্য হলো কোনো একটি শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না থাকা। বহুমেরুর বৈশ্বিক ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখতে তারা অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণ ও কৌশলগত স্বাতন্ত্র্যের পথ বেছে নিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নানা উত্তেজনার ফলে প্রণালিগুলোতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়া কিংবা কাতারের আল উদেইদ ঘাঁটিসহ মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তাহীনতা দেখিয়ে দিয়েছে, কেন এই ভারসাম্যমূলক কৌশল এত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট কোনো একটি নিরাপত্তা প্রদানকারী দেশ, রপ্তানিবাজার, পরিবহনপথ, প্রযুক্তি কিংবা মূলধনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা যেকোনো দেশের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য বাণিজ্য ও অংশীদারত্বের এই বহুমুখীকরণ মূলত কোনো পছন্দ নয়; বরং একধরনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা। তারা এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রভাবের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনই শেষ কথা নয়।

জ্বালানি খাতের বাইরে নিজেদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উন্নত উৎপাদন খাত, নবায়নযোগ্য শক্তি ও লজিস্টিকসের ওপর জোর দিচ্ছে।

সৌদি আরবের 'হুমেইন' কিংবা আমিরাতের 'জি৪২'-এর মতো উদ্যোগগুলো এআই প্রযুক্তিতে তাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এসব প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের চিপ, ডেটা সেন্টার, জ্বালানি, কম্পিউটিং অবকাঠামো, মূলধন ও দক্ষ মানবসম্পদ।

এই বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি গড়ার পথে যারা প্রয়োজনীয় মূলধন, প্রযুক্তি ও শিল্প অংশীদারত্ব দিতে পারবে, উপসাগরীয় দেশগুলো তাদের সঙ্গেই হাত মেলাচ্ছে।

মার্কিন নীতিনির্ধারকদের এখন ভেবে দেখা উচিত, তাঁরা কীভাবে তাঁদের আন্তর্জাতিক প্রভাবের পরিমাপ করবেন। এখন মূল প্রশ্ন এটি নয় যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোনো দেশের কটি সামরিক ঘাঁটি আছে; বরং প্রশ্ন হলো, আঞ্চলিক ব্যবস্থা থেকে সেই দেশকে সরিয়ে দেওয়া কতটা কঠিন।

নিরাপত্তাচুক্তি, গোয়েন্দা সহযোগিতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ও কূটনৈতিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এখনো উপসাগরীয় অঞ্চলে গভীরভাবে গেঁথে আছে।

চীন সেখানে ভিন্ন ধাঁচের একটি ভিত্তি তৈরি করছে। বাণিজ্য, অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে এমন দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যা সাধারণ বাজার পরিস্থিতি বজায় রেখেও গভীর রাজনৈতিক প্রভাবে রূপ নিতে পারে।

সব খাতেই উপসাগরীয় দেশগুলোকে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো একজনকে বেছে নিতে বাধ্য করার প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। অবশ্য উন্নত সেমিকন্ডাক্টর, এআই, টেলিযোগাযোগ, স্পর্শকাতর তথ্য ও দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈধ নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ রয়েই যায়। সেসব খাতে স্পষ্ট সুরক্ষাকবচ থাকা প্রয়োজন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে চীনের সঙ্গে সামরিক নয়; বরং গঠনমূলক প্রতিযোগিতা করা। উন্নত প্রযুক্তি, বিশ্বাসযোগ্য অর্থায়ন এবং শক্তিশালী শিল্প অংশীদারত্বের প্রস্তাব নিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপান্তরে বড় ভূমিকা রাখা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত।

নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা আর সব খাতেই আধিপত্য বজায় রাখার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেয় না।

খালিদ আল-জাবের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স'-এর নির্বাহী পরিচালক। আল-জাজিরা থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

১০ বছরে ১০ লাখ প্রত্যাগত

২৯ পৃষ্ঠার পর

নিরুৎসাহিত করে-এমন কোনো ইস্যু বিদ্যমান থাকা মোটেও কাম্য নয়। তাই প্রত্যাগত অভিবাসী পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থানের চেয়ে এ ধরনের জোরপূর্বক বিদেশফেরত কর্মীদের সংখ্যা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেদিকেই সরকারকে বেশি নজর দিতে হবে। যেখানে অভিবাসী কর্মীদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে, সেখানে রেমিট্যান্স বাড়াতে 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতি অনুসরণ করার কোনো সুযোগ নেই।

অর্থাৎ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী যেন তৈরি না হয়, সেদিকে অবশ্যই জোর দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে যদি কর্মী অভিবাসন হ্রাস পায়, তবু ওই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ/অনিশ্চিত কোনো চাকরিতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। কেননা সঠিক পদ্ধতির অভিবাসন খুব শিগগির সম্ভাবনাময় কর্মী, গন্তব্যদেশ, গ্রহণযোগ্যতা-সব ক্ষেত্রেই অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি করবে। ফলে রেমিট্যান্সপ্রবাহও অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে এখনো অনেক উদ্যোগ ও কর্মপন্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

যথাযথ একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা এখন অপরিহার্য। তথ্যভান্ডারটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত করতে হবে, বিশেষ করে কর্মীরা কীভাবে গেছেন, কী ধরনের কাজ করেছেন, তাঁরা কী ধরনের কাজের বেশি মূল্যায়ন লক্ষ করেছেন, কাজে নির্দিষ্ট করে কী ধরনের দক্ষতার অভাব অনুভব করেছেন ইত্যাদি। একই সঙ্গে তাঁদের প্রেরণকারী এজেন্ট এবং গ্রহণকারী এজেন্ট বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যও সন্নিবেশ করতে হবে। এ কাজ সময়সাপেক্ষ, তবে খুব কঠিন নয়।

বাংলাদেশ বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কাজ করছে। তারা বিষয়টিকে আরও বিস্তৃত ও তথ্যবহুল করতে পারে; প্রয়োজনে অভিবাসী দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও প্রাসঙ্গিক এনজিওর সহযোগিতা নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। ছাড়পত্র প্রদানের আগে অনুসন্ধান ও যাচাইপ্রক্রিয়া মজবুত করতে হবে। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া কার্যকর থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শিথিলভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গন্তব্যদেশে তার বাস্তবতার বিষয়টি চিন্তা না করে বিদেশগামী শ্রমিকের মতামতের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। অসাধু অভিবাসন ব্যবসায়ী, এজেন্সি, দালাল ও মানব পাচার চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথ মেডিক্যাল টেস্ট ও এ বিষয়ে জালিয়াতি বন্ধ করতে হবে। অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্য সুরক্ষাবিষয়ক কনভেনশন-১৯৯০ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে 'জোরপূর্বক বিপদে পাঠানো', অর্থাৎ নন-রিফাউলমেন্টবিষয়ক নীতির লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, তা যাচাইয়ে গন্তব্যদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঘটনাভিত্তিক (কেস বাই কেস) আলোচনা নিশ্চিত করা উচিত।

প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার নিকটবর্তী স্থানে বিশেষ আবাসিক প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। পুনরেকত্রীকরণ ও দ্রুত কাজে যোগদানের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়ায় কর্মক্ষম ফেরত অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অভিবাসনপ্রক্রিয়া সঠিকভাবে মনিটর ও পরিচালনা করতে না পারলে ভবিষ্যতে কেবল পুনরেকত্রীকরণের জন্য পৃথক দপ্তর চালু করাও প্রয়োজন হতে পারে, যেমনটি ফিলিপাইনে রয়েছে।

প্রত্যাগত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের কাউন্সেলিং ও বিমাসুবিধা থাকা উচিত। প্রয়োজনে জেলাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে সে সেবা দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি শিল্পকারখানায় তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা আগ্রহী থাকলে তাঁদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা করা।

বর্তমানে সরকার নতুন নতুন গন্তব্যদেশ সন্ধানে ব্যাপক জোর দিয়েছে। তবে ইতিমধ্যে পুরোনো গন্তব্যেও প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেশার বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। এআইয়ের যুগে বাংলাদেশে অভিবাসীরা যে কাজগুলো করে থাকেন, সেগুলোর চাহিদা খুব একটা হয়তো হ্রাস পাবে না। এর সঙ্গে যদি স্বাস্থ্যসেবার বৃহৎ ও অপরিহার্য সেক্টরটিতে নিয়োজিত হতে পারেন, তবে বাংলাদেশের কর্মীদের কর্মসংস্থান বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

উন্নত দেশগুলো একই সঙ্গে যেমন এজিং (প্রবীণ জনসংখ্যা) নিয়ে চিন্তিত, তেমনি তাদের অনেক বেশি কেয়ারগিভারেরও প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ সব সময়ই আতিথেয়তায় সারা বিশ্বে অনন্য। এ ক্ষেত্রে আরও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে গন্তব্যদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে কাঙ্ক্ষিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মিবাহিনী তৈরি ও প্রেরণ করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে সরকারকে কিছুটা দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। বিশ্বব্যাপী নার্সের চাহিদার বিষয়টিও একইভাবে বাংলাদেশ সরকার চিন্তা করতে পারে। প্রক্রিয়াটি শুরু হলেও কেন সাড়া পাচ্ছে না, সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

অভিবাসী কর্মী কিন্তু যাঁরা এভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন, তাঁদেরও আইনের আওতায় আনা উচিত। আইওএমকে অভিবাসী রিসোর্স সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত করে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে কর্মপরিধি বিস্তার করা যেতে পারে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের এ ধরনের নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় নিলেও খুব শিগগির ইউনিয়ন পরিষদগুলোই নাগরিক সেবার গুরুত্বপূর্ণ হাবে পরিণত হবে।

কেননা অনেক প্রত্যাগত অভিবাসীই জেলা শহরে বা দূরবর্তী অফিসে এ বিষয়ে যেতে আগ্রহী হন না। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পর্যায়ের অভিবাসনবিষয়ক দপ্তরের বিকল্প হিসেবেও এটি কাজ করতে পারে। হয়তো সংগত কারণেই অভিবাসনসংক্রান্ত সব সেবা এক ছাতার (ওয়ান-স্টপ সার্ভিস) নিচে আনা সম্ভব নয়, তাই বলে সেবাগুলো খুব বেশি বিক্ষিপ্ত করাও ঠিক নয়।

বিপর্যস্ত কর্মীদের পক্ষে দ্বারে দ্বারে ঘোরা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ন্যূনতম একটি ডেস্ক বা ফোকাল পয়েন্ট থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বাভাবিকভাবেই অভিবাসী কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশের প্রায় ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবা দিতে গিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান জনবলও নিয়োগ করেছে, কিন্তু সেসব সেবা ও সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন। মুঠোফোন ও মূলধারার গণমাধ্যম এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্ভাবনার পর্যায়ে রাখতে সঠিক অভিবাসনের চেয়ে বিকল্প বাংলাদেশের কাছে কিছু নেই।

ড. সুদীপ রায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক এবং শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ের গবেষক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মাথা খুলেছে মেসির

২৬ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে করা গোলটি ছিল মায়ামিতে তাঁর শততম গোল, হেডে যা ষষ্ঠ। অর্থাৎ মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে মেসির ৬ শতাংশ গোল এসেছে মাথার সৌজন্যে।

বার্সেলোনায় কেন কম ছিল

মেসির হেডে গোলের সংখ্যা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে তাঁর খেলার ধরন। বার্সেলোনার সোনালি সময়ে দলটির আক্রমণ গড়ে উঠত ছোট পাস, বলের নিয়ন্ত্রণ আর ধারাবাহিক বিল্ডআপের ওপর। জাভি, ইনিয়েস্তা, বুসকেতসদের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙাই ছিল মূল অস্ত্র।

এ ধরনের আক্রমণে বল অনেক সময় মাটিতে থাকে। মেসি নিজেও নিচে নেমে বল নিতেন, রক্ষণ ভেঙে ড্রিবল করতেন কিংবা সতীর্থকে গোলের সুযোগ তৈরি করে দিতেন। ফলে ক্রস থেকে মাথা দিয়ে গোল করার পরিস্থিতি তাঁর খেলায় তুলনামূলকভাবে কম আসত।

মায়ামিতে কেন বেশি

ইন্টার মায়ামিতে এসে মেসির ভূমিকা কিছুটা বদলেছে। তিনি এখনো দলের প্রধান সৃষ্টিশীল খেলোয়াড়, কিন্তু আগের মতো প্রতিটি আক্রমণের বিল্ডআপে একইভাবে যুক্ত থাকেন না। কখনো মাঝমাঠে নেমে বল তৈরি করছেন, কখনো ডান দিকে অবস্থান নিচ্ছেন, আবার কখনো গোলের কাছাকাছি গিয়ে শেষ পাস বা ফিনিশিংয়ের অপেক্ষায় থাকছেন।

খোলা চোখে তো বটেই, এমএলএসের ট্যাকটিক্যাল বিশ্লেষণেও মেসির এই খেলার ধরনের বিষয়টি উঠে এসেছে। এমএলএস সকারের বিশ্লেষক জোসেফ লরি লিখেছেন, মায়ামিতে মেসিকে ডান দিকের হাফ স্পেসে স্বাধীনভাবে খেলানো হয়, যাতে তিনি ভেতরে ঢুকতে বা বাইরে যেতে পারেন।

এই স্বাধীনতাই মেসিকে প্রতিপক্ষের বক্সে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর সুযোগ দিতে পারে। কখনো নিচ থেকে আক্রমণ তৈরি করার বদলে তিনি শেষ মুহূর্তের দৌড়, পজিশনিং কিংবা ক্রসের অপেক্ষায় থাকেন। সেখানেই হেডে গোলের সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

বয়স বেড়েছে, বদলেছে খেলার ধরনও

বার্সেলোনার মেসি আর ইন্টার মায়ামির মেসি একই খেলোয়াড় হলেও বয়স ও শারীরিক চাহিদা এক নয়। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসে প্রতিটি আক্রমণে আগের মতো দৌড়ানো বা দীর্ঘ সময় বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বদলে নিজের অবস্থান ও শক্তি ব্যবহারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া স্বাভাবিক।

এখানে সতীর্থদের প্রভাবও স্পষ্ট। বার্সেলোনায় মেসির সঙ্গে জাভি, ইনিয়েস্তা কিংবা বুসকেতসের মতো খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া ছিল। মায়ামিতে তাঁর সঙ্গে সুয়ারেজ, রদ্রিগো দি পল, জর্দি আলবার মতো পরিচিত মুখ থাকলেও দলের সামগ্রিক খেলার কাঠামো বার্সেলোনার সেই তিকিতাকা যুগের মতো নয়। মায়ামির আক্রমণে দ্রুত বল এগিয়ে নেওয়া, উইং ব্যবহার কিংবা দূর থেকে শট নেওয়ার মতো বৈচিত্র্যও দেখা যায়। ফলে মেসির জন্য বল পায়ে নিয়ে পুরো আক্রমণ তৈরি করার পাশাপাশি বক্সে গিয়ে শেষ মুহূর্তে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকে।

বাংলাদেশে কি দুর্নীতি কমবে

২৭ পৃষ্ঠার পর

ও যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। কারণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তথ্য প্রকাশ এবং প্রশ্ন করার অধিকারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধব্যবস্থা।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্নীতি কমানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী সমাজ, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষ-সবারই এখানে ভূমিকা আছে। যে সমাজ ঘুষকে 'কাজ করানোর খরচ' হিসেবে মেনে নেয়, সে সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।

তাহলে বাংলাদেশে কি দুর্নীতি কমবে? আমার উত্তর-হ্যাঁ, কমতে পারে। কিন্তু আপনা-আপনি নয়। দুর্নীতি কমাতে হলে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যেখানে দুর্নীতির লাভের চেয়ে ঝুঁকি বেশি এবং সততার মূল্য বেশি। যেখানে পরিচয়ের চেয়ে যোগ্যতা, ক্ষমতার চেয়ে আইন এবং ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে।

মার্কিন সংবিধানের ২৩৯ বছর:

২৯ পৃষ্ঠার পর

সীমার মধ্যে রাখার এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো মূলত ব্রিটিশ সংসদীয় ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়ালেও বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মার্কিন সাংবিধানিক চিন্তার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানকে ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় ব্যবস্থা ও মার্কিন ধাঁচের শক্তিশালী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা-এর সমন্বয় হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তবে এখানেই ঢাকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একটি ভালো সংবিধান থাকলেই ভালো গণতন্ত্র নিশ্চিত হয় না।

সংবিধানের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করছে, রাজনৈতিক দলগুলো কতটা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলছে, নির্বাচন কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সংসদ কতটা কার্যকর, বিচার বিভাগ কতটা স্বাধীন এবং নাগরিকেরা কতটা অধিকার ভোগ করছে এসবই নির্ধারণ করে সাংবিধানিক শাসনের বাস্তবতা।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় সংবিধান বহুবার সংশোধিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বিশেষ করে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিনের আলোচনা রয়েছে।

এখানে ফিলাডেলফিয়ার শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা শুধু ক্ষমতা সৃষ্টি করেননি; ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও তৈরি করেছিলেন। তাদের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্নের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কীভাবে রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হওয়া থেকে ঠেকানো যায়। ২৩৯ বছর পরেও মার্কিন সংবিধান নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি।

বরং প্রযুক্তি, সামাজিক বিভাজন, অভিবাসন, নাগরিক অধিকার, নির্বাচনী রাজনীতি, নির্বাহী ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।

মার্কিন সংবিধান একটি জীবন্ত রাজনৈতিক ও আইনগত কাঠামো, যার কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নাগরিক সমাজের ওপর। বাংলাদেশের জন্যও শিক্ষা এখানেই।

আমাদের মার্কিন সংবিধানের কোনো কাঠামো হুবহু অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংবিধানিক ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার কয়েকটি মৌলিক শিক্ষা সর্বজনীন ক্ষমতার ভারসাম্য, প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার, জবাবদিহি এবং রাজনৈতিক আপসের সংস্কৃতি।

মার্কিন সংবিধানের ২৩৯ বছর পূর্তি তাই শুধু যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক দিবস নয়; এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আত্মপর্যালোচনারও একটি সুযোগ।

ফিলাডেলফিয়ার শিক্ষা আমাদের বলে সংবিধান কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতার দলিল নয়, এটি রাষ্ট্রক্ষমতার সীমারেখাও নির্ধারণ করে। সংবিধান শুধু সরকার গঠন করে না, সরকারকে জবাবদিহির মধ্যেও রাখে।

আর গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন নয়; এটি সংখ্যালঘুর অধিকার, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং আইনের শাসনেরও নিশ্চয়তা।

ফিলাডেলফিয়ার ১৭৮৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকে ঢাকার ২০২৬-এর জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটিই: একটি সংবিধানের প্রকৃত শক্তি তার পাতায় নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নাগরিক সমাজ কতটা আন্তরিকভাবে তার নীতি ও চেতনাকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার ওপর নির্ভর করে।

ফিলাডেলফিয়া আমাদের একটি সাংবিধানিক কাঠামোর গল্প বলে; ঢাকা এখনো তার নিজস্ব সাংবিধানিক সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করার পথে।

অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার দত্ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; আইভিএলপি ফেলো, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

ইমরান খানের কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ

২৬ পৃষ্ঠার পর

কারাবন্দী যেকোনো মানুষের প্রতি আচরণের বিষয়টিই তাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ। তাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক না কেন, এটিকে ‘মৌলিক মানবতার বিষয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তারা। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রভাবশালী সাবেক অধিনায়কদের দেওয়া আবেদনগুলোর মধ্যে এটিই সর্বশেষে যুক্ত হলো।

এর আগে গত ২৩ আগস্ট বিশ্বের ২২ জন সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধিনায়ক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে চিঠি লিখে ইমরান খানের উন্নত চিকিৎসার দাবি জানান। সেখানে তারা দাবি করেন, তাকে যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে তা দেশটির সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার চেয়ে কম। ওই চিঠিতে তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানানো হয়েছিল: ১. সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠন করা মেডিকেল বোর্ড-যার মধ্যে ইমরানের নিজস্ব চিকিৎসকরাও থাকবেন-তাদেরকে ইমরান খানের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে তার ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার যে খবর এসেছে, সেটির একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মূল্যায়নের সুযোগ দিতে হবে; ২. আদালত কর্তৃক পুনর্বহাল করা সাপ্তাহিক পারিবারিক সাক্ষাতের বিষয়টি কোনো বাধা বা প্রশাসনিক বিলম্ব ছাড়াই বজায় রাখতে হবে; এবং ৩. মেডিকেল মূল্যায়নের ফলাফল যা-ই আসুক না কেন, সুপারিশকৃত চিকিৎসা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

এরও আগে গত ফেব্রুয়ারিতে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল, যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন ১৪ জন সাবেক আন্তর্জাতিক অধিনায়ক। এরপর থেকে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আকরাম ও মঈন খানও এ বিষয়ে কথা বলেছেন। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

টাইমস স্কয়ারে বাংলার বসন্ত,

৪ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহ্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ তুলে ধরা হয়। টাইমস স্কয়ারের ব্যস্ত সড়ক ও বিশাল ভবনের মধ্যে ঢাকার চারুকলার ঐতিহ্যের অনুরূপ বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়। দেশের বাইরে থেকেও বাঙালির উৎসবের দৃশ্যপট যে নিজের পরিচিত সাংস্কৃতিক রূপ ধরে রাখতে পারে, সেই অভিজ্ঞতাই যেন সামনে আসে সেখানে।

শিশুদের কণ্ঠে ভবিষ্যতের বাংলা

সন্ধ্যার আয়োজনে শিশুদের পরিবেশনায় ‘শতকণ্ঠে বর্ষবরণ’ ছিল অন্যতম আকর্ষণ। একসঙ্গে শিশুদের কণ্ঠে বাংলা গান ও বর্ষবরণের আয়োজন প্রবাসে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার প্রশ্নটিকেও সামনে আনে।

একটি প্রজন্ম যখন জন্ম ও বেড়ে ওঠার দিক থেকে বাংলাদেশের বাইরে, তখন তার সঙ্গে বাংলা ভাষা, গান, সাহিত্য, উৎসব ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হবে, সেটি প্রবাসী সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুদের এমন সাংস্কৃতিক আয়োজনে যুক্ত করা সেই সম্পর্ককে জীবন্ত রাখার একটি পথ হয়ে উঠতে পারে।

এরপর জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মিলিত পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, শিশুদের কণ্ঠে তাঁরা বাংলা সংস্কৃতির ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। আর প্রবীণ শিল্পীদের পরিবেশনায় ফুটে উঠেছে প্রবাসজীবনের স্মৃতি ও আবেগ।

উৎসবের পরেও থেকে যায় যে প্রশ্ন

রাত ১০টায় কলকাতার ঋতুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঢাকার নকুল কুমার বিশ্বাসের সমাপনী গান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী আয়োজনের শেষ হয়।

তবে টাইমস স্কয়ারের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক আয়োজনের সমাপ্তি হলেও এর মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি সামনে আসে, তা আরও দীর্ঘ। দেশের বাইরে বসে কীভাবে একটি জাতির ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, লোকঐতিহ্য ও উৎসব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়? নিউইয়র্কের বাংলা নববর্ষের এই আয়োজন তার একটি উত্তর খোঁজার চেষ্টা। এখানে বৈশাখ কেবল ক্যালেন্ডারের নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব ছিল না। বাংলা গান, ময়মনসিংহ গীতিকা, নৃত্য, নাটক, শোভাযাত্রা, সাহিত্য স্মরণ এবং শিশুদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটি হয়ে উঠেছিল শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের একটি আয়োজন।

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে, বিশ্বের অন্যতম বহুসাংস্কৃতিক নগরীর কেন্দ্রস্থলে বাংলার এই সাংস্কৃতিক উপস্থিতি দেখিয়েছে, প্রবাসে বসবাস করলেও একটি সংস্কৃতি তার ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে নতুন পরিসরে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে।

টাইমস স্কয়ারে সেদিনের বৈশাখ তাই কেবল নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালির উৎসব ছিল না। এটি ছিল নতুন প্রজন্মের হাতে পুরোনো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার, অন্য সংস্কৃতির মানুষের সামনে বাংলাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এবং বিশ্বনগরীর বুকে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বরকে দৃশ্যমান করে তোলার একটি প্রয়াস। - ওয়েব পোর্টাল প্রজনমকথা-র সৌজন্যে

আমি কোনো ভুলের কারণে পদত্যাগ

৬৬ পৃষ্ঠার পর

তুলেছেন সাইমা ওয়াজেদ। দীর্ঘ সময় বেতনহীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত কেন তাকে ডঐঙ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনকারী প্রত্যেক জ্যেষ্ঠ নেতা এমন রাজনৈতিক স্রোতের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন, যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য WHO-এর আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় সাইমা ওয়াজেদ বিষয়টি বুঝেছিলেন। কিন্তু তিনি আশা করেননি যে, যে প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি তার পেশাজীবনের বড় একটি সময় ব্যয় করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানেই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে যথাযথ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শুরুতেই সাইমা ওয়াজেদ স্পষ্ট করেছেন যে, WHO-এর প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। কোনো পদে দায়িত্ব নেওয়ার বহু আগে থেকেই তিনি একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ হিসেবে WHO-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ করেছেন, WHO-এর মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক প্যানেলে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সংস্থাটি বর্তমানে যে নীতিগুলো অনুসরণ করছে, সেগুলো তৈরিতেও ভূমিকা রেখেছেন।

সাইমা ওয়াজেদের বক্তব্য অনুযায়ী, তার অভিযোগ WHO নামের প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে নয়। বরং তার অভিযোগ বর্তমান ডঐঙ মহাপরিচালক ড. টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুস কীভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা মোকাবিলা করেছেন, তা নিয়ে।

২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সাইমা ওয়াজেদ ছুটিতে যেতে সম্মত হন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রক্রিয়াটি ন্যায়সংগত হবে এবং নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। কিন্তু তার মতে, এরপর যা ঘটেছে তা ছিল এক ধরনের পরিকল্পিত হয়রানি।

অভিযোগগুলোর সূত্র ছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২০২১ সালে, WHO-তে যোগ দেওয়ার কয়েক বছর আগে, তিনি যে জমি কিনেছিলেন, সেটিকে কেন্দ্র করে দুদক একটি মামলা করে।

সাইমা ওয়াজেদের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি সম্পূর্ণ আইনসম্মতভাবে জমিটি কিনেছিলেন এবং ২০০৯ সালের ‘জাতির পিতার পরিবার-সদস্যদের নিরাপত্তা আইন’-এর অধীনে ওই জমির জন্য তিনি অধিকারীও ছিলেন।

তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। সাইমা ওয়াজেদের বক্তব্য হলো, কর্তৃপক্ষ জানত যে এই দাবি সত্য নয়, কারণ সেই সময় তিনি প্রকাশ্যেই দিল্লিতে WHO-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।তিনি আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচারপ্রক্রিয়ার বিষয়ে তাকে আইনগতভাবে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি।

পরবর্তীতে একজন স্বাধীন আইনজীবী মামলাটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে, সাইমা ওয়াজেদের বক্তব্য অনুযায়ী, মত দেন যে বিচারটি প্রক্রিয়াগত ও আইনগতভাবে বেআইনি ছিল। তার বক্তব্য হলো, পুরো মামলাটির মূলেই ছিল তার মা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং তার প্রভাব তার ওপরও পড়েছে।

সাইমা ওয়াজেদ এসব বিষয়ে WHO-এর কাছে অভিযোগ জানান। একই সঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয়ও উত্থাপন করেন। তার দাবি, তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং ড. টেড্রোসের মধ্যে এমন কিছু যোগাযোগের তথ্য পেয়েছিলেন, যেগুলো তার দৃষ্টিতে প্রচলিত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে হয়নি।

এ ছাড়া মহাপরিচালকের দপ্তরের গোপনীয় নথি ফাঁস হওয়ার বিষয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি উভয় বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্তের অনুরোধ করেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় ধরে সেই অনুরোধের কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। পরে যখন উত্তর আসে, তখন তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সাইমা ওয়াজেদের মতে, প্রশাসনিক প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানোর মাত্র ১০ দিনের মধ্যে তার চলমান ছুটির ব্যবস্থা পরিবর্তন করাকে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ এবং তাকে আরও ভয় দেখানো ও হয়রানির চেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তার দৃষ্টিতে, সময়ের এই মিল, নতুন কোনো প্রমাণের অনুপস্থিতি এবং ছুটির ব্যবস্থা পরিবর্তনের পেছনে যথাযথ কারণ না থাকার বিষয়গুলো একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করে।

তার মতে, এর উদ্দেশ্য ছিল তাকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক চাপে রাখা, তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়া, যখন তিনি প্রকাশ্যে নিজের পক্ষে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এরপর যে তদন্তগুলো হয়েছে, তার প্রতিটি পর্যায়েই সাইমা ওয়াজেদ সহযোগিতা করেছেন বলে জানান। এর মধ্যে চীন সফরকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তও ছিল।

সাইমা ওয়াজেদের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই চীন সফর কখনোই হয়নি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ২০২৬ সালের আগস্টের শুরুতে WHO-এর অভ্যন্তরীণ তদারকি বিভাগ তাকে সরাসরি জানায় যে অভিযোগটি ভিত্তিহীন এবং মামলাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ততদিনে প্রায় এক বছর ধরে তিনি বেতনহীন ছিলেন এবং তার পেশাগত কাজেও কোনোভাবে যুক্ত হতে পারছিলেন না। সাইমা ওয়াজেদ তার নিজের আইনজীবীদের উত্থাপিত একটি তুলনাও সামনে আনেন।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, ড. টেড্রোসের নিজের দায়িত্ব পালনের সময় ইথিওপিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে তার বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়নি এবং তাকে কখনো বেতন ছাড়া ছুটিতেও পাঠানো হয়নি।

সাইমা ওয়াজেদ বলেন, তিনি এই তুলনা কাউকে সরাসরি দোষারোপ করার জন্য করছেন না। বরং তার বক্তব্য হলো, যথাযথ প্রক্রিয়ার কোনো অর্থ থাকতে হলে তা সবার জন্য একই হতে হবে। WHO-এর মহাপরিচালকের পদে কে আছেন বা কে নেই, তার ওপর নিয়মের প্রয়োগ নির্ভর করা উচিত নয়। ‘যোগসাজশ’ শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সাইমা ওয়াজেদ সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন।তিনি বলেন, তিনি শব্দটি হালকাভাবে ব্যবহার করেন না এবং তার বক্তব্যে এটি ব্যবহার করছেন না। তবে তার দাবি, তিনি এমন প্রমাণ দেখেছেন, যা থেকে বোঝা যায় ড. টেড্রোস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন কিছু যোগাযোগ করেছেন, যা তার প্রত্যাশিত স্বাভাবিক চ্যানেলের বাইরে ছিল। তার বক্তব্য অনুযায়ী, ওই সময় একই কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছিল। তিনি WHO-কে এসব যোগাযোগ পরীক্ষা করে দেখার অনুরোধ করেছেন। তার দাবি, আগের অনুরোধগুলোর মতো এই অনুরোধেরও এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি। সাইমা ওয়াজেদ তার পারিবারিক পরিচয় নিয়েও সরাসরি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিনি শেখ হাসিনার মেয়ে এবং এই পরিচয় নিয়ে তিনি গর্বিত।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, WHO-এর নিজস্ব যাচাই ও মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই তাকে আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জ্যেষ্ঠ পদে মনোনীত ব্যক্তিদের অনেকেরই রাজনৈতিক বা জনজীবনের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে। তার মতে, কারও পারিবারিক বা রাজনৈতিক পরিচয়কে তার পেশাগত যোগ্যতার পরিবর্তে দায়িত্ব পালনের অযোগ্যতার কারণ হিসেবে দেখানো হলে সেটিকে জবাবদিহি বলা যায় না। তিনি এটিকে সতর্কতার ভাষায় প্রকাশ করা পক্ষপাতিত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন।

প্রায় এক বছর কোনো আয় ছাড়া, নিজের পেশাগত জীবনের বহু বছরের কাজ থেকে দূরে থেকে এবং অন্য কোনো পদ গ্রহণের সুযোগ না পেয়ে সাইমা ওয়াজেদ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে WHO-এর ভেতরে অপেক্ষা করে থাকার মতো আর কোনো অর্থবহ পথ তার সামনে নেই। তিনি পদত্যাগ করেন। তার বক্তব্য হলো, তিনি পদত্যাগ করেছেন এই কারণে নয় যে তিনি কোনো ভুল করেছেন। কিংবা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো তদন্তে টিকে গেছে বলেও নয়। বরং তার বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি পদত্যাগ করেছেন কারণ তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, মামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং WHO-এর নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সেই মামলা বন্ধ হওয়া ছাড়া তাকে আর কিছু দেওয়া হয়নি।

তার প্রতি আচরণের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, কোনো জবাবদিহি করা হয়নি এবং তিনি যে প্রতিশোধমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন বলে মনে করেন, সেটি কখনো তদন্ত করা হবে এমন কোনো ইঙ্গিতও দেওয়া হয়নি।সাইমা ওয়াজেদ এখনো বলেন যে তিনি ডঐঙ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

সংঘাত বন্ধে কাতারের মাধ্যমে

৫ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত রয়েছে। তাদের কাছেও আলোচনার জন্য ইরানের শর্তগুলো জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে ইরানের শর্ত মেনে নেওয়া ওয়াশিংটনের স্বার্থেই হবে। তার ভাষায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকিতে কোনো ফল হবে না এবং ইরান একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রেজাই দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর দুর্বলতাগুলো ইরানের জানা রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা মোকাবিলায় তারা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও বেশি প্রস্তুত।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমানবাহী রণতরীর কাছে ইরান একটি জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। রেজাই বলেন, ইরানের ওপর হামলা হলে দেশটি আরও শক্তিশালীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি এবং অঞ্চলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত হানবে। - সংবাদ সুত্র আলজাজিরা

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব পারমাণবিক

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিটি স্তরে বিশ্বমানের সমাধান দিয়ে থাকে-আমাদের ব্যাপক আন্তর্জাতিক উপস্থিতির কারণেই এই অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এ বছর রোসাটম তাদের বাংলাদেশি অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম পাওয়ার ইউনিটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। এই গ্রীষ্মেই ইউনিটটির কমিশনিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণ অর্থে আমরা একটি নতুন পারমাণবিক শক্তির উত্থান দেখছি। এই প্রকল্পটি শুধু দেশের জ্বালানি চাহিদাই মেটাবে না, বরং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী গতিশীলতাও এনে দেবে। যাতে করে দেশটি অন্যান্য দেশের মতো কয়েক দশক সময় না লাগিয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যাত্রা সম্পন্ন করতে পারে।'

বাংলাদেশে নিজের ঘন ঘন সফরের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'আমি অনেকবার বাংলাদেশ সফর করেছি এবং আমি এর সুন্দর প্রকৃতি ও চমৎকার মানুষের প্রতি পুরোপুরি মুগ্ধ। অবশ্যই, দেশটি বিকশিত হচ্ছে। অবশ্যই, দেশটির একটি অত্যন্ত জটিল ইতিহাস রয়েছে।'

তিমোনভ বলেন, 'মাত্র দশ বছর আগেও তাদের দেশে পারমাণবিক শক্তির কোনো কথাই ভাবা যেত না। আর আজ আমরা দেশটিকে একটি নতুন পারমাণবিক শক্তি হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি।'

এ সময় তিনি পুরো বাংলাদেশ জুড়ে দৃশ্যমান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বর্ণনা দেন, আর তা হলো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর আবেগ।

তিনি বলেন, 'রাশিয়ায় এবং খোদ বাংলাদেশেও বিপুলসংখ্যক তরুণ পারমাণবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আগ্রহী হচ্ছেন।'

২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আসছেন

৫ পৃষ্ঠার পর

স্পষ্ট করাই তাঁর এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের বার্ষিক উচ্চপর্যায়ের সাধারণ আলোচনা বা 'জেনারেল ডিবেট' ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দেশের নেতারা এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধান প্রধান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের বিষয়ে নিজ নিজ অবস্থান ও অগ্রাধিকার ব্যক্ত করে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই সফরটি জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান গত জুনে জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ইতিহাস গড়ে দ্বিতীয় কোনো বাংলাদেশী হিসেবে এই সম্মানজনক দায়িত্ব পেয়েছেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ৮১তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য হলো- "আস্থা পুনর্গঠন, রূপান্তর ব্যবস্থাপনা: সকলের জন্য ফলপ্রসূ জাতিসংঘ"।

সংক্ষিপ্ত এই সফরকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ডজনখানেকেরও বেশি দ্বিপাক্ষিক ও উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, এসব বৈঠকের মধ্যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স শেখ সাবাহ আল-খালেদ আল-সাবাহ, ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচ এবং সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল-সৌদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালিহ, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা এবং বোয়িং গ্লোবালের প্রেসিডেন্ট ব্র্যান্ডন নেলসনও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

সফরকালেযুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত এক নৈশভোজেও যোগ দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির জানান, জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বাংলাদেশের নতুন রূপরেখা, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং জনগণের প্রত্যাশার বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।

"নিউইয়র্কে তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটবে," উল্লেখ করে কবির বলেন, সাধারণ পরিষদের আলোচনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বৈঠক করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে। সফরকালে বাংলাদেশ এই ইস্যুতে একটি উচ্চপর্যায়ের পার্শ্ব-অনুষ্ঠানের (সাইড ইভেন্ট) আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছে।

হুমায়ুন কবির আরো বলেন, "সফরের অংশ হিসেবে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের আলোচনা বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এটি আমাদের জন্য অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।"

জাতিসংঘের রিফিউজি কনভেনশন নিয়ে আলোচনা হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার এই সফরে নির্দিষ্ট সনদের চেয়ে সামগ্রিক রোহিঙ্গা সংকটের ওপরই বেশি আলোকপাত করবে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বিষয়ে কবির বলেন, বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈঠকগুলো অনেক সময়ই শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত করা হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরের মূল লক্ষ্য হলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়া।" এর বাইরে অন্যান্য পার্শ্ব-বৈঠকগুলোর চূড়ান্ত তথ্য যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-২ শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন, "৮১তম সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও উন্নয়ন অগ্রাধিকার তুলে ধরার একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এটি একটি নতুন যাত্রা, নতুন সম্ভাবনা এবং নতুন আশার সূচনা।"

বাংলাদেশের অপর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ জানান, সরকারের 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' (বাংলাদেশ প্রথম) পররাষ্ট্রনীতিই প্রধানমন্ত্রীর সকল কার্যক্রমের মূল দিশারি হিসেবে কাজ করবে, যার মূল লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক দরবারে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা।

তিনি আরও জানান, রোহিঙ্গা সংকট বিশেষ গুরুত্ব পাবে এবং সাধারণ অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই বিষয়ে একটি নিবেদিত সেশন বা অধিবেশনের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মিয়ানমারের কর্তৃপক্ষ, আরাকান আর্মি, আঞ্চলিক শক্তিগুলো এবং বৈশ্বিক স্বার্থান্বেষী মহলের ভূমিকা থাকার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যাটি ক্রমেই জটিল রূপ ধারণ করেছে উল্লেখ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা আরও গভীর হয়েছে ও আঞ্চলিক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক চাপ ছাড়া এই সংকটের সমাধান করা খুবই কঠিন হবে।"

রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরও পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, "রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। কিন্তু এটি বাংলাদেশের তৈরি সমস্যা নয়। বাংলাদেশ এই সংকটের জন্ম দেয়নি।"

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যাচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের

৫ পৃষ্ঠার পর

পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এর 'মালিকানা' নেওয়া। তিনি বলেছিলেন, এটি 'সহজ উপায়ে' বা 'কঠিন উপায়ে' হতে পারে। আর আগে, ট্রাম্প বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে কৌশলগত কারণে ওয়াশিংটনের গ্রিনল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, যা আমেরিকার ন্যাটো সঙ্গী ডেনমার্ককে উদ্বেগে রেখেছিল। ডেনমার্ক এবং কোপেনহেগেন-নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড উভয়ই এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। আগামী সপ্তাহেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। বেশ কিছু রিপোর্টে গ্রিনল্যান্ডে বিরল খণিজ ঘিরে তথ্য উঠে আসে। আর এই বিরল খণিজের দৌড়ে রয়েছে চিনও। সেই জায়গা থেকে গ্রিনল্যান্ড চুক্তি বেশ তাৎপর্যবাহী।

ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কে বলেছেন, 'আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, যুক্তরাষ্ট্র ডেনমার্ক রাজ্য এবং গ্রিনল্যান্ডের সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনের উপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বার্তা এখন থেকে, আমাদের সুস্পষ্ট লিখিত অনুমোদন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোনও প্রতিপক্ষ গ্রিনল্যান্ডে কোনো ঘাঁটি স্থাপন করতে, সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে, বা সংবেদনশীল বিনিয়োগ করতে পারবে না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন এই চুক্তি অনন্তকালের জন্য। ওয়াশিংটন অবিলম্বে ওই অঞ্চলে একটি বড় সামরিক উপস্থিতি গড়ে তুলতে শুরু করবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'এই চুক্তি নিশ্চিত করে যে চিন ও রাশিয়া গ্রিনল্যান্ডে কোনো ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে না, তারা সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারবে না এবং সংবেদনশীল খাতে বিনিয়োগ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।'

চুক্তিতে যা থাকার কথা

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, চুক্তি অনুযায়ী ন্যাটোর বাইরের কোনো দেশ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবে না। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো সেখানে সেনা মোতায়েন করতে পারবে না। সংবেদনশীল খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও থাকবে বিধিনিষেধ।

ওই কর্মকর্তা রাশিয়া ও চীনের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশ দুটি গ্রিনল্যান্ডে ঘাঁটি স্থাপন, সেনা পাঠানো কিংবা সংবেদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে না।

চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গ্রিনল্যান্ডে স্থায়ী প্রবেশ, সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার এবং আকাশপথ ব্যবহারের অধিকার থাকার কথাও বলা হয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতে গ্রিনল্যান্ড স্বাধীন হয়ে গেলেও এসব অধিকার বহাল থাকবে বলে দাবি করা হয়েছে।

মার্কিন কর্মকর্তার ভাষ্য, গ্রিনল্যান্ডে অতিরিক্ত সামরিক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ নতুন সামরিক স্থাপনা তৈরিতে গ্রিনল্যান্ড বা ডেনমার্কের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না, এমন দাবিও করা হয়েছে।

গ্রিনল্যান্ড কি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যাচ্ছে?

এই চুক্তির ঘোষণা ঘিরে বড় প্রশ্ন এটিই।

ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 'স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ' পাবে। তবে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, চুক্তিটি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে স্বীকৃতি দেয়।

গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিলসেনও বলেছেন, চুক্তিটি গ্রিনল্যান্ডের স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দ্বীপটির অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়।

অর্থাৎ প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী, চুক্তিটি গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে পরিণত করছে না। বরং এর কেন্দ্রবিন্দু গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অধিকার এবং রাশিয়া-চীনের সামরিক ও অর্থনৈতিক উপস্থিতি ঠেকানো। তবে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এর আইনি পরিধি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি কি বাড়বে?

ট্রাম্প বলেছেন, চুক্তির পর গ্রিনল্যান্ডে বড় ধরনের মার্কিন সামরিক উপস্থিতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি অবশ্য নতুন নয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের পিটুফিক স্পেস বেস রয়েছে। সেখানে শতাধিক মার্কিন সামরিক সদস্য স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন।

১৯৫১ সালের যুক্তরাষ্ট্র-ডেনমার্ক প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং ২০০৪ সালে হালনাগাদ করা ব্যবস্থার আওতায়ও গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন সেনা ও সামরিক স্থাপনা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রকে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডকে আগাম অবহিত করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডে আরও তিনটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে ওয়াশিংটনের আগ্রহ রয়েছে। নতুন চুক্তিতে এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কতটা স্বাধীনতা পাবে, সেটি এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

রাশিয়া-চীনকে ঠেকানোই কি মূল লক্ষ্য?

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া ও চীনের উপস্থিতির কারণে গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চুক্তিতে রাশিয়া ও চীনকে গ্রিনল্যান্ডে সামরিক উপস্থিতি তৈরি করা থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি সংবেদনশীল খাতে তাদের বিনিয়োগ ঠেকানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তার ভাষ্য, চীন ও রাশিয়া গ্রিনল্যান্ডে ঘাঁটি স্থাপন বা সেনা পাঠাতে পারবে না। একইসঙ্গে তাদের সংবেদনশীল খাতে বিনিয়োগও ঠেকানো হবে।

১৯৫১ সালের চুক্তির সঙ্গে পার্থক্য কোথায়?

এখানেই নতুন চুক্তিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্পষ্টতা।

১৯৫১ সালের প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডে ব্যাপক সামরিক অধিকার ভোগ করে আসছে। ২০০৪ সালে সেই ব্যবস্থা হালনাগাদ করা হয়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান ব্যবস্থার অধীনেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পূর্ণাঙ্গ আকাশপথ ব্যবহার ও সামরিক ঘাঁটি পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

তাই নতুন চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে ঠিক কী অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছে, সেটি এখনো পরিষ্কার নয়।

অ্যাটলান্টিক কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা ইমরান বায়ুমি বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড বা ডেনমার্কের অনুমোদন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করতে পারলে সেটি নতুন বিষয় হবে। তবে তার মতে, এর অনেক লক্ষ্যই কূটনীতি ও আলোচনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব ছিল।

চুক্তিটির মেয়াদ কি 'চিরস্থায়ী'?

ট্রাম্প চুক্তিটিকে 'ইনফিনিট লাইফ' বা অসীম মেয়াদের চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মার্কিন কর্মকর্তার বক্তব্য, গ্রিনল্যান্ড ভবিষ্যতে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেও চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার বহাল থাকবে।

তবে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ নথি প্রকাশ না হওয়ায় এই স্থায়ী ব্যবস্থার আইনি কাঠামো কী হবে, তা এখনো যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড যা বলছে

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেছেন, চুক্তিটি আর্কটিক ও উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করবে। একইসঙ্গে এটি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং গ্রিনল্যান্ডের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিলসেন বলেছেন, চুক্তিটি গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা জোরদার করবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দ্বীপটির স্বার্থ ও অবস্থানকে স্বীকৃতি দেবে।

দুই পক্ষ জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে চুক্তিটি সই হওয়ার কথা। তবে কার্যকর হওয়ার আগে প্রয়োজনীয় সংসদীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

ট্রাম্পের পুরোনো গ্রিনল্যান্ড পরিকল্পনার কী হলো?

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রথম মেয়াদেই গ্রিনল্যান্ড কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টিকে বড় ধরনের 'রিয়েল এস্টেট চুক্তি' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় মেয়াদে ফিরে এসে তিনি গ্রিনল্যান্ডের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবি করেন। একপর্যায়ে দ্বীপটি দখলে নিতে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাও নাকচ করেননি।

বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়

মদিনায় ১১০ মিলিয়ন টন

২২ পৃষ্ঠার পর

খবর সামনে এলো। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তর জানিয়েছে, এই চুক্তিগুলো কয়েক দশকব্যাপী ও কয়েক বিলিয়ন ডলারের অংশীদারত্বের আইনি ভিত্তি তৈরি করেছে। এর ফলে সৌদি আরবের বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচিতে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণ আরও সহজ হবে।

আইএইএর সাধারণ সম্মেলনে প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমান বলেন, 'মদিনার জাবাল সাইদ প্রকল্পে অনুসন্ধান ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রায় ১১০ মিলিয়ন টন আকরিক সম্পদের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে উচ্চ ঘনত্বের বিরল মৃত্তিকা খনিজ, বিশেষ করে ভারী উপাদানের পাশাপাশি আশাব্যঞ্জক মাত্রায় ইউরেনিয়াম রয়েছে।'

সৌদি জ্বালানিমন্ত্রী জানান, ২০২৫ সালের নভেম্বরে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর এ উদ্যোগ গতি পায়। ওই সফরের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও সরবরাহ চেইনের সুরক্ষায় দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর হয়। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত খনি কোম্পানি মাআদেন ও মার্কিন প্রতিষ্ঠান এমপি ম্যাটেরিয়ালসের যৌথ অংশীদারিত্ব।

ওই সফরের ফলেই অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ, ধাতু ও ইউরেনিয়াম খাতে একটি কৌশলগত সহযোগিতা কাঠামো তৈরি হয়। এই কাঠামোর অধীনে সৌদি আরবে নতুন বিরল মৃত্তিকা ধাতু প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর মোট খরচের ৪৯ শতাংশ অর্থায়নে সম্মত হয়। কারখানার মূল বা নিয়ন্ত্রণমূলক ৫১ শতাংশ শেয়ার থাকবে মাআদেনের হাতে। তাদের অংশীদার এমপি ম্যাটেরিয়ালস বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র বিরল মৃত্তিকা ধাতুর খনি ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি পরিচালনা করছে।

মদিনা অঞ্চলের জেদ্দা শহর থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জাবাল সাইদ। বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান বিরল মৃত্তিকা ধাতুর মজুতগুলোর অন্যতম স্থান হিসেবে আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে জায়গাটি।

সৌদি আরবের শিল্প ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মাআদেনের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির তথ্যমতে, খনিজ মজুতের দিক থেকে বৈশ্বিকভাবে এই প্রকল্প এলাকার অবস্থান চতুর্থ।

এখানে ডিসপ্রোসিয়াম ও টারবিয়ামের মতো প্রায় ৫ লাখ ৫২ হাজার টন ভারী বিরল মৃত্তিকা খনিজ এবং নিওডিমিয়াম ও প্রেসিওডিমিয়ামের মতো আরও প্রায় ৩ লাখ ৫৫ হাজার টন হালকা বিরল মৃত্তিকা খনিজ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একই বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, এই এলাকায় প্রায় ৩১ হাজার টন ইউরেনিয়ামের মজুত রয়েছে। বিরল খনিজ ও ইউরেনিয়ামের এই যুগলবন্দী সৌদি আরবকে নিজস্ব পারমাণবিক জ্বালানি চক্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে এসব উপাদান রপ্তানির পথও উন্মুক্ত হয়েছে।

সৌদি প্রেস এজেন্সি পৃথকভাবে জানিয়েছে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে সৌদি আরবে আবিষ্কৃত বিরল মৃত্তিকা উপাদানের আর্থিক মূল্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে-যা ২০১৮ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশ বেশি।

এছাড়া সৌদি ভূতাত্ত্বিক জরিপের গবেষণায় উন্নত অনুসন্ধানী ধাপে থাকা এমন দুটি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৬৪৪ মিলিয়ন টন খনিজ সম্পদ রয়েছে। সংবাদসূত্র আরব নিউজ

বাংলাদেশে কোটি টাকার ব্যাংক

২৩ পৃষ্ঠার পর

শেষে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর বিপরীতে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮.৭৫ লাখ কোটি টাকা। তিন মাস আগে, মার্চ শেষে এর পরিমাণ ছিল ৮.৫৯ লাখ কোটি টাকা।

ব্যাংকারদের ধারণা, এসব অ্যাকাউন্টের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যক্তিশ্রেণির; বাকি বড় অংশ প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব। তারা বলছেন, কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব বাড়াকে সরাসরি ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই, কারণ এই তালিকায় প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবেরই আধিক্য বেশি।

ব্যাংকাররা জানান, ব্যাংক আমানত সাধারণত প্রতি বছরই বাড়ে। কখনো এর প্রবৃদ্ধি বেশি হয়, আবার কখনো কম হয়। ফলে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবের সংখ্যাও বাড়া স্বাভাবিক।

তাদের মতে, মোট ব্যাংক আমানত যে হারে বাড়ছে, তার তুলনায় কোটি টাকার হিসাবগুলোর আমানত বৃদ্ধির হার কম। জুনে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ব্যাংক খাতে মোট আমানতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। বিপরীতে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবগুলোর আমানত বেড়েছে ৮.২৯ শতাংশ। এর আগের বছর এ শ্রেণির আমানত বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫২ শতাংশ।

ব্যাংকাররা আরও বলছেন, দেশের অর্থনীতির আকার ও ধনিক শ্রেণির সংখ্যার তুলনায় ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাবের সংখ্যা খুবই কম। এই কম সংখ্যা দিয়ে দেশের সম্পদের প্রকৃত চিত্র বোঝা যায় না। ধনীদের বড় একটি অংশ ব্যাংকে অর্থ না রেখে জমি, বাড়ি ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেন।

আবার ধনিক শ্রেণির একটি অংশ উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পাচার করা অর্থ দিয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনাসহ বিলাসী জীবনযাপনের প্রবণতাও রয়েছে বলে অভিযোগ।

এছাড়া অতিরিক্ত ভ্যাট-কর ও হয়রানির আশঙ্কায় অনেক ধনী ব্যাংক এড়িয়ে চলেন বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা। কেউ কেউ ব্যাংকে অর্থ রাখলেও তা একাধিক হিসাবে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে রাখেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ব্যাংক খাতের সংকটও ধনিক শ্রেণির একটি অংশকে ব্যাংকবিমুখ করছে বলে তাদের ধারণা।

মেঘনা ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে টিবিএসকে বলেন, দেশের অর্থনীতির আকারের তুলনায় ব্যাংকে অতিধনীদের জমা অর্থের পরিমাণ খুবই কম।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার এখন প্রায় ৪৭৫ বিলিয়ন ডলার। একইসঙ্গে দেশে ধনী-গরিবের সম্পদের বৈষম্যও প্রকট। 'কিন্তু ব্যাংক হিসাবের তথ্য সেই বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটায় না।'

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এত বড় জনসংখ্যার একটি দেশে ব্যক্তিশ্রেণির মাত্র ১২০টি ব্যাংক হিসাবে ২৫ কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

'এর অর্থ হতে পারে, অতিধনীরা ব্যাংকে অর্থ রাখছেন না অথবা একই ব্যাংক হিসাবে বড় অঙ্কের অর্থ রাখতে স্বস্তি বোধ করছেন না,' বলেন তিনি।

কোটি টাকার আমানতে ওঠানামা

গত বছরের ডিসেম্বর শেষে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৪ হাজার। এসব হিসাবে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮.৩৪ লাখ কোটি টাকা।

এর আগে ২০২৫ সালের জুন শেষে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার। ওই সময়ে এসব হিসাবে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮.৮ লাখ কোটি টাকা।

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা এবং এতে রাখা আমানতের পরিমাণ-উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ওঠানামা হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, এই উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোটি টাকার হিসাবগুলোর ধরন বোঝা জরুরি। 'ফলে কোটি টাকার হিসাবের সংখ্যা বাড়াকে সরাসরি কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ নেই।'

তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিশ্রেণির কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব বাড়লে সেটিকে সন্দেহের চোখে দেখার কারণ নেই।

'তবে একজন ব্যক্তির বৈধ আয়, বেতন-ভাতা, ব্যবসার আয় ও মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় কত সময়ে কোটি টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলে কারও ব্যাংক হিসাবে দ্রুত অর্থ বাড়ার বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হতে পারে,' বলেন তিনি।

আরিফ হোসেন আরও বলেন, কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব বাড়ার আরেকটি দিকও রয়েছে। আরও বেশি মানুষ কোটিপতি হওয়া সম্পদের বন্টন আরও অসম হওয়ার ইঙ্গিতও দিতে পারে।

'কারণ অল্প কিছু মানুষের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া কোনো দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক নয়।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ফাহমিদা খাতুন বলেন, ব্যাংকে অর্থ রাখার ক্ষেত্রে কর ও ভ্যাটের বিষয়টি অনেককে নিরুৎসাহিত করে।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, কর ফাঁকির উদ্দেশ্যেও কেউ কেউ ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকার চেষ্টা করেন। আবার আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কায় বৈধ অর্থও ব্যাংকে রাখতে অনেকে ভয় পান।

তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ঘিরে মানুষের মধ্যে থাকা এই ভয় ও অনাস্থার সংস্কৃতি দূর করতে হবে। 'একইসঙ্গে আইনের অপপ্রয়োগ যাতে মানুষের জন্য হয়রানি বা বিপদের কারণ না হয়, সেটিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।' - সংবাদসূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

'ভেঙে যাবে' যুক্তরাজ্য: স্বাধীনতা

২২ পৃষ্ঠার পর

ম্যাকডোনাল্ডের সাথে একাত্ম হয়ে দলটি সরকারকে 'সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রস্তুতি নেওয়া, পরিকল্পনা করা এবং তা সহজতর করার' আহ্বান জানিয়েছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, 'এই দ্বীপজুড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পুরো অঞ্চলজুড়ে মানুষ এমন সব প্রথম মন্ত্রী পাচ্ছে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে, যারা প্রত্যেকেই যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এতে আরও বলা হয়, 'পুরো অঞ্চল এবং বিশ্বজুড়ে যারা দেখছেন, তাদের জন্য এর চেয়ে স্পষ্ট সংকেত আর হতে পারে না যে ওয়েস্টমিনস্টারের সময় শেষ হয়ে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি এর চেয়েও ভালো একটি পথ আছে: সমান মর্যাদায় জাতিগুলো একসাথে কাজ করবে, চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাধারণ স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আমাদের আন্দোলনের পেছনে জনসমর্থন রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সাংবিধানিক পরিবর্তন আসছেই।'

'তাই আমরা আমাদের দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে একসাথে কাজ করলে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।' নেতারা আরও বলেন, আমাদের জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। কোনো ওয়েস্টমিনস্টার সরকারের এই অধিকার নেই যে তারা গণতন্ত্রকে আটকে দেবে কিংবা জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করবে-এই মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন করবে।

তাদের মতে,'আমরা স্বীকার করি যে আমাদের দলগুলোর বিভিন্ন সাংবিধানিক অবস্থান রয়েছে এবং প্রতিটি জাতি তার নিজস্ব উপায়ে এবং নিজস্ব সময়ে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।' গ্রীষ্মের আগে স্যার কিয়ার স্টারমারের কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওয়েস্টমিনস্টার থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণকে জনাব বার্নহাম তার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার করে তুলেছিলেন, যার মধ্যে একটি পর্যটন কর চালু করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে ডাউনিং স্ট্রিট সোমবার এই চুক্তির তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, জনাব বার্নহাম "সাংবিধানিক বিতর্কে" সময় নষ্ট করার চেয়ে সারা দেশের পরিবারগুলোর জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট কমানোর ওপর বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি মুখপাত্র বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের চারটি জাতিতেই পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তিনি এই ইউনিয়নে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। যুক্তরাজ্য তখনই সেরা অবস্থানে থাকে যখন মানুষ বিভাজনের পরিবর্তে আমাদের ভাগ করে নেওয়া মূল্যবোধ ও সমস্যা সমাধানের জন্য একসাথে এগিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক বিতর্ক বা নতুন গণভোটে জড়ানোর চেয়ে পারিবারিক অর্থায়নের ওপর চাপ কমানো এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবেন।'

এদিকে সিন ফেইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস ও'নিল বলেছেন, 'আইরিশ ঐক্যের সমর্থনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য প্রমাণ করে যে এই বিতর্কটি বেশ জোরেশোরেই চালু রয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকার জোয়ার থামিয়ে রাখতে পারবে না।' শনিবার ডাবলিন সফরের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ঐক্যবদ্ধ আয়ারল্যান্ড দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজনৈতিক উদ্বেগ তৈরি করেন। এ বিষয়ে ও'নিল বলেন, 'আমি মনে করি এটি আমাদের স্পষ্ট করে দেয় যে আমাদের মানুষের জন্য এখানে আসল অর্জন কী হতে পারে তা নিয়ে ভাবনাগুলো কোন পর্যায়ে রয়েছে। আর এখানকার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো একত্রীকরণ। এটি বিভাজনের অবসান এবং একটি নতুন আয়ারল্যান্ডের নতুন সূচনা।'

এর এক সপ্তাহ আগে পার্লামেন্টে জনাব বার্নহাম ভুলবশত মন্তব্য করেছিলেন যে হলিরুডের স্কটিশ পার্লামেন্ট নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কখন স্বাধীনতা গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। - সংবাদসূত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট

আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে গলছে

২২ পৃষ্ঠার পর

তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেশি দ্রুত বরফ ও ভর হারাচ্ছে। প্রতিবেদনটি সমন্বিত পর্বত উদ্যোগের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে। এতে সমন্বিত পর্বত উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র এবং জিবি পান্ত জাতীয় হিমালয় পরিবেশবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তাও রয়েছে।

তবে প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিমালয়-ক্যারাকোরাম অঞ্চলে আনুমানিক ৪০ হাজার হিমবাহের মধ্যে মাত্র ২১টির মতো হিমবাহের ওপর বিস্তারিত ও নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

নজরদারির এই ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

হিমবাহগুলো পিছিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পেছনে এমন সব হ্রদ তৈরি হতে পারে, যেগুলোর আয়তন ক্রমে বাড়তে থাকে এবং যেগুলো পাথর ও বরফের অস্থিতিশীল স্তূপ দিয়ে আটকে থাকে।

একই সময়ে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে চিরস্থায়ীভাবে জমে থাকা মাটি বা পারমাফ্রস্ট গলতে শুরু করছে। এর ফলে এই মাটি এবং উঁচু পাহাড়ি ঢালগুলো অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। এতে একের পর এক বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা বাড়ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে এরই মধ্যে এই ঝুঁকির মাত্রার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১৮ শতাংশ হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। অথচ দেশটিতে সংঘটিত মোট প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রায় ৩৫ শতাংশ এই অঞ্চলে ঘটে।

ভারত সরকার গত জুলাইয়ে দেশটির সংসদকে জানিয়েছে, ২০২৫ সালে হিমালয় অঞ্চলের ১৮৯টি উচ্চঝুঁকিপূর্ণ হ্রদের ওপর বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন চালানোর পর ৫৬টি হিমবাহসৃষ্ট হ্রদকে 'অত্যন্ত উচ্চঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকার আরও জানিয়েছে, ভারতের হিমালয় অঞ্চলের নদী অববাহিকাগুলোতে ১০ হেক্টরের বেশি আয়তনের দুই হাজার ৪৮৫টি হিমবাহসৃষ্ট হ্রদের ওপর কেন্দ্রীয় পানি কমিশন নজরদারি চালাচ্ছে।

হিমালয় ইতিমধ্যে এমন ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, যেখানে হিমবাহসৃষ্ট হ্রদগুলোর প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে।

২০২৩ সালে সিকিমে একটি হিমবাহসৃষ্ট হ্রদের পানি প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। এতে অন্তত ৭০ জন নিহত হন। একই সঙ্গে সড়ক, সেতু ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০২১ সালে উত্তরাখণ্ডে একই ধরনের একটি দুর্যোগে ২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন। ওই ঘটনায় বিপুল পরিমাণ পানি রিশিগঙ্গা ও ধৌলিগঙ্গা উপত্যকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তবে বিপদ শুধু ভয়াবহ বন্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

হিমালয় একটি বিশাল প্রাকৃতিক জলব্যবস্থা। এই অঞ্চল থেকে উৎপন্ন পানি বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা টিকিয়ে রাখে।

সমন্বিত পর্বত উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের মতে, হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলের অধিকাংশ নদী অববাহিকায় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'সর্বোচ্চ পানিপ্রবাহ' দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ, হিমবাহ থেকে নদীতে পানির প্রবাহ ওই সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। এরপর হিমবাহের ভর কমতে থাকায় পানির প্রবাহও হ্রাস পাবে।

নতুন এই গবেষণায় হিমালয়ের পানির ওপর নির্ভরশীলতার অর্থনৈতিক মূল্যকে অস্বাভাবিকভাবে বড় একটি অঙ্কে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, হিমালয়ের পানি ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২০ শতাংশের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই পানি গম, ধান, চা, জলবিদ্যুৎ এবং তীর্থভিত্তিক অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখে।

তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাহাড়ি রাজ্যগুলো এই অর্থনৈতিক মূল্যের মাত্র ৫ শতাংশের মতো নিজেদের কাছে রাখতে পারে।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের গ্রান্থাম গবেষণা ইনস্টিটিউটের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ লর্ড নিকোলাস স্টার্ন বলেন, "হিমালয় হলো তৃতীয় মেরু।"

তিনি বলেন, "উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুর বিপরীতে এই মেরুর নিচে কয়েক কোটি মানুষ বসবাস করে।"

তিনি আরও বলেন, "এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবকাঠামোর অংশ।"

স্টার্ন সতর্ক করে বলেন, এই অবকাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করা পরিবেশগত ব্যবস্থা এখন "একটি সংকটসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে"।

তবে হিমবাহ গলে যাওয়ার পেছনে কাজ করা সব কারণই এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়।

সিস্টেমিকের গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, হিমালয়ের হিমবাহ গলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য কালো কার্বন দায়ী। এই কালো কার্বনের বড় একটি অংশ সমতল অঞ্চলের ইটভাটা থেকে উৎপন্ন হয়।

হুথি হামলায় ক্ষতবিক্ষত সৌদিকে

২২ পৃষ্ঠার পর

সাগরের উপকূলবর্তী ইয়েমেনের মোকা বন্দর কব্জা করে 'আনসার আল্লাহ' নামের সেখানকার একটি শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ইরান মদতপুষ্ঠ সশস্ত্র সংগঠনটি অবশ্য হুথি হিসাবে বেশি পরিচিত। এই সাফল্যে আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের। ফলে লাগাতার সৌদির জ্বালানি পরিকাঠামোকে নিশানা করছে তারা। বন্ধ রেখেছে সামুদ্রিক তেল বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বাব এল-মান্দেবও।

রিয়াধের আশঙ্কা, ইসলামের পবিত্র শহর মক্কায় এ বার ক্ষেপণাস্ত্র ও 'ফিদায়েঁ' ড্রোনে হামলা চালাবে হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এর জেরে চরম সতর্কতা জারি করেছে সৌদি সরকার। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও তুরস্কের সামরিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল ওই উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র। কিন্তু, ইসলামাবাদ কার্যত তা অস্বীকার করায় 'শত্রু' ইজরায়েলের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে তারা।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর এই ইস্যুতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্রটির জনপ্রিয় গণমাধ্যম 'দ্য জ□রুজালেম পোস্ট'। সেখানে বলা হয়েছে, মার্কিন ফৌজের সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম-এর মধ্যস্থতায় সম্ভাব্য হুথি হামলা ঠেকানোর ব্যাপারে সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সেরেছে ইজরায়েল। পাশাপাশি, রিয়াধের আত্মরক্ষার্থে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ নিয়ে দু'তরফে 'ইতিবাচক' কথা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

দ্য জ□রুজালেম পোস্ট' জানিয়েছে, প্রথমে সেন্টকমের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপারের সঙ্গে বৈঠক করেন সৌদির যুবরাজ তথা প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন সলমন (এমবিএস)। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ওই সামরিক শীর্ষকর্তার মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। ইহুদিদের বাদ দিলে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং মিশরের কাছেও সামরিক সাহায্য চেয়েছেন তিনি। গত কয়েক দশকের নিরিখে এই পদক্ষেপকে নজিরবিহীন বলা যেতে পারে। সৌদি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল খনিজ তেল। মূলত দু'টি সামুদ্রিক রাস্তায় তরল সোনা সারা বিশ্বে সরবরাহ করে রিয়াধ। সেগুলি হল, হরমুজ এবং বাব এল-মান্দেব প্রণালী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান শুরু হওয়া ইস্তক প্রথমটি অবরুদ্ধ রেখেছে ইরান। অন্য দিকে, বর্তমানে দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রণ একরকম চলে গিয়েছে তেহরান মদতপুষ্ট হুথিদের হাতে।

হরমুজ প্রণালীতে ইরানি অবরোধ ভাঙতে গত সাত মাস ধরে মার্কিন ফৌজকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করছে 'ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স' বা আইডিএফ। বাব এল-মান্দেবের জন্যও সেই একই কাজ এ বার করতে দেখা যেতে পারে তাদের। তা ছাড়া, ইউরোপের বাজারে খনিজ তেলের সরবরাহ চালু রাখতে রিয়াধের পাশে দাঁড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তেল আভিভের। যদিও কোনও কিছু নিয়েই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।

গত ১১ সেপ্টেম্বর বাব এল-মান্দেব প্রণালীর ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত পেরিম দ্বীপ দখল করে হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এর পরই সৌদির বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করে তারা। ইরানি মদতপুষ্ঠ সংগঠনটি জানিয়েছে, এই সামুদ্রিক রাস্তায় চলাচল করবে না রিয়াধের কোনও পণ্যবাহী জাহাজ। তবে যুক্তরাষ্ট্র-সহ অন্যান্য দেশের জলযানের উপর জারি হয়নি কোনও নিষেধাজ্ঞা। এতে আরব রাষ্ট্রটির উপর যে চাপ বেড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জুলাই থেকেই বাব এল-মান্দেব দিয়ে খনিজ তেল সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে সৌদির। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি জ্বালানিমন্ত্রী রিয়াধকে 'দুর্দান্ত প্রস্তাব' দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তেল আভিভ চাইছে লোহিত সাগর উপকূলবর্তী ইহুদি শহর আইলাত পর্যন্ত ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন বিস্তার করুক রিয়াধ। পরে সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের বন্দর আশকেলন হয়ে ইউরোপে পৌঁছোবে সেই তরল সোনা। ইহুদিদের এ-হেন পদক্ষেপের নেপথ্যে একাধিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন সামরিক বিশ্লেষকদের একাংশ। প্রথমত, বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়ে রিয়াধকে দলে টানার মরিয়া চেষ্টা করছে তেল আভিভ। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে সৌদির থেকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে ইজরায়েল। সে ক্ষেত্রে অনেকটাই একঘরে হয়ে পড়বে প্যালেস্টাইনপন্থী আরবরা। তখন পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করা অনেক সহজ হবে তাদের। অতীতে বহু বার এই পদ্ধতিতে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে ইহুদি রাষ্ট্র। উদাহরণ হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কথা বলা যেতে পারে। ২০২০ সালে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় আবু ধাবি। ইরান যুদ্ধে শুরু হতেই পাল্টা প্রত্যাঘাত শানাতে আরব দেশটির মার্কিন ঘাঁটি, জ্বালানি পরিকাঠামো-সহ কৌশলগত জায়গাগুলিকে নিশানা করে তেহরান। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ প্রতিরক্ষা (এয়ার ডিফেন্স) ব্যবস্থা পাঠিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় তেল আভিভ।

একই ভাবে জার্মানির সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি সেরেছে ইজরায়েল। গত বছরের (পড়ুন, ২০২৫ সাল) ডিসেম্বরে বার্লিনকে 'অ্যারো-৩' নামের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করে তেল আভিভ। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝ-আকাশে ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে এটির। মজার বিষয় হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-'৪৫) পর্বে ইহুদিদের গণহত্যার জন্য দায়ী ছিল একমাত্র ইউরোপের এই দেশ।

১৯৩৩ সালে জার্মানির কুর্সিতে বসেন নাৎজ□ পার্টির নেতা তথা ফ্যুয়েরার আডল্ফ হিটলার। তাঁর নির্দেশে ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেন ইউরোপীয় দেশটির তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃত্ব। ইতিহাসে তা হলোকাস্ট নামে পরিচিত। বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে বার্লিনের পতন ঘটলে বন্ধ হয় সেই গণহত্যা। তার পরেও অবশ্য দীর্ঘদিন ইজরায়েলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের তেমন উন্নতি হয়নি।

বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয় জার্মানি। দেশটির পশ্চিম অংশ শাসন করত মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্ব। অন্য দিকে, পূর্ব দিকের জমি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু, ১৯৯০ সালে দু'টি অংশ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে রাজনৈতিক অঙ্ক। ফলে পরবর্তী বছরগুলিতে অতীত ভুলে ইহুদিদের সঙ্গে নতুন আঙ্গিকে সুসম্পর্ক স্থাপনে হিটলারের উত্তরসূরিদের সমস্যা হয়নি।

তা ছাড়া, এ ব্যাপারে ভারত ও ইজরায়েলের 'বন্ধুত্বের' কথাও বলা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম এশিয়ায় ইহুদি রাষ্ট্রটির জন্মের সময় রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেয় নয়াদিল্লি। যদিও তেল আভিভকে স্বীকৃতি দিতে বেশি দেরি করেননি (পড়ুন, ১৯৫০ সাল) দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তবে ১৯৯২ সালের আগে দু'তরফে ছিল না কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক।

ভারতে দূতাবাস না থাকলেও বিপদে-আপদে বরাবর নয়াদিল্লির পাশেই থেকেছে ইজরায়েল। ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এ দেশের সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে কার্পণ্য করেনি পশ্চিম এশিয়ার ওই ইহুদি রাষ্ট্র। সেগুলি রাতারাতি লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়েছে দু'তরফের 'বন্ধুত্ব'। সেই একই নীল নকশা এ বার সৌদির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চাইছে ইজরায়েল। তাতে সাফল্যের সোনালি রেখা ফুটে উঠতে পারে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকদের একাংশ। কারণ, সম্প্রতি স্কুলপাঠ্যে আমূল বদল ঘটিয়েছে রিয়াধ। সেখানে আরব দুনিয়ায় ইহুদি আগ্রাসনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে বাদ দিতে দেখা গিয়েছে তাদের।

গত বছরের (পড়ুন, ২০২৫ সাল) সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সঙ্গে 'কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি' সারে সৌদি আরব। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটি দেশ তৃতীয় কোনও শক্তি দ্বারা আক্রান্ত বা আগ্রাসনের শিকার হলে, তাকে উভয় দেশের উপর আঘাত বা যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই সমঝোতার উপর ভিত্তি করে এ বছরের অগস্টে সই হয় মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি।

গত বছরের (পড়ুন, ২০২৫ সাল) সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সঙ্গে 'কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি' সারে সৌদি আরব। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটি দেশ তৃতীয় কোনও শক্তি দ্বারা আক্রান্ত বা আগ্রাসনের শিকার হলে, তাকে উভয় দেশের উপর আঘাত বা যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই সমঝোতার উপর ভিত্তি করে এ বছরের অগস্টে সই হয় মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি।

গত বছরের (পড়ুন, ২০২৫ সাল) সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সঙ্গে 'কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি' সারে সৌদি আরব। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটি দেশ তৃতীয় কোনও শক্তি দ্বারা আক্রান্ত বা আগ্রাসনের শিকার হলে, তাকে উভয় দেশের উপর আঘাত বা যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই সমঝোতার উপর ভিত্তি করে এ বছরের অগস্টে সই হয় মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি। - কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার থেকে

কানাডার ইউরোপমুখী যাত্রা

৮ পৃষ্ঠার পর

মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে।
ওয়াশিংটন পোস্টের ভাষায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজেদের যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও জটিল সম্পর্ক রয়েছে।
তারা জোটের অভ্যন্তরীণ একক বাজারে ২৭টি সদস্য দেশকে সুবিধা দেয় এবং পণ্য সরবরাহকে সহজ ও উন্মুক্ত করে। কিন্তু জোটের বাইরের দেশগুলোর ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সুরক্ষাবাদী প্রবণতা রয়েছে। তারা বাণিজ্যে নানা বাধা তৈরি করে। এছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে তারা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ব্রাসেলসের মাধ্যমে বাণিজ্য চুক্তি করতে বাধ্য করে।
ওয়াশিংটন পোস্ট প্রশ্ন তুলেছে, জাপান বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ইউরোপের আমলাদের দ্বারা নির্ধারিত হলে বিষয়টি কেমন হবে, তা কি কানাডা ভেবে দেখেছে?
ইউরোপীয় ইউনিয়নে কানাডার রাষ্ট্রদূত জনাথান উইলকিনসন বলেছেন, সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়-এমন কোনো চুক্তিতে তার দেশ রাজি হবে না। কিন্তু জোটে যোগ দিলে কোনো না কোনো মূল্য দিতেই হয়।
ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে, বুধবার ফন ডার লিয়েন যে 'প্রযুক্তি জোট' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে কি কানাডাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কঠোর কিছু তথ্য সুরক্ষা বিধিমালা মেনে নিয়ে কর দিতে হবে? অথবা কানাডাকে কি ডিজিটাল সেবা কর চালু করতে হবে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তিন মাসের মাথায় কার্নিকে এমন একটি কর আরোপের সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে হয়েছিল?
আইসল্যান্ডের ইইউয়ে যোগ দেওয়ার স্থগিত থাকা আলোচনা পুনরায় চালু হবে কিনা, তা নিয়ে সেখানে গেল মাসে একটি গণভোট হয়। তাতে ভোটাররা আলোচনা শুরুর সরকারি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দেন।
তাদের মূল উদ্বেগ হলো, ইউরো অঞ্চলের মাছ ধরার কোটা দ্বীপ রাষ্ট্রটির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। কারণ তাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজেকে নিয়ন্ত্রক পরাশক্তি মনে করে। জননীতির এমন কোনো ক্ষেত্র নেই বললেই চলে, যেখানে তারা কঠোর নিয়মের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে না।
এসব নিয়ম প্রায়ই জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে আসে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোট একটি বড় উদাহরণ।
ওয়াশিংটন পোস্ট মনে করে, কার্নির সঙ্গে ফন ডার লিয়েনের ঘনিষ্ঠতার আগ্রহের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, ট্রাম্প কী মাত্রায় তাদের দীর্ঘদিনের মিত্রদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।
কিন্তু সময় অনেক ক্ষত সারিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রেও কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মাত্র দুই বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে নতুন করে সাজানোর সুযোগ আসছে। কারণ, ২০২৯ সালের জানুয়ারিতে নতুন একজন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব নেবেন।
কিন্তু এর মধ্যে যদি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ চলতে থাকে, তাহলে কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে?
সম্পাদকীয়র শেষভাগে ওয়াশিংটন পোস্ট উত্তরে লিখেছে, "এর ভয়াবহ পরিণতি সীমান্তের দুই পাশে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর ততদিনে কানাডার মানুষ হয়তো নিজেদের ব্রাসেলসের আমলাদের শক্ত নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবেন।"

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

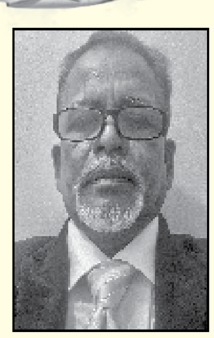

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

চীনা অর্থ ও সহযোগিতা নিয়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ডাকোটার ক্ষেত্রে তদন্তের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো তাদের মহাকাশবিষয়ক স্কুলের মানববিহীন বিমান বা ড্রোন-সংক্রান্ত গবেষণা কর্মসূচি। মার্কিন কর্মকর্তাদের দাবি, এই কর্মসূচিতে চীনের কিছু বিমান চলাচল-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির চীনা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন।

নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তি, গবেষণা সহযোগিতা, বিদেশি অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথি চাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এসব নথি জমা দেওয়ার জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তারা ফেডারেল সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সময়মতো দেওয়ার জন্য কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৮ হাজার ৩০০টির বেশি বিদেশি লেনদেনের তথ্য প্রকাশ করেছে, যার মোট মূল্য ৫.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তবে বিদেশি অর্থ পাওয়া বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা থাকা নিজেই অবৈধ-এমন কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত নেই। তদন্তের মূল প্রশ্ন হলো, এসব লেনদেন আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল কি না।

বর্তমানে ডিউক ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ডাকোটা-দুই প্রতিষ্ঠানকেই প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই বোঝা যাবে, বিদেশি অর্থ ও চুক্তির তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত অনিয়ম হয়েছিল কি না। তাই তদন্ত চলাকালীন সময়ে চীনা অর্থ বা সহযোগিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে অবৈধ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

কানাডাকে সহযোগী সদস্য করলে

৮ পৃষ্ঠার পর

দিকে যাওয়ার সময় এসেছে। তাই কানাডার সঙ্গে সম্পর্ককে যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করব। একটি প্রযুক্তি জোট গড়ে তুলব। প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত্তিগুলোকে একীভূত করব। আর্কটিককে একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌথ প্রকল্পে পরিণত করারও সময় এসেছে। ভাষণে ইইউ-কানাডা সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ব্যাটারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেন উরসুলা। তিনি বলেন, এটি অন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো অংশীদারত্ব নয়; বরং অভিন্ন শক্তির অংশীদারত্ব।

যুক্তরাষ্ট্র কেন হুথি বিদ্রোহীদের

৮ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তবে যুদ্ধ শুরুর পর ছয় মাস হয়ে গেছে, এখনো এটির কোনো সমাধান হয়নি। এ যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে এবং কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা হবে সেটিরও কোনো রোডম্যাপ দিতে পারেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

এরমধ্যে ইয়েমেনে যদি আরেকটি ফ্রন্ট খোলা হয় তাহলে বিষয়টি ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির জন্য তা ভালো হবে না। আগামী নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে। নতুন করে আরেকটি যুদ্ধ শুরু করলে তা নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যেখানে ট্রাম্প তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তহীন যুদ্ধ থেকে বের করে নিয়ে আসবেন তিনি।

গতমাসে রয়টার্স/ইপসসের একটি জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকানদের মধ্যে মাত্র ৩১ শতাংশ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন দিচ্ছেন। যেখানে এটি আগের মাসে ৩৭ শতাংশ ছিল। অপরদিকে ৮৩ শতাংশ বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়ত আরও দীর্ঘমেয়াদী হবে।

এ প্রফেসর বলেছেন, "নভেম্বরের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিপাবলিকানরা এ নিয়ে ভয়ে থাকবে। ইয়েমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে আরেকটি ফ্রন্ট খুললে অন্তহীন যুদ্ধ বাধবে। যা সাধারণ মানুষের কাছে বেশ অগ্রহণযোগ্য হবে।"

এছাড়া আরেকটি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতা আছে কি না তাও যথেষ্ট প্রশ্ন তুলবে। বিশেষ করে গত জুলাইয়ে খবর বের হয় ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রে টান পড়েছে। যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যবস্থা। যেটি ওই সময় থেকে ফুরিয়ে আসছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের ৩৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এছাড়া কয়েকডজন বিমান ও অন্যান্য অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সূত্র: আলজাজিরা

৬ মাস যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলে

১৩ পৃষ্ঠার পর

সেলফ পিটিশনার এবং কিউবান অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্টের আওতাধীন আবেদনকারীরা আইন অনুযায়ী পাবলিক চার্জ যাচাই থেকে ছাড় পেতে পারেন। টিপিএস আবেদন বা পুনর্নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তবে কোনো টিপিএসধারী পরে সাধারণ ফ্যামিলি পিটিশনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড চাইলে সেই আবেদন পাবলিক চার্জ যাচাইয়ের আওতায় আসতে পারে।

বর্তমান গ্রিন কার্ডধারীর শুধু কার্ড নবায়নের আবেদনেও নতুন পাবলিক চার্জ পরীক্ষা প্রযোজ্য নয়। ন্যাচারালাইজেশন আবেদনও সরাসরি এই বিধির আওতায় পড়ে না। তবে ইউএসসিআইএস ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী প্রথমবার আইনসম্মতভাবে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পেয়েছিলেন কি না, সেটি আলাদাভাবে যাচাই করতে পারে।

ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের পরামর্শ, যেসব গ্রিন কার্ডধারী একটানা ১৮০ দিনের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ছিলেন, তাঁদের ফেরার আগে ভ্রমণের সময়কাল, সরকারি সুবিধা গ্রহণের ইতিহাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের প্রমাণ পর্যালোচনা করা উচিত। দীর্ঘ অনুপস্থিতি বা জটিল ইমিগ্রেশন ইতিহাস থাকলে ভ্রমণের আগে অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সরকারি কর্মীদের

১২ পৃষ্ঠার পর

নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে। ডিএইচএস একই সাথে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন ও এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন এনেছে।

সেপ্টেম্বর ৯ তারিখে ডিএইচএস আরও একটি সংশোধনী প্রকাশ করে। এতে আগের নিয়ম প্রকাশের সময় অসাবধানতাবশত বাদ পড়ে যাওয়া কিছু প্রমাণের শর্ত আবার যুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে বাবা বা মায়ের বিদেশি সরকারি চাকরির প্রমাণের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ বাবা বা মা কূটনৈতিক কর্মকর্তা না হলেও বিদেশি সরকারের কর্মী হিসেবে তাদের চাকরির প্রমাণ দিতে হতে পারে।

সংশোধিত নিয়মে ফরম আই-৫০৮ নিয়েও পরিষ্কার করা হয়েছে। বিদেশি সরকারের কর্মী হিসেবে যোগ্য কিছু শিশুর ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মা কূটনৈতিক কর্মকর্তা না হলে এই ফরম জমা দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। ফরম আই-৫০৮ মূলত নির্দিষ্ট অধিকার, বিশেষ সুবিধা, অব্যাহতি ও ইমিউনিটি ত্যাগের সাথে সম্পর্কিত। ডিএইচএস জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শ্রেণি অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হবে।

নতুন নিয়মটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য, যাদের বাবা-মা বিদেশি সরকারের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালন করছেন। আগে প্রচলিত নিয়মে 'বিদেশি কূটনৈতিক কর্মকর্তা' শ্রেণির বাইরে থাকা কিছু সরকারি কর্মীর সন্তান জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হলে "পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট" হিসেবে নিবন্ধনের সুযোগ পেত না। নতুন ব্যবস্থায় সেই পরিধি বাড়ানো হয়েছে।

ডিএইচএসের প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বা তার পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া সংশ্লিষ্ট শিশুদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রযোজ্য। এর আগে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের জন্মের সময় কার্যকর থাকা নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সেপ্টেম্বর ৯-এর সংশোধনীও ৪ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর বলে ধরা হয়েছে।

এই পরিবর্তন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সরকারি কর্মীদের সন্তানদের অভিবাসন অবস্থান নিয়ে চলমান নীতিগত পরিবর্তনের একটি অংশ। তবে নতুন নিয়মটি নিজে থেকে সব বিদেশি সরকারি কর্মীর সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেয় না। বরং যেসব শিশু জন্মের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তাদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে "লফুল পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি"র জন্য নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

৬ মাসে কমার পর আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে

২৩ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক থাকলেও অনেকেই সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন। তাদের মতে, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন করে না বাড়লে এবং দেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

চট্টগ্রামভিত্তিক তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এইচ কে সি অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুল আলম চৌধুরী দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, আগের কয়েক মাসের তুলনায় আগামী মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে তারা ভালো অর্ডার পাচ্ছেন।

তিনি জানান, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা আর না বাড়লে এবং দেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে তারা আশাবাদী।

তবে দেশের অন্যতম শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান টিম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ হিল নাকিব বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। এটি এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি।

বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বর্তমানে যে গতিতে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে, তা আগামী ১২ মাস অব্যাহত থাকলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

দেশীয় উৎপাদনের সংকট ও চড়া

২৩ পৃষ্ঠার পর

কিনে পেট্রোপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে দেশে আনার পর কম খরচে বিক্রি করা সম্ভব হওয়ায় ব্যবসায়ীরা এতে বেশ লাভবান হচ্ছেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে সীমিত পরিসরে এই আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ আইনগতভাবে ইলিশ আমদানি নিষিদ্ধ নয়। তবে বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের সিংহভাগ (প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ) যে দেশটিতে উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই ভারতের মাছের ওপর নির্ভরতা তৈরি হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উদ্বেগের বিষয়।

ইলিশ গবেষকরা মনে করছেন, ইলিশের মাইগ্রেটরি রুট বা চলাচলের পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে এই সংকট তৈরি হয়েছে। চার শ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নেওয়া বিগত ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন খোদ সংশ্লিষ্টরাই। বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলছেন, কেবল সাময়িক আমদানির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে, বরং ইলিশের প্রজননক্ষেত্র রক্ষা এবং জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে দীর্ঘমেয়াদি ও কঠোর নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, নতুবা ঐতিহ্যবাহী এই মাছের বাজার চিরতরে হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

এখন বাংলাদেশ শুধু আমদানি করছে তা নয়। গত অর্থবছরে ইলিশ রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চরম ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। কর্মকর্তারা বলছেন, বারশ টন রফতানির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সেবার ১১০ টনেরও কম ইলিশ রফতানি করেছে। যদিও ইলিশের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ছয় বছর মেয়াদি প্রকল্প ২০২০ সালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটি কতটা কার্যকর হয়েছে এখন সেই প্রশ্নও তুলেছেন মৎস্য অধিদফতরের মহাপরিচালক ডঃ মোঃ খালেদ কনক নিজেও।

তিনি বলেন, 'ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারশ কোটি টাকার প্রকল্প ছিল। গত সরকারের সময়ে সেটি কতটা কাজে লাগল কিংবা গাফিলতি ছিল কি-না সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে। ইলিশ উৎপাদন কমলো কেন সেটি বের করতে হবে।'

ভারত থেকে ইলিশ আমদানি সরকার কিভাবে দেখছে জানতে চাইলে মহাপরিচালক বলেন, ইলিশ আমদানি নিষিদ্ধ না এবং অল্প স্বল্প আগেও বিভিন্ন সময় এসেছে। এবার বাজারে ইলিশ কম দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের আবেদনে সীমিত পরিসরে কিছু আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইলিশ সাগরের মাছ। প্রজননের জন্য নদীতে আসে। সমুদ্র থেকে হয়তো ওরা (ভারতীয়রা) ধরে ফেলছে। আমাদের মজুত কমছে। এসব কারণেই অল্প পরিমাণে আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

যদিও মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা ও আমদানিকারকদের কয়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারত থেকে আসা ইলিশের সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য পড়ে দুই ডলার (প্রায় ২৪৬ টাকা) কিংবা তারও কম। এরপর দেশে কাস্টমসসহ নানা শুল্কসহ বিভিন্ন ব্যয় শেষে এর যা দাম পড়ে তা বাংলাদেশের বাজারের একই ওজনের একটি ইলিশের চেয়ে অনেক কম।

বাজারে সংকট কতটা

গত কয়েক সপ্তাহে ঢাকার বাজারে দেখা গেছে ৫শ গ্রামের বেশি ওজনের ইলিশ ১৬০০ টাকা, ১ কেজির ওপরে ২৮০০, আটশ/নয়শ গ্রামের মাছ ২২-২৪শ এবং ৭শ গ্রামের ইলিশ ১৮শ টাকা কিংবা এসব দামের কাছাকাছি মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। অথচ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের তথ্যানুযায়ী দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ আসে ইলিশ থেকে। এছাড়া পৃথিবীর মোট ইলিশের প্রায় ৬০ ভাগ উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। এখন বিশ্বে উৎপাদিত মোট ইলিশের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই বাংলাদেশে হয় বলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দাবি করে থাকে।

কর্মকর্তারা বলছেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ লাখ ৭১ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছিল। পরের বছর ২০২৩-২৪ সময়ে উৎপাদন হয় ৫ লাখ ২৯ হাজার মেট্রিক টন আর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ ৪ হাজার মেট্রিক টন। আবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আনুষ্ঠানিক হিসেব না পাওয়া গেলেও কর্মকর্তারা যে ধারণা দিয়েছেন তাতে উৎপাদন হয়েছে ৫ লাখ টনেরও কম।

গুজরাতে ইলিশের বিপুল জোগান

এ বছর গুজরাতে ইলিশের বিপুল জোগান হয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মাছ রপ্তানীকারক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ। ফলে সেখানে মাছের উদ্বৃত্ত জোগান তৈরি হয়েছে এবং দামও কমেছে। তার বক্তব্য, বাংলাদেশে শুধু ইলিশেরই নয়, ইলিশের ডিমেরও বড় চাহিদা রয়েছে। আর গুজরাত থেকে আসা ইলিশে প্রচুর পরিমাণে ডিম পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ক্রেতারা ডিম-সহ বড় আকারের ইলিশ পছন্দ করেন। আবার সেখানকার কারখানাগুলিতে ইলিশের ডিম প্রসেসিং, প্যাকেজিং করে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতো দেশে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানিও করা হয়। গুজরাতের ইলিশ আকারে বড় এবং ডিমে ভরা থাকে। ফলে বাংলাদেশে ইলিশ এবং ইলিশের ডিম, দুটিরই বড় চাহিদা রয়েছে, যা গুজরাতের মাছ দিয়ে আমরা মেটাতে পারছি।'

মাকসুদের মতে, এখন ইলিশের এই বাণিজ্যিক পথটি মূলত গুজরাতের ভারুচ থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার পাইকারি বাজার হয়ে পেট্রোপোল-বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারুচের ভাদভূতের কাছে মাছ ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সভাপতি চিমন ট্যান্ডেল বলেন, গত পাঁচ বছর ধরে ইলিশের উৎপাদন খুবই ভালো হয়েছে। মূলত পশ্চিমবঙ্গেই এই মাছ পাঠানো হয়, সেখান থেকে তা বাংলাদেশেও রফতানি করা হয়।

তিনি বলেন, গুজরাত থেকে পাঠানো ইলিশের সবচেয়ে বেশি চাহিদা পশ্চিমবঙ্গেই। ভাদভূত থেকেও রেফ্রিজারেটেড ট্রাকে সরাসরি বাংলাদেশে মাছ পাঠানো হয়। পরিমাণ কম হলে ট্রেনের কনটেনারে পাঠানো হয়, তবে সাধারণত পরিমাণ বেশি হলে ট্রাকই ব্যবহার করা হয়। তার মতে, প্রতিদিন ভারুচ থেকে তিনটি ট্রাক ছাড়ে, প্রতিটিতে গড়ে ২৫০টি বাক্স থাকে। প্রতি বাক্সে থাকে ৬০ কেজি ইলিশ।

হাওড়ার কালীবাবুর বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রথীকান্ত বার দাবি করেন, এই বছর বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এসে খুচরো পরিমাণে, প্রায় দেড় থেকে ৩ মেট্রিক টন, ইলিশ কিনছেন। তবে তারাও গুজরাত ও মহারাষ্ট্র থেকে আসা বড় আকারের ইলিশই বেশি পছন্দ করছেন। সূত্র: বিবিসি বাংলা

তিন মাসে বাংলাদেশে ৫ হাজার নতুন

২৩ পৃষ্ঠার পর

এমন ব্যক্তি শ্রেণির হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৭০১টি। এসব হিসাবে জমা ছিল ৯০ হাজার ১৩১ কোটি টাকা।

মার্চ শেষে ব্যক্তিশ্রেণির এক কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাব ছিল ৪০ হাজার ৬৩০টি। তখন এসব হিসাবে জমা ছিল ৯১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা।

অর্থাৎ তিন মাসে ব্যক্তি পর্যায়ে কোটিপতি হিসাব বেড়েছে ৭১টি। তবে এসব হিসাবে মোট আমানত কমেছে ১ হাজার ২২১ কোটি টাকা।

প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যাংকে রাখার প্রবণতা

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যাংকের কোটি টাকার হিসাবের এই পরিসংখ্যানে ব্যক্তি হিসাবের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে থাকা অর্থের একটি বড় অংশ ব্যাংকে জমা থাকছে।

বিশেষ করে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন এবং বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর সঙ্গে উচ্চ সুদহার ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন বিনিয়োগে যাওয়ার পরিবর্তে অর্থ ধরে রাখছে।

ফলে প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন, ব্যবসায়িক লেনদেনের অর্থ এবং সাময়িকভাবে অব্যবহৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার প্রবণতা বেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবে আমানতের পরিমাণে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয়ের সক্ষমতা কমেছে। ফলে ব্যক্তি শ্রেণির কোটিপতি হিসাবে আমানত কমলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংকে অর্থ রাখার প্রবণতার কারণে সামগ্রিকভাবে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবে অর্থের পরিমাণ বেড়েছে।

বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরে সহযোগিতা নিয়ে ঢাকা-বেইজিং আলোচনা

২৩ পৃষ্ঠার পর

তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন।

সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর, চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মোংলা বন্দরের উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্ব পায়।

তারা রংপুরে প্রস্তাবিত ১,০০০ শয্যার হাসপাতাল, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ জ্বালানি সহযোগিতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়েও আলোচনা করেন।

শামা ওবায়েদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফল চীন সফরের কথা স্মরণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ করে অবকাঠামো, মানব উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেইজিংয়ের অব্যাহত সহযোগিতার প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত ইয়াও বাংলাদেশকে বিশ্বস্ত অংশীদার ও বন্ধু হিসেবে চীনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন।

সাক্ষাৎকালে চীনা দূত বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে সুবিধাজনক সময়ে চীন সফরের জন্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান।

শামা ওবায়েদ আমন্ত্রণটি স্বাগত জানান এবং এ উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। - বাসস

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

রান্নাবান্না

চিকেন কড়াই

পরিচয় ডেস্ক: চিকেন বা মুরগির মাংসের সঙ্গে টমোটো যোগ করে রান্না করে ফেলতে পারেন সুস্বাদু পদ 'চিকেন কড়াই'। রইলো রেসিপি।

উপকরণ: মুরগি: ১ কেজি, টমেটো: ৭০০ গ্রাম, আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা: দেড় চা-চামচ, কাঁচা মরিচ: ১০-১২টি, গোলমরিচ আধভাঙা: ২ টেবিল চামচ, আদাকুচি: ১ টেবিল চামচ, লবণ: স্বাদমতো তেল: আধা কাপ।

প্রথম ধাপ: শুরুতে টমেটো ফুটন্ত গরম পানিতে ৫ মিনিট রেখে খোসা ছাড়িয়ে ২ ভাগ করে কেটে নিতে হবে। এবার আদা-রসুনবাটা ১ কাপ পানিতে গুলিয়ে পানিটা ছেঁকে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: কড়াইয়ে তেল নিয়ে মুরগির টুকরাগুলো হালকা সোনালি করে ভেজে নিন। এবার এতে লবণ, টমেটো, আদা-রসুনবাটার পানি, কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিন। তারপর মাংসের ঝোল না শুকানো পর্যন্ত কষিয়ে নিন।

তৃতীয় ধাপ: মাংস কষানো হয়ে গেলে গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে দিন। পরিবেশনপাত্রে আদাকুচি ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

মুলা দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক: যকৃৎ ও পাকস্থলী পরিষ্কার করতে মুলার জুড়ি নেই। শীতের এই সবজি দিয়ে রান্না করতে পারেন মুরগির মাংস।

উপকরণ: দেশি মুরগি: ১টা, মুলা: ৩টা, হলুদ গুঁড়া: ১ চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া: দেড় চা-চামচ, জিরা গুঁড়া: ১ চা-চামচ, ধনিয়া গুঁড়া: আধা চা-চামচ, জায়ফল গুঁড়া:আধা চা-চামচ, জয়ত্রী গুঁড়া: আধা চা-চামচ. মেথি গুঁড়া: আধা চা-চামচ, গরমমসলা গুঁড়া: আধা চা-চামচ, টমেটো কুচি: ১টি, আস্ত গরমমসলা: ৩-৪টি, লবণ: স্বাদমতো, পেঁয়াজবাটা: ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা: ১ চা-চামচ, আদাবাটা: দেড় চা-চামচ, কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি, তেল: দেড় টেবিল চামচ, ধনিয়াপাতা কুচি: ১ টেবিল চামচ

প্রথম ধাপ: একটি কড়াইতে তেল গরম করে নিন। এরপর গরম তেলে একে একে সব বাটা মসলা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, লবণ, আস্ত গরমমসলা, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, মেথি গুঁড়া, টমেটো কুচি দিয়ে দিন। এরপর মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে কয়েক মিনিট নাড়ুন।

দ্বিতীয় ধাপ: মুলার খোসা ফেলে বড় বড় টুকরা করে মাংসে দিয়ে দিন। এরপর নেড়েচেড়ে ১০ মিনিট মাঝারি আঁচে রাখুন। এরপর ঢাকনা তুলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন।

তৃতীয় ধাপ: রান্না হয়ে গেলে জায়ফল গুঁড়া, জয়ত্রী গুঁড়া, গরম মসলা গুঁড়া এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। এ পর্যায়ে কয়েক মিনিট দমে রেখে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

সবশেষে ধনিয়াপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এবার পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন ৬৫

পরিচয় ডেস্ক:‘চিকেন ৬৫’ নামেই রয়েছে চমক। কেন এমন নাম, তা জানতে হলে এর ইতিহাস জানতে হবে। তবে সেখানেও অবশ্য নানা মুনির নানা মত।
১৯৬৫ সালে চেন্নাইয়ের বুহারি রেস্তোরাঁয় পদটি প্রথম রাঁধা হয়েছিল। যিনি রেঁধেছিলেন, তাঁর নাম ছিল এএম বুহারি। তিনিই ছিলেন রেস্তরাঁর মালিক। শোনা যায়, সে বছর রেস্তরাঁয় একই সঙ্গে অনেক অতিথির সমাগম হয়েছিল। তাঁরা নতুন কোনও পদ খেতে চেয়েছিলেন। তখন মুরগির মাংসের ওই পদটি রেঁধে ফেলেন বুহারি। অতিথিরা পদটি খেয়ে প্রশংসা করেন ও নাম জিজ্ঞাসা করলে বুহারি চিকেনের সঙ্গে সাল জুড়ে নাম দিয়ে বলেনড় ‘চিকেন ৬৫’। ওই নামেই নাকি পদটি জনপ্রিয় হয়ে যায়। তাই পরে আর নাম বদল হয়নি।
তবে চেন্নাইয়ের স্থানীয়েরা অন্য কথাও বলেন। কেউ বলেন পদটি রাঁধতে ৬৫ রকম মশলা ব্যবহার করা হয়, তাই এমন নাম। আবার কারও মত, চিকেন ৬৫ ঘণ্টা ধরে ম্যারিনেট করে নাকি পদটি রাঁধতে হয়, তাই এমন নাম।
উপকরণ: ৫০০ গ্রাম চিকেন, ৫০ গ্রাম দই,৩ চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ পাতিলেবুর রস,আধ কাপ টম্যাটোর পেস্ট,২-৩টি কাঁচালঙ্কা, ১০টি কারিপাতা, ২ চা চামচ গরমমশলা, ২ চা চামচ মাখন,নুন ও চিনি স্বাদমতো
প্রণালী : মুরগির মাংস ভাল করে ধুয়ে নিয়ে তাতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, দই, নুন ও লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। ম্যারিনেট করা চিকেন ২-৩ ঘণ্টা রেখে রান্না করলে ভাল। প্রথমে মশলা মাখানো চিকেনের টুকরোগুলিকে লাল করে ভেজে নিতে হবে। অন্য একটি পাত্রে টম্যাটো বাটা, দই ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার প্যানে তেল গরম করে মাখন দিতে হবে। তাতে কারিপাতা ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। আঁচ কমিয়ে রাখবেন যাতে পুড়ে না যায়। এ বার তাতে টম্যাটো ও দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে নাড়তে হবে। মিনিট দুয়েক নাড়াচাড়া করে তাতে ভাজা চিকেনের টুকরোগুলি দিয়ে ১০ মিনিট কম আঁচে ঢেকে রান্না করুন। তার পর স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে তাতে গরমমশলা দিয়ে আবার ঢেকে দিন। চিকেন ৬৫ শুকনো শুকনোও বানাতে পারেন আবার সামান্য ঝোলও রাখতে পারেন। পরিবেশনের আগে উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। লেবুর রস মেশালেও ভাল লাগবে।

দই চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করা যায় দই চিংড়ি। দই চিংড়ি রান্না করার সময় এই রেসিপিটি আপনাকে সহায়তা দিতে পারে। জেনে নিন রেসিপি।
উপকরণ: ১০টি মাঝারি সাইজের বাগদা চিংড়ি, ৫০০ গ্রাম টক দই, ২ টেবিল চামচ চিনি, ৭-৮টি চেরা কাঁচামরিচ, ২টি তেজপাতা, ১ টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়া, লবণ স্বাদমতো, ৩-৪ টেবিল চামচ সাদা তেল।
প্রণালী: প্রথমেই একটি মশলা তৈরি করে নিতে হবে। এজন্য লবঙ্গ, দারচিনি আর এলাচ একসঙ্গে শুকনো তাওয়ায় সামান্য ভেজে নিয়ে গুঁড়া করে মশলা তৈরি করে নিন।
এবার একটি বাটিতে দই আর গরম মশলার গুঁড়া নিয়ে নিন। এর মধ্যে লবণ আর চিনি মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন।
একটি কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করুন। এরমধ্যে প্রথমে তেজপাতা দিন। তারপর ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে কিছু সময় জ্বাল দিন। তেল ওপরে উঠে এলে কাঁচামরিচ দিন। তারপর কিছু সময় নেড়েচেড়ে নিন। তারপর পরিষ্কার করে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে দিন। ঝোলের রং সোনালি আকার ধারণ করলে দেখুন মাছ সিদ্ধ হয়েছে কিনা। মাছ সিদ্ধ হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে দিন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

কম তেলে রান্না করতে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

হলে আগে জানতে হবে এয়ার ফ্রায়ার ঠিক কী ভাবে কাজ করে? এয়ার ফ্রায়ারের ভিতর থাকে একটি হাই স্পিড ফ্যান, যা যন্ত্রটির ভিতরে গরম হওয়া চলাচল করতে সাহায্য করে। সেই তাপেই খাবার তৈরি হয়ে যায়। খাবারের উপর মুচমুচে আবরণ তৈরি হয়ে যায় কোনও রকম তেল ছাড়াই। ১৭৫-৪০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রান্না হয় এয়ার ফ্রায়ারে।

উচ্চতাপে এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে 'অ্যাক্রিলামাইড'-সহ বেশ কিছু রাসায়নিক উপাদান তৈরি হয়। তবে শুধু এয়ার ফ্রায়ারে নয়, উচ্চ তাপমাত্রায় ডুবো তেলে ভাজাভুজি করলে কিংবা মাইক্রোওয়েভ আভেনে বেকিং করলেও খাবারে 'অ্যাক্রিলামাইড' তৈরি হতে পারে। মোটামুটি ১২০-২৪৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রান্না করলেই এই রাসায়নিকটি তৈরি হতে পারে।

চিকিৎসক সৌরভ শেঠি এই প্রসঙ্গে বলেন, ''বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে 'অ্যাক্রিলামাইড' পশুদের শরীরে ক্যানসার কোষ তৈরি করে, তবে মানুষের শরীরেও ওই একই ক্ষতি করে কি না, সেই নিয়ে এখনও তেমন কোনও জোরাল তথ্য পাওয়া যায়নি। উচ্চ তাপমাত্রায় ভাজাভুজি করলে এয়ার ফ্রায়ারের থেকেও অনেক বেশি রাসায়নিক উপাদান তৈরি হয়, যা শরীরের ক্ষতি করতে পারে।''

এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে কী মাথায় রাখতে হবে?

চিকিৎসকের মতে, এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে খুব বেশি সেঁকার প্রয়োজন নেই, তাতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। অর্থাৎ কাবাবজাতীয় খাবার না বানানোই ভাল। আর রান্নার সময় এমন তেল ব্যবহার করতে হবে যার ধূমাঙ্ক বেশি। যেমন- পরিশোধিত বাদাম তেল কিংবা পরিশোধিত সূর্যমূখী তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করলে খাবারে 'অক্সিডেশন'-এর ঝুঁকি কমবে। সংবাদ সুত্র আনন্দবাজার.কম

নিউইয়র্ক স্টেটের ৮২ লাখ

৬৬ পৃষ্ঠার পর

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিতরণ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। কর্মসূচিটির জন্য চলতি অর্থবছরের রাজ্য বাজেটে ১ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে পরিবারের আয় ও কর জমা দেওয়ার ধরন অনুযায়ী সহায়তার পরিমাণ আলাদা হবে।

যৌথভাবে কর জমা দেওয়া দম্পতি বা পরিবারের আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কম হলে ২০০ ডলার পাওয়া যাবে। আয় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ডলারের মধ্যে হলে সহায়তার পরিমাণ হবে ১৫০ ডলার। আর এককভাবে কর জমা দেওয়া ব্যক্তিদের আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কম হলে তারা ১০০ ডলার পাবেন।

বাংলাদেশিরা কীভাবে পাবেন

নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও এই সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রাখেন, যদি তাঁরা নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেন। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া বা কোনো নির্দিষ্ট অভিবাসন শ্রেণিতে থাকা আলাদা শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। মূল বিষয় হলো নিউইয়র্ক স্টেটের করদাতা হিসেবে নির্ধারিত শর্ত পূরণ করা।

যোগ্য হতে হলে ২০২৪ সালের নিউইয়র্ক স্টেটের আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া থাকতে হবে। একই সঙ্গে পুরো বছর নিউইয়র্কে বসবাস করতে হবে এবং অন্য কোনো করদাতার রিটার্নে নির্ভরশীল হিসেবে দেখানো থাকা যাবে না।

অর্থাৎ, নিউইয়র্কে বসবাসকারী কোনো বাংলাদেশি পরিবার যদি ২০২৪ সালের স্টেট আয়কর রিটার্ন জমা দিয়ে থাকে, পুরো বছর নিউ ইয়র্ক স্টেটে বসবাস করে থাকে এবং আয়ের সীমাসহ অন্যান্য শর্ত পূরণ করে, তাহলে আলাদাভাবে আবেদন না করেই নির্ধারিত সহায়তার চেক পাওয়ার কথা।

চেক পাওয়ার ক্ষেত্রে কর বিভাগের কাছে থাকা ঠিকানার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই যোগ্য বাসিন্দাদের করসংক্রান্ত তথ্য ও ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা সঠিক আছে কি না, তা নিশ্চিত রাখা প্রয়োজন।

কারা কত পাবেন

স্টেটের নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী:

যৌথভাবে কর জমা দেওয়া এবং আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কম হলে: ২০০ ডলার।

যৌথভাবে কর জমা দেওয়া এবং আয় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ডলারের মধ্যে হলে: ১৫০ ডলার।

এককভাবে কর জমা দেওয়া এবং আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কম হলে: ১০০ ডলার।

নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, এই অর্থের উদ্দেশ্য হলো বাড়ির জ্বালানি বিল ও গাড়ির জ্বালানির বাড়তি খরচসহ জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপ কিছুটা কমানো।

গভর্নর হোকুল বলেছেন, অনেক পরিবার বাড়তি জ্বালানি ব্যয়ের কারণে চাপে রয়েছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

তবে এটি নিয়মিত কোনো মাসিক ভাতা বা ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হবে এমন অর্থপ্রদান নয়। এটি নিউ ইয়র্ক স্টেটের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় অনুমোদিত এককালীন সহায়তা কর্মসূচি।

নিউইয়র্ক সিটিতে এবার

৬৬ পৃষ্ঠার পর

পারাপার পারাপারের স্থান, ৩৪ হাজার বাসস্টপ এবং ২৯ হাজার অগ্নিনির্বাপক হাইড্র্যান্ট সচল ও বরফমুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখেন।

এ বছর কর্মসংস্থানের সুযোগ ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনেক আগেই চালু করা হচ্ছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে যেসব আবেদনকারী স্যানিটেশন বিভাগের কর্মসূচিতে নিবন্ধিত হবেন, তারা ডিসেম্বরে চার ঘণ্টার একটি বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন এবং তার জন্যও নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এ ছাড়া শ্রমিকের মজুরি দ্রুত পরিশোধ নিশ্চিতে কাজ শেষ করার দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্থ হাতে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় প্রথম নিবন্ধন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ব্রঙ্কসের টাফট হাইস্কুলে। পরবর্তীতে শহরের বাকি পাঁচ বরোর (বিভাগ) জন্য সময়সূচি সরকারি ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করবে স্যানিটেশন বিভাগ।

সিটি মেয়র মামদানি বলেন, গত তীব্র শীতে শত শত নাগরিক চরম প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিবেশীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়নের পাশাপাশি শহরকে যেন তুষারপাতের শুরুতেই দ্রুত প্রস্তুত করা যায়, সেজন্য এবার পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর, যুক্তরাষ্ট্রে কাজের আইনি অনুমতি এবং কঠিন আবহাওয়া পরিস্থিতিতে শারীরিক পরিশ্রম করার সক্ষমতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্র, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড, প্রয়োজনীয় ই-মেইল ঠিকানা ও নির্ধারিত আই-৯ ফরম পূরণ করতে হবে। এবার নিবন্ধনের সুবিধার জন্য ছবি সঙ্গে আনার কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি, স্যানিটেশন বিভাগের কর্মীরাই সরাসরি ছবি তুলে দেবেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সে "ICE" অভিযান, কাজে

৬৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এই ঘটনাটি নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসন অভিযান নিয়ে চলমান উদ্বেগের মধ্যেই সামনে এসেছে। এর আগে রয়টার্স জানিয়েছে, আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে আইসিইর আটক প্রায় ৫১ হাজারে পৌঁছেছিল, যা টানা তৃতীয় মাসের রেকর্ড।

তবে আটক বাড়লেও বহিষ্কারের সংখ্যা একই অনুপাতে বাড়েনি। এর পেছনে আইনি প্রক্রিয়া, বহিষ্কার আদেশ না থাকা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সীমাবদ্ধতার বিষয় রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের ঘটনাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ দিনমজুরদের অনেকেই দৈনিক কাজের ওপর নির্ভরশীল। ফলে অভিবাসন অভিযানের আশঙ্কায় কোনো শ্রমিক কাজের নির্দিষ্ট জায়গায় না গেলে তার পরিবারের দৈনন্দিন আয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এদিকে নিউইয়র্কে স্টেট এর অভিবাসন নীতি নিয়ে স্থানীয় ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতবিরোধও চলছে। নিউইয়র্কের স্থানীয় কর্মকর্তারা অভিবাসীদের নিরাপত্তা ও স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরছেন, অন্যদিকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ অভিবাসন আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছে।

বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্যও ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। নিউইয়র্কে অনেক বাংলাদেশি নির্মাণ, পরিবহন, রেস্তোরাঁ, পরিষেবা ও অন্যান্য খাতে কাজ করেন। তাই অভিবাসন অভিযান কোথায় হচ্ছে, স্থানীয় পুলিশ ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী এবং কার কী ধরনের আইনি সুরক্ষা রয়েছে-এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা জরুরি।

তবে কুইন্সের এই নির্দিষ্ট অভিযানে আটক ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব বা অভিবাসন অবস্থান সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পূর্ণ তথ্য নেই। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের সবাইকে "অবৈধ" অভিবাসী বা "অপরাধী" হিসেবে উল্লেখ করা তথ্যভিত্তিক নয়।

আমেরিকার সেরা রেস্তোরাঁর

৬৬ পৃষ্ঠার পর

নেই। তাঁর সবচেয়ে বড় বিদ্যালয় ছিল নিজের সংসার। স্বামী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও অতিথিদের জন্য কয়েক দশক ধরে রান্না করতে করতেই তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে সেই স্বাদ।

তাঁর নাম নূর-ই গুলশান রহমান। পাশে আছেন তাঁর মেয়ে নূর-ই ফারহানা রহমান। মা-মেয়ে মিলে গড়ে তুলেছেন কড়ৎধর করঃপযবহ। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে যাত্রা শুরু করা এই ছোট্ট রেস্তোরাঁ এখন শুধু জার্সি সিটির পরিচিত নাম নয়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি খাবারেরও একটি স্বতন্ত্র পরিচয়। ২০২৫ সালে এঁযব ঘবব িণড়ৎশ এঁরসবং রেস্তোরাঁটিকে তিন-তারকা স্বীকৃতি দেয়। পরের বছর, ২০২৬ সালে, পত্রিকাটির AmericaÕs Best Restaurants তালিকাতেও জায়গা করে নেয় Korai Kitchen।

গুলশান রহমান ১৯৮৬ সালে ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। অভিবাসী জীবনের চেনা সংগ্রাম ছিল তাঁর পরিবারেও। সংসার চালাতে তাঁর স্বামী নানা কাজ করেছেন। পরে দুজনেই ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। গুলশান কখনও হাতে

তৈরি ঘরসজ্জার জিনিস বানিয়েছেন, কখনও গয়নার নকশার কাজ করেছেন, আবার স্বামীর কনভেনিয়েন্স স্টোরও সামলেছেন। রেস্তোরাঁ ব্যবসা তখনও তাঁদের চিন্তার অনেক বাইরে।

তাঁর রান্নার গল্প শুরু হয়েছিল আরও আগে, বাংলাদেশে। বিয়ের পর মাত্র ১৬ বছর বয়সে রান্নাঘরের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত সখ্য গড়ে ওঠে। প্রথম দিকের রান্না সব সময় যে সফল হতো, তা নয়। একবার শ্বশুরের জন্য এমন ডিমের তরকারি করেছিলেন, যা তাঁর নিজের ভাষায় প্রায় খাওয়ার অযোগ্য হয়েছিল। শ্বশুর অবশ্য নববধূর মন রাখতে সেটিও খেয়েছিলেন। অর্ধশতাব্দী পরে সেই একই নারী আমেরিকার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ রন্ধনস্বীকৃতির তালিকায় নিজের নাম দেখবেন, তখন কি কেউ ভেবেছিল?

গুলশানের সন্তানদের বন্ধুরা তাঁর রান্না খেয়ে প্রায়ই বলত, 'আন্টি, আপনার একটা রেস্তোরাঁ খোলা উচিত।' প্রথমে তিনি কথাগুলো সৌজন্য হিসেবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পরও একই কথা বলে গেছে। শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালে তিনি ছোট পরিসরে ক্যাটারিং শুরু করেন। মানুষ বারবার তাঁর রান্নার কাছে ফিরে আসতে থাকে। সেখান থেকেই বাড়তে থাকে সাহস।

২০১৮ সালে যখন Korai Kitchen খোলা হলো, গুলশানের বয়স তখন ৬১। মা-মেয়ের কারওই রেস্তোরাঁ চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না। ফারহানা কাজ করতেন ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন খাতে। পরিকল্পনা ছিল, কয়েক সপ্তাহ মাকে সাহায্য করবেন; পরে একজন জেনারেল ম্যানেজার পাওয়া গেলে নিজের কাজে ফিরে যাবেন। কিন্তু আর ফেরা হয়নি।

প্রথম সপ্তাহান্তে বিশেষ প্রচারের কারণে রেস্তোরাঁ ভরে গেল। মনে হলো, শুরুটাই বুঝি সফল। কিন্তু তার পরই হঠাৎ খদ্দের কমে গেল। ফারহানার মনে প্রশ্ন উঠল, তাঁরা কি ভুল করে ফেলেছেন? অন্যদিকে মা রান্নাঘরে গান শুনতে শুনতে আনন্দ করে রান্না করে যাচ্ছেন। মেয়ের হিসাব বলছে সাবধান হতে হবে, মায়ের মন বলছে এগিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো মায়ের বিশ্বাসই।

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল Korai Kitchen-এর কথা। কেউ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে গাড়ি চালিয়ে খাবার খেতে এলেন। কেউ আবার নিউইয়র্কের JFK-এর বদলে ঘবধিৎশ বিমানবন্দরে নামার পরিকল্পনা করলেন, যাতে ফেরার পথে কড়ৎধর করঃপযবহ থেকে খাবার নিয়ে যেতে পারেন। এক সময় সপ্তাহান্তে খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে হতো আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত। তবে এই সাফল্যের বড় কারণ শুধু ভালো রান্না নয়। মা-মেয়ে শুরু থেকেই ঠিক করেছিলেন, বাংলাদেশি খাবারকে তাঁরা অন্য কোনো পরিচয়ের আড়ালে রাখবেন না।

আমেরিকায় বহু বছর ধরে বাংলাদেশি মালিকানাধীন অনেক রেস্তোরাঁ 'Indian restaurant' পরিচয়ে ব্যবসা করেছে। বাজারের বাস্তবতায় তার ঐতিহাসিক কারণও ছিল। কিন্তু গুলশান ও ফারহানা বেছে নিলেন অন্য পথ। তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মজার স্লোগান হয়ে উঠল #NoChickenTikkaMasala। অর্থাৎ এখানে মিলবে সেই খাবার, যা বাংলাদেশের ঘরের টেবিলে উঠে আসে-ভর্তা, ডাল, মাছ, সবজি, খিচুড়ি, মুরগির রোস্ট, চিংড়ি, মাংস। এমনকি Uber Eats ও Yelp-এ আলাদা 'Bangladeshi' বিভাগ রাখার বিষয়েও তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি সহজ: খাবারের সঙ্গে দেশের নামটিও যেন হারিয়ে না যায়।

কড়ৎধর করঃপযবহ-এ খাবার পরিবেশনও যেন বাংলাদেশের কোনো ঘরে দাওয়াত খাওয়ার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। এখন তাদের সীমিত ডাইন-ইন আয়োজনের নাম AmmaÕs Dawat। শুক্রবার ও শনিবার রাতে তিন ঘণ্টার এই আয়োজনে একের পর এক পদ পরিবেশন করা হয়। 'দাওয়াত' শব্দটির অর্থও অতিথিদের বুঝিয়ে দেন ফারহানা। এখানে শুধু খাবার বিক্রি করা হয় না; বাংলাদেশি খাবার কীভাবে খেতে হয়, ভাতের সঙ্গে ভর্তা বা ডাল কীভাবে মেশে, এমনকি হাত দিয়ে খাওয়ার সংস্কৃতিও তুলে ধরা হয়।

তারপর এলো ২০২৪ সালের ২৪ জানুয়ারি। সেদিন সকালে ফারহানা ফোন করলেন মাকে। ফোনে মেয়ে কাঁদছেন শুনে গুলশান ভয় পেয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর। কিন্তু কান্নাটা ছিল আনন্দের। James Beard Foundation-এর ২০২৪ সালের Best Chef: Mid-অঃষধহঃরপ বিভাগের সেমিফাইনালিস্টদের তালিকায় উঠে এসেছে Nur-E Gulshan Rahman-এর নাম। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যজগতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিগুলোর একটি James Beard Awards। তালিকায় নিজের নাম দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি তাঁরা। আনুষ্ঠানিক তালিকায়ও Korai Kitchen-এর পাশে রয়েছে তাঁর নাম।

ঘটনার সবচেয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার মতো অংশটি ঘটেছিল সেই রাতেই। এত ফোন, এত অভিনন্দন, এত ব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে খাওয়ানোর পর নিজের জন্য আর রান্না করার সময় পাননি গুলশান। যে নারী রান্না করে এত বড় স্বীকৃতি পেলেন, তিনি সেদিন রাতের খাবারে খেলেন এক বাটি সিরিয়াল।

এরপর স্বীকৃতির পরিধি আরও বড় হয়েছে। ২০২৫ সালে The New York Times-এর প্রধান রেস্তোরাঁ সমালোচক Ligaya Mishan Korai Kitchen-কে তিন-তারকা স্বীকৃতি দেন। ভর্তা, বেগুন ভাজা, রুই মাছ, কাবাব, বিফ কারি ও মুরগির রোস্ট তাঁর প্রশংসা কুড়ায়। একই বছর গুলশানের লাউ চিংড়ি The New York Times-এর যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সেরা খাবারের তালিকায় জায়গা করে নেয়। মজার বিষয় হলো, সেই লাউয়ের কিছু আসে রেস্তোরাঁর পেছনের ছোট্ট জায়গায় ফলানো গাছ থেকে।

আর ২০২৬ সালে এই পথচলা পৌঁছাল আরেক ধাপে। The New York এঁরসবং তাদের AmericaÕs

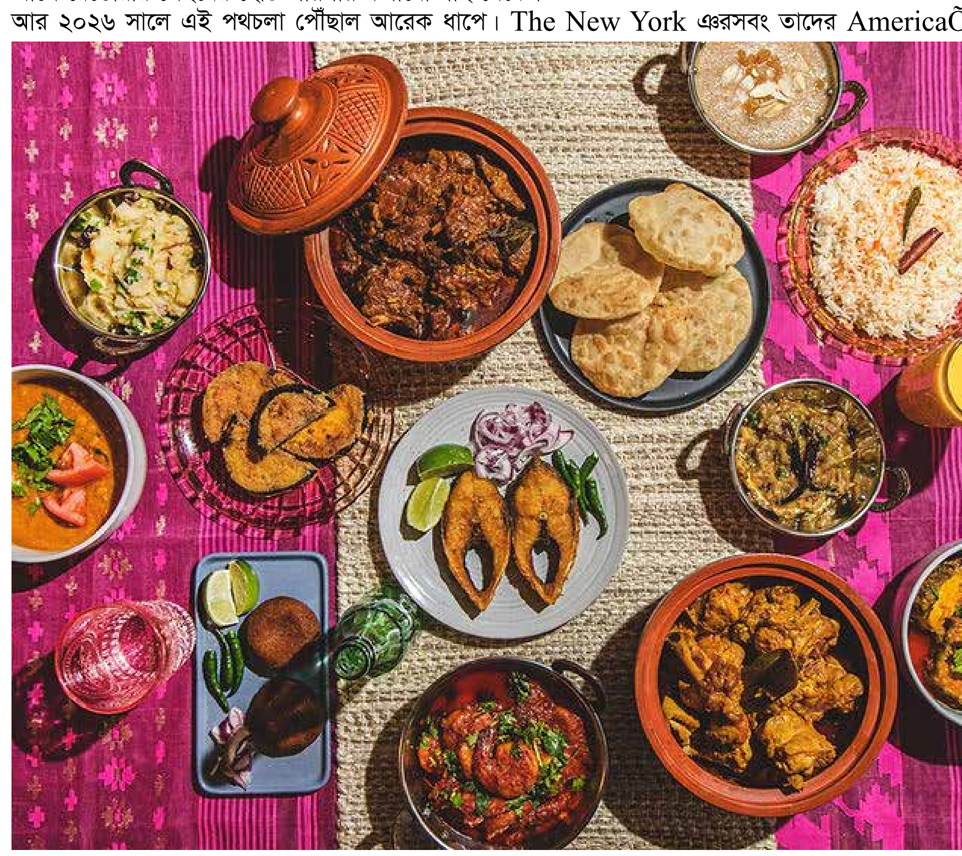

Best Restaurants ২০২৬ তালিকায় Korai Kitchen-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ছোট্ট এই বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখেছে, এখানে মরিচ ও সরিষার তেলের স্বাদ স্পষ্ট, আর রান্নায় প্রতিটি চালের দানার দিকেও থাকে যত্নশীল নজর।

Korai Kitchen-এর এই পথচলা তাই শুধু একটি সফল রেস্তোরাঁর কাহিনি নয়। এটি এমন এক অভিবাসী নারীর কাহিনি, যিনি ষাট পেরিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। এটি এমন এক মায়ের কাহিনি, যাঁর পেশাগত রন্ধনশিক্ষা ছিল না, কিন্তু ছিল পঞ্চাশ বছরের রান্নাঘরের অভিজ্ঞতা। এটি এমন এক মেয়ের কাহিনি, যিনি নিজের পেশার পথ বদলে মায়ের স্বপ্নকে ব্যবসায় রূপ দিয়েছেন। আর এটি বাংলাদেশের ঘরের সাধারণ খাবারেরও কাহিনি-যে খাবারকে পশ্চিমা রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বদলে ফেলার বদলে তারা বলেছে, বাংলাদেশি খাবারকে তার নিজের পরিচয়েই চিনতে হবে।

গুলশান রহমান একবার বলেছিলেন, সবার মধ্যেই একজন রাঁধুনি আছে। তিনি যদি পারেন, অন্যরাও পারে। কথাটি রান্নার চেয়েও বড়। জীবনে নতুন কিছু শুরু করার জন্য সব সময় অল্প বয়স, বড় পুঁজি, নামী ডিগ্রি কিংবা দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতা লাগে না। কখনও কখনও প্রয়োজন হয় নিজের জানা কাজটির মূল্য বুঝতে পারা, আর সময় পেরিয়ে গেলেও শুরু করার সাহস রাখা। ৬১ বছর বয়সে যে নারী একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে দাঁড়িয়েছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর নাম পৌঁছে গেছে James Beard-এর তালিকায়, The New York Timeং-এর পাতায় এবং আমেরিকার সেরা রেস্তোরাঁগুলোর আলোচনায়। আর তাঁর হাত ধরে লাউ চিংড়ি, ভর্তা, রুই মাছ ও মুরগির রোস্টও যেন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে একটি দেশকে, বাংলাদেশকে। তথ্যসূত্র: The New York Times & James Beard Foundation

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ।

যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যাচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের

৫৩ পৃষ্ঠার পর

তার এসব বক্তব্য ডেনমার্ক ও অন্যান্য ন্যাটো মিত্রের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। ডেনমার্ক বারবার বলে এসেছে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। নতুন চুক্তি অবশ্য গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নেওয়ার বদলে নিরাপত্তা ও সামরিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে করা হচ্ছে বলে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রিনল্যান্ড কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর আটলান্টিক ও আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে দ্বীপটিতে বিরল খনিজের মজুত রয়েছে, যা আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিক গাড়িসহ বিভিন্ন পণ্যে ব্যবহৃত হয়।

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলটির কৌশলগত গুরুত্বও বাড়ছে। ফলে গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের আগ্রহের বিষয়টি নতুন চুক্তির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

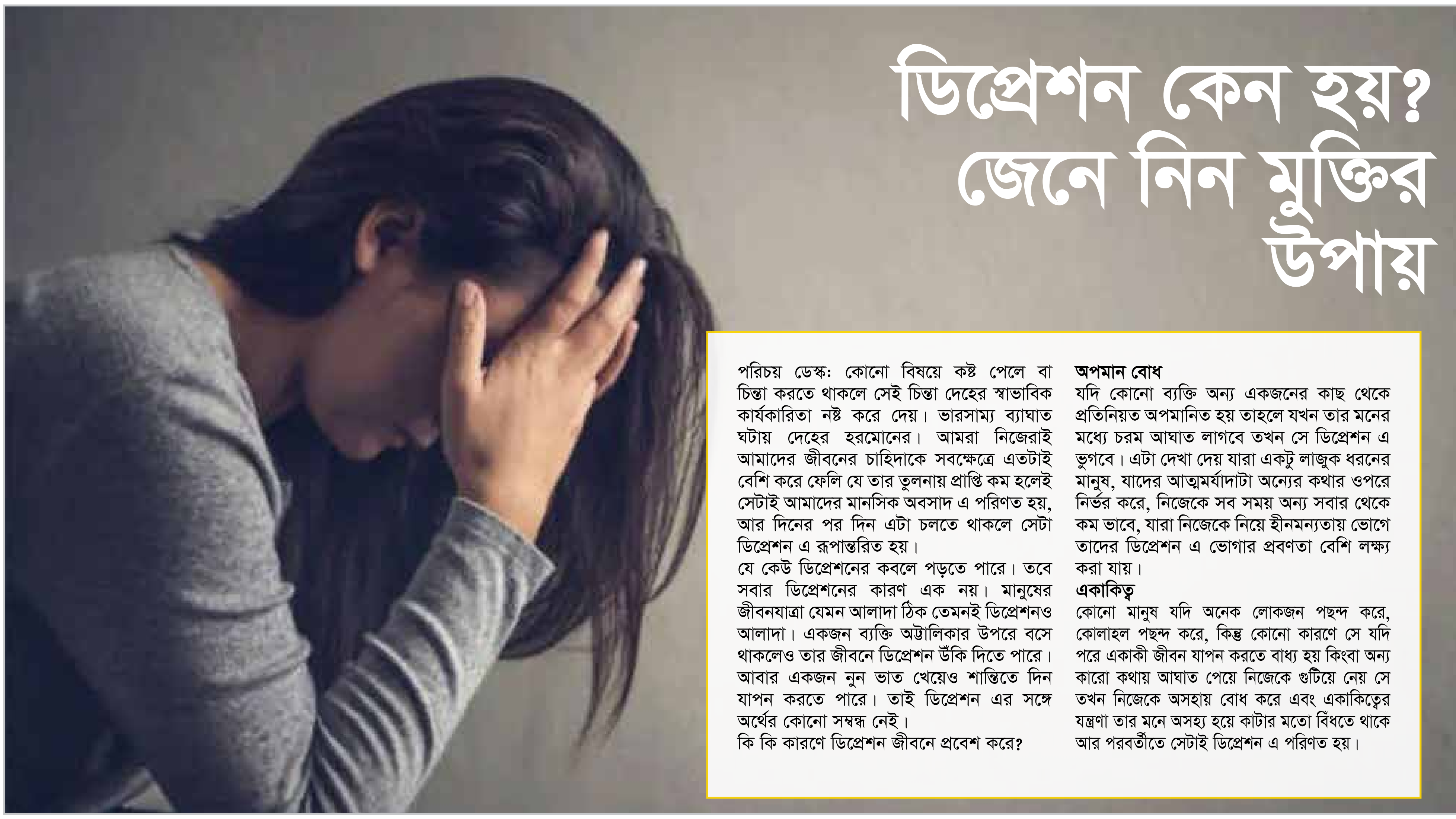

ডিপ্রেশন কেন হয়? জেনে নিন মুক্তির উপায়

পরিচয় ডেস্ক: কোনো বিষয়ে কষ্ট পেলে বা চিন্তা করতে থাকলে সেই চিন্তা দেহের স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। ভারসাম্য ব্যাঘাত ঘটায় দেহের হরমোনের। আমরা নিজেরাই আমাদের জীবনের চাহিদাকে সবক্ষেত্রে এতটাই বেশি করে ফেলি যে তার তুলনায় প্রাপ্তি কম হলেই সেটাই আমাদের মানসিক অবসাদ এ পরিণত হয়, আর দিনের পর দিন এটা চলতে থাকলে সেটা ডিপ্রেশন এ রূপান্তরিত হয়।

যে কেউ ডিপ্রেশনের কবলে পড়তে পারে। তবে সবার ডিপ্রেশনের কারণ এক নয়। মানুষের জীবনযাত্রা যেমন আলাদা ঠিক তেমনই ডিপ্রেশনও আলাদা। একজন ব্যক্তি অট্টালিকার উপরে বসে থাকলেও তার জীবনে ডিপ্রেশন উঁকি দিতে পারে। আবার একজন নুন ভাত খেয়েও শান্তিতে দিন যাপন করতে পারে। তাই ডিপ্রেশন এর সঙ্গে অর্থের কোনো সম্বন্ধ নেই।

কি কি কারণে ডিপ্রেশন জীবনে প্রবেশ করে?

অপমান বোধ

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য একজনের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অপমানিত হয় তাহলে যখন তার মনের মধ্যে চরম আঘাত লাগবে তখন সে ডিপ্রেশন এ ভুগবে। এটা দেখা দেয় যারা একটু লাজুক ধরনের মানুষ, যাদের আত্মমর্যাদাটা অন্যের কথার ওপরে নির্ভর করে, নিজেকে সব সময় অন্য সবার থেকে কম ভাবে, যারা নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে তাদের ডিপ্রেশন এ ভোগার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

একাকিত্ব

কোনো মানুষ যদি অনেক লোকজন পছন্দ করে, কোলাহল পছন্দ করে, কিন্তু কোনো কারণে সে যদি পরে একাকী জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় কিংবা অন্য কারো কথায় আঘাত পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেয় সে তখন নিজেকে অসহায় বোধ করে এবং একাকিত্বের যন্ত্রণা তার মনে অসহ্য হয়ে কাটার মতো বিঁধতে থাকে আর পরবর্তীতে সেটাই ডিপ্রেশন এ পরিণত হয়।

শীতে মধু-রসুন একসঙ্গে যেসব কারণে খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শীতকাল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং সময়। ঠান্ডা আবহাওয়া, শুষ্ক বাতাস এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাসড়এগুলো শীতকালের সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসময়ে প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হিসেবে মধু ও রসুনের সংমিশ্রণ একটি কার্যকরী সমাধান হতে পারে। মধু ও রসুন একসঙ্গে খাওয়ার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে মুক্তি মিলে। নিচে মধু ও রসুনের গুণাগুণ এবং শীতে এটি কেন খাবেন তা বিস্তারিত দেয়া হলো:

মধুর পুষ্টিগুণ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য উপহার। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য। মধু প্রাকৃতিকভাবে গলার ব্যথা উপশম করতে এবং ঠান্ডা দূর করতে সহায়তা করে। এছাড়াও, মধু হজমে সহায়ক এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও কার্যকর। শীতে মধু খাওয়া শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং কাশি ও সর্দি কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের এনার্জি বৃদ্ধি করে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে।

রসুনের পুষ্টিগুণ

রসুন একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। এতে উপস্থিত অ্যালিসিন নামক উপাদানটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রসুন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শীতকালে রসুন শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখে এবং শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা দূর করে। এছাড়াও, এটি ঠান্ডা এবং ফ্লু প্রতিরোধে কার্যকর।

সকালে খালি পেটে কী খেলে বেশী উপকার

পরিচয় ডেস্ক:সকালের দিকে ইচ্ছা হলেই সব খাবার খাওয়া যায় না। সারারাত পেট খালি থাকার পর এমন কিছু খাবার খেতে হয়, যা সারা দিন ফিট থাকতে সাহায্য করে। তার মানে সকালের খাবারে ভারী কোনো খাবার রাখতে হবে, এমন নয়। বরং হালকা ফলজাতীয় কিছু খাবার খেয়ে এর কিছুক্ষণ পর যদি ভালো খাবার খান,

রাতের খাবার আর সকালের খাবারের মধ্যে দীর্ঘ একটা সময়ের বিরতি থাকে। আর এই সময়ে ঠিকঠাক খাবার খাওয়া খুব জরুরি। কারণ খালি পেটে সঠিক খাবারই আমাদের সারাদিনের হজম ক্রিয়া ঠিক রাখে। বলা যায় শরীর সুস্থ রাখার এটাই হলো চাবিকাঠি।

খেজুর: ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেজুর খেতে পারেন। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পারে। খেজুর হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। ডায়রিয়া বা পেট খারাপ এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকে না। কারণ খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে।

গরম পানিতে মধু: প্রতিদিন সকালে উঠে হলকা গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে পাকস্থলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বদহজম বা গ্যাস-অম্বলের সমস্যা মাথা তোলার সুযোগই পায় না। সেই সঙ্গে মধুতে উপস্থিত একাধিক পুষ্টিকর উপাদান অ্যাসিডিটির সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পেঁপে: সকালে খালি পেটে পেঁপে অন্ত্রগতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক বিকল্প। খালি পেটে পেঁপে সুপারফুড হিসেবে কাজ করে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো পেঁপে সারা বছর পাওয়া যায়। পেঁপেতে আছে ভিটামিন এ, সি, কে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও প্রোটিন। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ ফাইবারও রয়েছে। আর পেঁপেতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। সেই সঙ্গে স্বাদেও মিষ্টি, যে কারণে সুগার রোগীদের প্রতিদিন একবাটি করে পাকা পেঁপে খেতে দেয়া হয়।

প্রতিদিন আদা খেলে যেভাবে শরীরে আসবে পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক: ফল ও সবজি মানবদেহের জন্য খুবেই উপকারী বলে প্রমাণিত। কিন্তু জানে কি? নির্দিষ্ট একটি মসলারও আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনই এক জাদুকরী মশলার নাম আদা। প্রতিদিন নিয়ম করে আদা খেলে, আপনার শরীরের কী কী পরিবর্তন ঘটবে চলুন জেনে আজকে তা জেনে নিই।

আমরা জানি রান্নার জন্য শক্তিশালী এ মশলাটি খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়। তবে এই মশলার রয়েছে হাজারো ঔষধি গুণ। আদার মধ্যে রয়েছে জিঞ্জেরল, শোগাওল, জিঞ্জিবেরিন এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে আদা প্রায় সব ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস আপনার শরীরকে সুস্থ-সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

আদার জিঞ্জেরল একটি জৈব-সক্রিয় উপাদান যেটি বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়ার মতো উপসর্গ কমাতে সহায়তা করে। এটি ফোলা জয়েন্টগুলো কমাতেও সাহায্য করে। আদা ক্যানসার এবং হৃদরোগের বিরুদ্ধে শরীরে টনিকের কাজ করে। আদা হজমের জন্য বিশেষভাবে ভালো। আদার একটি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব রয়েছে। পাশাপাশি আদা সেবনে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে।

প্রতিদিন আদা খাওয়ার স্বাস্থ্যগত অনেক উপকারিতা রয়েছে। প্রতিদিন ১.৫ সেন্টিমিটার সাইজের একটি আদা খাওয়ার অভ্যাস করতে পারলে শরীরের জন্য তা অনেক কাজে আসে।

চলুন জেনে নেই আদা শরীরের জন্য কতটা উপকারী সে সম্পর্কে:

১. আদা আপনার ত্বককে কুচকে যেতে দেবে না।

২. এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরে প্রদাহ দ্রুত দূর করে।

৩. প্রতিদিন আদা খেলে বমি বমি ভাব কমে যাবে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীরা এবং কেমোথেরাপি নিচ্ছেন এমন যে কেউ এটি খেলে উপকৃত হবেন।

৪.আদা পেশীর ব্যথা কমাতে দারুণ কার্যকরী। এটি মেয়েদের পিরিয়ডের তীব্র ব্যাথা কমাতেও সাহায্য করে।

৫. আপনি যদি দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকেন তাহলে নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন আদা খাওয়ার অভ্যাস আপনার মলত্যাগের গতি বাড়িয়ে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

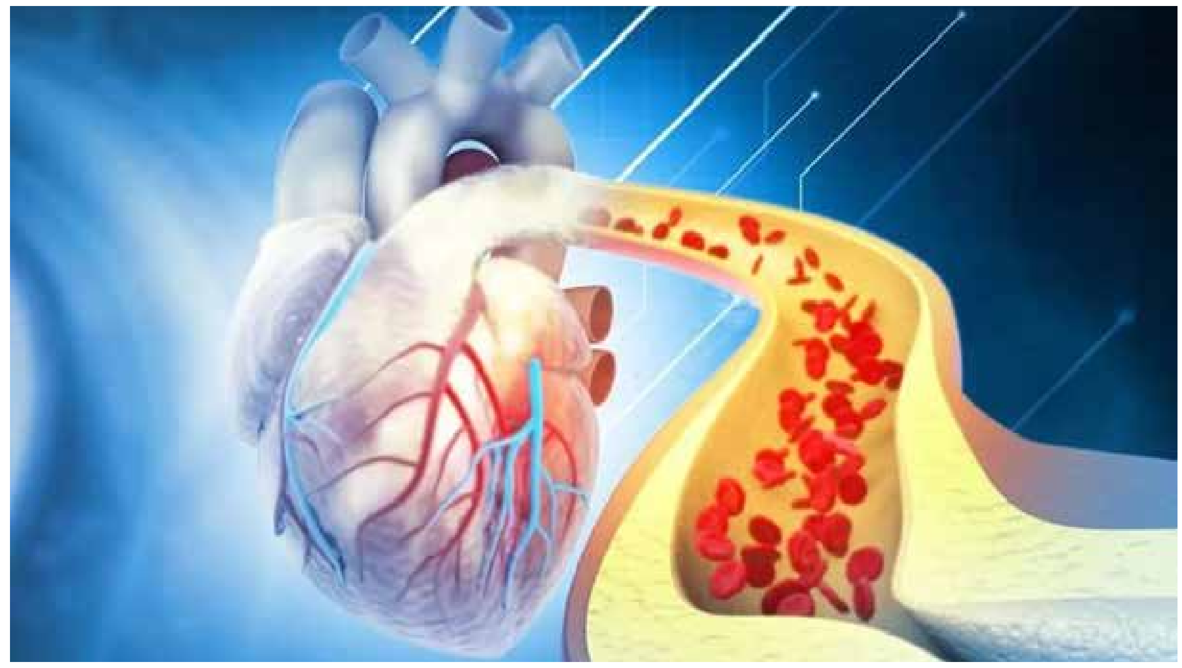

ভালো বনাম খারাপ কোলেস্টেরল

পরিচয় ডেস্ক: কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বিজাতীয় পদার্থ যা প্রাণী দেহের সব অংশে কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। মানবদেহে কোলেস্টেরল বহুবিধ শারীরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে ও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাঠামো গঠন করে। রক্তে বিদ্যমান থাকা কোলেস্টেরল পরীক্ষাগারে নির্ণয় করা যায় এবং এ কোলেস্টেরলের একটি স্বাস্থ্যসম্মত মাত্রা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাকে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা হিসেবে গণ্য করা যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বেশ কিছু রোগের যোগসূত্র রয়েছে। যেমন- মাইওকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, (হার্ট অ্যাটাক) ব্রেইন স্ট্রোক ও পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটলে, বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিকহারে এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। লিভারে উৎপন্ন কোলেস্টেরল রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সরবরাহ হয়ে থাকে।

দেখা গেছে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটলে সারা দেহের রক্তনালিতে স্থানে স্থানে স্তূপাকারে কোলেস্টেরল জমা হতে থাকে। এসবকে অ্যাথেরোমা এবং জমা হওয়ার পদ্ধতিকে অ্যাথেরোসক্লেরোসিস বলা হয়। অ্যাথেরোমাকে সহজ ভাষায় প্লাক বলা হয়। যার ফলে রক্তনালিতে ব্লক সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং হার্ট ব্লকের জন্য রক্তের উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলকে দায়ী করা হয়।

ভালো বনাম খারাপ কোলেস্টেরল

মানবদেহে লিভার বা কলিজা কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে থাকে। হজম প্রক্রিয়া ব্যবহারের জন্য পিত্তরস তৈরিতে কোলেস্টেরল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিধায় লিভার পিত্তরস তৈরির জন্য কোলেস্টেরল উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদিত কোলেস্টেরলের কিছু অংশ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের প্রয়োজন মেটাতে, লিভার রক্তের মাধ্যমে কোলেস্টেরল বিভিন্ন অঙ্গে সরবরাহ করে থাকে।

প্রাণিজ খাদ্যের মাধ্যমে মানুষ কোলেস্টেরল গ্রহণ করে থাকে যা হজম শেষে রক্তে প্রবেশ করে বিভিন্ন অঙ্গে সরবরাহ হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানবদেহে দুইভাবে কোলেস্টেরল প্রবেশ করে থাকে। খাদ্যের মাধ্যমে এবং লিভার বা কলিজায় উৎপাদনের মাধ্যমে। খাদ্য কোলেস্টেরলের একটি বড় উৎস। প্রাণিজ খাদ্য বিশেষ করে দুধের সর, মাখন, ঘি, পনির, গরু-ছাগলের চর্বি, ডিমের কুসুম, চিংড়ি, ডালডা ইত্যাদি হজমের পর রক্তে প্রবেশ করে।

অনেক উদ্ভিজ্জ খাবারে ফাইটোস্টেরল নামক পদার্থ বিদ্যমান থাকে। ফাইটোস্টেরল শোষণ প্রক্রিয়ায় কোলেস্টেরলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে শোষিত হয় ফলে ফাইটোস্টেরলসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের ফলে কোলেস্টেরল শোষণ প্রতিরোধের মাধ্যমে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রক্তে বিদ্যমান কোলেস্টেরলকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের লিপিড নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে।

যেমন- Total Cholesterol (TC) যার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি। Lwo Low density lipoprotein (LDL) যাকে সবচেয়ে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

High density lipoprotein (HDL) যাকে বন্ধু কোলেস্টেরল বলা হয় এবং এর মাত্রা বেশি থাকলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস পায় বলে একে বন্ধু কোলেস্টেরল বলা হয়। Triglyceride (TG) যা চর্বি জাতীয় খাদ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। রক্তে এর মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি ঘটলেও তেমন কোনো সমস্যা হয় না।

আয়রন-ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক:শরীর সুস্থ রাখতে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন হয়। আর পুষ্টিকর খাবার না খেলে আপনার শরীর আয়রন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে পড়ে। পুষ্টির ঘাটতি হলে শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এমনকি শরীর ক্লান্ত লাগে। হাড় দুর্বল হয়ে যায়। শরীরের নানান সমস্যা দেখা দেয়। তাই এ সময় আমাদের নানান খাবারও প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে যদি আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফোলেটের অভাব হয়, তাহলে আপনার অনেক সমস্যা দেখা দেবে। কাজে গতি পাবেন না। অর্থাৎ কাজের শক্তি ক্রমশ কমতে থাকবে। তাই আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফোলেটের অভাব কাটাতে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখুন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার।

১. আয়রনসমৃদ্ধ খাবার শরীর সুস্থ রাখে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য আপনাকে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে আপনার মাথা ঘুরবে না। সেই সঙ্গে শরীরে রক্তের অভাব হবে না। তাই এর ঘাটতি পূরণ করতে প্রতিদিন খান রেডমিট, স্যামন, সার্ডিন মাছ, মুরগির মাংস, মুসুরির ডাল, ছোলা, পালংশাক, কুমড়ার বীজ, টমেটো।

২. আর ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ কী করবেন। যদি আপনি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে চান, তাহলে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় পনির, টোফু, বাদাম, সয়াবিন, ব্রকলি, পালংশাক ইত্যাদি খাবেন। এসব খেলে আপনার হাড় মজবুত থাকবে। এতে স্নায়ু ভালোভাবে কাজ করবে, শরীরের দুর্বলতাও কিন্তু অনেকটাই কমবে।

৩. ফোলেটের ঘাটতি পূরণ করতে হলে অবশ্যই প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখুন পালংশাক, লেটুসপাতা, মুসুরির ডাল, মটরশুঁটি, অ্যাভোকাডো, সাইট্রাস ফল। এতে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে। সেই সঙ্গে এতে আপনার লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন শরীরে বাড়তে থাকবে। ক্লান্ত লাগবে না নিজেকে। রক্তাল্পতা থাকলে তাও খুব দ্রুত দূর হবে।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে “ICE” অভিযান, কাজে আসা বন্ধ করেছেন বহু অভিবাসী দিনমজুর, সংকটে ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সে (বিশেষ করে করোনা, এলমহার্স্ট এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকা) দিনমজুর হিসাবে কাজের সন্ধানে আসা শ্রমিকদের সমাবেশস্থলে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ওঈঊ)- এর সাম্প্রতিক সাঁড়াশি অভিযানের কারণে অভিবাসী দিনমজুর এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি হয়েছে।

আইসের (ওঈঊ) আকস্মিক গ্রেপ্তার এবং “কোল্যাটারাল অ্যারেস্ট” (অভিযানের সময় আশেপাশে থাকা সাধারণ অভিবাসীদের আটক)-এর আতঙ্কে বহু দিনমজুর ও নির্মাণ শ্রমিক কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে স্থানীয় ঠিকাদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং পরিষেবা খাত চরম কর্মী সংকটে পড়েছে।

নিউইয়র্কের কুইন্সের উডসাইড এলাকায় অভিবাসী দিনমজুরদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির সংবাদমাধ্যম “ডকুমেন্টেড” এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরের শুরুতে জেনারেল হার্ট প্লেগ্রাউন্ড এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা অভিযান চালান এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী প্রায় আটজন শ্রমিককে আটক করা হয়।

ওই এলাকায় সাধারণত: প্রায় একশ অভিবাসী শ্রমিক প্রতিদিন কাজের অপেক্ষায় জড়ো হন। নির্মাণ, ছাদ মেরামত, ধ্বংসকাজ ও রং করার মতো বিভিন্ন কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অভিযানের পর অনেক শ্রমিক সেখানে আসা কমিয়ে দিয়েছেন বলে প্রতিবেদনে বলা *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটিতে এবার বরফ সরানোর কাজে দ্বিগুণ আয়ের সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে আসন্ন শীত মৌসুমে জরুরি বরফ বা তুষার অপসারণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কর্মীদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ঘণ্টায় ৩০ ডলার নির্ধারণ করেছে সিটি কর্তৃপক্ষ। পারিশ্রমিকের নতুন কাঠামো অনুযায়ী, সপ্তাহে প্রথম ৪০ ঘণ্টা কাজের পর প্রতি ঘণ্টার পারিশ্রমিক বেড়ে দাঁড়াবে ৪৫ ডলারে। গত মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি নতুন এই পারিশ্রমিক কাঠামো ও সহজীকরণ প্রক্রিয়ার ঘোষণা দেন। গত শীত মৌসুমের তুলনায় এই বৃদ্ধি বেশ চোখে পড়ার মতো; যেখানে পূর্বে প্রতি ঘণ্টার মজুরি ছিল ১৯ দশমিক ১৪ ডলার এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য দেওয়া হতো ২৮ দশমিক ৭১ ডলার।

গত শীত মৌসুমে অস্বাভাবিক তুষারপাত, তুষারঝড় ও তীব্র শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে শহরের জরুরি তুষার অপসারণ কর্মসূচিতে প্রায় ৭ হাজার ৮০০ জন কর্মী নিবন্ধন করেছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটির স্যানিটেশন বিভাগের কর্মী এবং এই অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যৌথভাবে নগরীর প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার পথচারী *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু ফিলিস টেলর আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অস্ত্রবাহী জাহাজ ঠেকাতে ‘Blockade’ আন্দোলনে নেতৃত্ব; বাংলাদেশের বই ও সংস্কৃতির প্রতিও ছিল গভীর অনুরাগ।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু, শান্তিকর্মী, মানবাধিকারকর্মী ও সমাজসেবী ফিলিস টেলর আর নেই। গত ৪ জুন ২০২৬, বৃহস্পতিবার, ৮৪ বছর বয়সে ফিলাডেলফিয়ার অদূরে উইন্ডমুরের KeystoneCare Hospice-এ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে হারাল ফিলাডেলফিয়া।

নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে জন্মগ্রহণকারী এবং ইহুদি পরিবারে বেড়ে ওঠা ফিলিস টেলর *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আমি কোনো ভুলের কারণে পদত্যাগ করিনি- WHO নিয়ে মুখ খুললেন সাইমা ওয়াজেদ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (WHO) দায়িত্ব পালনকালে নিজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা এবং প্রতিশোধমূলক আচরণের অভিযোগ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক স্টেটের ৮২ লাখ পরিবারকে ২০০ ডলার পর্যন্ত জ্বালানি সহায়তা, বাংলাদেশিরা যেভাবে পেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেটে জ্বালানি ও দৈনন্দিন ব্যয়ের চাপ কমাতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে যোগ্য পরিবারগুলোর কাছে সর্বোচ্চ ২০০ ডলারের এককালীন সহায়তার চেক পাঠানো শুরু হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ১ বিলিয়ন ডলারের ‘প্রটেক্টিং আওয়ার ওয়ালেটস এনার্জি রিবেট’ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৮২ লাখ পরিবার এই অর্থ পাওয়ার যোগ্য বলে জানিয়েছে স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রশাসন। এই কর্মসূচির আওতায় যোগ্য বাসিন্দাদের আলাদাভাবে আবেদন, নিবন্ধন বা কোনো ফরম পূরণ করতে হবে না। নিউইয়র্কের কর বিভাগের কাছে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণ করে চেক ডাকযোগে পাঠানো হবে। *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

নজরুল মিন্টো: নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ঠিক ওপারে, হাডসন নদীর পশ্চিম তীরে নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের জার্সি সিটি। একদিকে হাডসন, অন্যদিকে হ্যাকেনস্যাক নদী। দুই নদীর মাঝখানে গড়ে ওঠা শহরটি আয়তনে খুব বড় নয়, মাত্র ১৫ বর্গমাইলের মতো। তবু এখানে বাস করেন তিন লাখের বেশি মানুষ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা অভিবাসীদের বসতি এই শহরে।

এই বহুজাতিক শহরের সামিট অ্যাভিনিউতে রয়েছে ছোট্ট একটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ। নাম Korai Kitchen। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, এর ভেতরের রান্নাঘর থেকেই বাংলাদেশের ঘরোয়া খাবার পৌঁছে গেছে আমেরিকার মূলধারার খাদ্যআলোচনায়। রান্নাঘরে কড়াই চড়েছে। সরিষার তেলের গন্ধে মিশে আছে কাঁচামরিচের ঝাঁজ। কোথাও ভর্তা তৈরি হচ্ছে, কোথাও রুই মাছ ভাজা হচ্ছে, কোথাও ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে মুরগির রোস্ট। আর মৌসুম এলে পেছনের ছোট্ট জায়গায় ফলানো লাউও চিংড়ির সঙ্গে উঠে যায় কড়াইয়ে। এ রান্নাঘরের প্রধান মানুষটির হাতে কোনো নামী রন্ধনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ নেই। বড় কোনো হোটেলের রান্নাঘরে কাজ করার অভিজ্ঞতাও *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*

কম তেলে রান্না করতে রোজ এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করছেন? ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে না তো?

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্য সচেতন খাদ্যরসিকদের কাছে এয়ার ফ্রায়ারের কদর দিন দিন বাড়ছে। তবে অনেকেই আবার বলেন এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এই তথ্য কি আদৌ ঠিক?

কম তেলে রান্নার জন্য ননস্টিক বাসন ব্যবহারের চল শুরু হয়েছিল আগেই। তবে এখন ননস্টিকের পাশাপাশি এয়ার ফ্রায়ারও স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালিদের হেঁশেলে দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে। এতে রান্না করলে তেলের প্রয়োজন প্রায় পড়ে না বললেই চলে। অথচ আলুভাজা কম তেলেই যথেষ্ট মুচমুচে হয়। কেবল রান্নার আগে একটু তেল মাখিয়ে নিলেই হল। সুস্বাদু ও মুখরোচক ভাজাভুজি, চপ-কাটলেট বানানোর জন্য এখন অনেকেই এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করছেন। খাদ্যরসিকদের কাছে এই যন্ত্রের কদর দিন দিন বাড়ছে। তবে অনেকেই আবার বলেন এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। এই তথ্য কি আদৌ ঠিক?

যন্ত্রটির ব্যবহার স্বাস্থ্যকর কি না তা বুঝতে *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*